সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

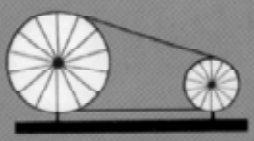

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

বিপরিণাম

শেখর সেনগুপ্ত

অনুষ্ঠানমঞ্চ বিশালাকার না হলেও সুপরিচিত। সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা লতায়পাতায় জড়িত, তারা এখানে আসেন এবং নিপুণ শিল্পীদের দক্ষতার মিহি স্বাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। এখন অবশ্য সময়টা খুব অনুকূল নয়। প্রায় কালবেলাই বলা চলে। সামনে ভোট তো। রাজনৈতিক কাজিয়া, ঝগড়াঝাটি তুঙ্গে। 'ঋতম্' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে সাধুবাদ দিতেই হয়— এরকম বারুদঠাসা সময়েও তারা এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি জমাট আসর বসাবার ফুরসত পেয়েছেন। একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি শিল্পীই মহিলা। আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুটি যিনি দখল করে আছেন, তাঁর নাম শুনলে বহু রসঞ্জের বুকেই শিহরণ উঠতে পারে। তিনি চৈতালি বসু শিগেমাৎসু। অসাধারণ শিল্পী। বিস্তর জুয়েলারিতে সজ্জিতা এই অনন্যা তামাম দুনিয়া ঘুরে ঘুরে রবীন্দ্রগীতি গেয়ে বেড়ান। তাঁর গান কানে এলে হেলান দেওয়া লোক মেরুদণ্ড সোজা করে বসেন। কণ্ঠমাধুর্যই গায়িকার বয়সকে স্থিতিশীল রেখেছে। একটা ছোট্ট আক্ষেপ— এহেন প্রতিভাময়ী এখন আর ইন্ডিয়ার সিটিজেন নন। প্রতিষ্ঠিত জাপানি সাংবাদিক ইতসুজো শিগেমাৎসু তাঁর তিন নম্বর স্বামী এবং এই স্বামীটির সঙ্গেই তাঁর বর্তমান বসবাস জাপানের হোক্কাইডোতে।

যেহেতু চৈতালি বসু আসছেন, অনুত্তম-ঘরণী আঁখির একটি আমন্ত্রণপত্র চাই-ই চাই। এরকম কিন্তু নয় যে আঁখি চৌধুরী রবীন্দ্রগীতির পোকা অথবা সঙ্গীতশাস্ত্রে তার রয়েছে গাঢ় অধিকার। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যে সমস্ত মহিলাশিল্পী কিংবদন্তী হয়েছেন, যথা আঙ্গুরবালা, মিস নীহারবালা, আশ্চর্যময়ী দাসী, কাননদেবী, সাহানা দেবী, কনকদাস বিশ্বাস, সতী দেবী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, রাজেশ্বরী দত্ত প্রমুখদের নিয়ে একখানি আকরগ্রন্থ রচনার তাগিদও তার নেই।

আসল ব্যাপার হল, চৈতালি তার বালিকা বয়সের বান্ধবী। টুকরো টুকরো স্মৃতিরা ঘণ্ট পাকায়। সব বয়সের একটা নিজস্ব ধর্ম থাকে। সেই ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছে আঁখি। শুধু নানান ঘুরপথে টুকরো স্মৃতি ফিরে আসে মাত্র। নুড়ি-বিছানো রাস্তায় দুই বান্ধবী হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। গরমে হাঁসফাঁস না করুক, কপাল ও গলার ঘাম মুছতে ছোট রুমাল ব্যবহার করতেই হবে।

এহেন বান্ধবীর সঙ্গীত আসরে আঁখি যাবেই। আর তার সরকারি গোয়েন্দা-স্বামী অনুত্তম চৌধুরীর পক্ষে দু'খানা কমপ্লিমেন্টারি কার্ড সংগ্রহ করা তো কোনো ব্যাপারই নয়।

যথাসময়ে আঁখি-অনুত্তম পৌঁছে গেল অকুস্থলে। অনুত্তম চৌধুরী এই মুহূর্তে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের প্রবীণতম কর্মী। বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই হলেও স্বাস্থ্য মজবুত। পাতলা চুল রঙ করা। নিকানো গোঁফ-দাড়ি। কালো ট্রাউজার্স ও সাদা হাফশার্টে তার দৈহিক জৌলুস অনস্বীকার্য। অন্যদিকে আঁখির রূপে এখনও অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া। কিন্তু দেহকাঠামো যথেষ্ট ঋজু।

বিস্তর বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও কলাকেন্দ্রের সামনে জমায়েত জোরদার নয়। তবুও একসময় দেখা গেল, ভেতরে একটি চেয়ারও নিঃসঙ্গ নয়। রাজনীতির বিষ-কামড় সত্ত্বেও বাঙালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি একেবারে লাটে উঠে যায়নি।

সামনের দিকে বসেছে আঁখি-অনুত্তম। হরেক কিসিমের ছোট ছোট আলো ফণা তুলে আছে স্টেজে। দু'জন নিত্যপরিচিতা গায়িকার গান শেষ হবার পর শ্রোতারা আদত রোম্যান্টিক আঁচটা টের পেলেন চৈতালি বসু শিগেমাৎসু হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে নেবার মুহূর্তে। এই গান যেমন হাততালির ধার ধারে না, তেমনি এই গান নিছক রোজগারপাতিকে বাড়াবার জন্যও নয়। এর পিছনে রয়েছে সেই দরদ, নিষ্ঠা ও দক্ষতা— যা পেশাদারিত্বের গণ্ডীকেও চূর্ণ করে।

চলমান সময়ে কবির বেশ কিছু গান আর নিখুঁত নয়; বিচারকরাও ক্ষমা-ঘেন্নায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কালোয়াতি, সরগম, তানর্কব, পুকারদম ইত্যাদিরও চৈতালি ব্যবহার দেখালেন— যাদের নকল করা কঠিন। মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও— '... কবির কিছু গান কীরকম যেন বাঈজী, বাবু ও ওস্তাদদের কোঠিতেও ঢুকে পড়ে মায়া বিস্তার করেছিল। ফলে কিছু জোরাজুরি পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার টপকে রবীন্দ্রগীতির বাণী ও সুরের আপন অবয়ব খানিক বদলে যায়। যারা গায়, তাদের কখনও একদম চুপ করানো যায় না। তবুও রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন এক শিল্প, যেখানে পরিবর্তন দৌড়তে দৌড়তে এসে সহজে নিজেকে থিতু করতে পারে না। এযুগের পাবলিকও ওই জাতের ডাকাবুকো গাইয়েকে চট্ করে মাথায় তুলে নেবে বলে আমি মনে করি না। তারা ধরে নেবে, এ একটা বিচ্যুতি— যার বিপক্ষে গলা শানাবার মতো চেতনা ও আমেজ এই যুগেও দু-একজনের আছে বৈকি! এইরকম প্রতিবাদী আবহ তৈরি করতে পারতেন ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নিখুঁত রবীন্দ্রগীতি শ্রবণ আজও তাই আমাদের কাছে এক স্বাদু উদযাপন।...'

চৈতালি এমন ভাষায় বললেন, যেন এই শব্দগুলি সমধিক চর্চায় তার মুখস্ত। ঠিক বুঝি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়। তা হোক, বহুকাল বাদে বান্ধবীর গলায় কথাগুলি শুনে আঁখি যথেষ্ট আপ্লুত। সে অনুত্তমের একখানা হাত চেপে ধরে।

মোট ন'খানা গান পরিবেশন করলেন চৈতালি। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতেই অনুত্তমকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীনরুমে ঢোকার জন্য আঁখির আকুলি-ব্যাকুলি। অকারণ ব্যস্ততা। গোঁফে চুমকুড়ি দিয়ে অনুত্তম এখনও পুলিশ সার্ভিসেই রয়েছে। তাকে দেখে গেটে স্যালুট ঠুকেছে হোমগার্ড। পড়ি-মরি গতিতে স্বাগত জানাতে ছুটে এসেছেন উদ্যোক্তাদের একজন। মাঝে এসেছে কফি। বেশ গরম। ছ্যাঁকা লাগে। এসব আপ্যায়ন আঁখিরও গা-সওয়া। দু'জনে সোজা ঢুকে গেল গ্রীনরুমে। সেখানে শিল্পীদের সমবেত সুরেলা আলাপ। আঁখি ও অনুত্তমের অপ্রত্যাশিত অনুপ্রবেশ অন্য এক মাত্রা আনে।

'চৈতি!'

— আঁখির ডাক অস্ফুট।

সোফায় অনেকখানি স্পেস নিয়ে বসে-থাকা গায়িকা ডাক শুনে আঁখির দিকে তাকায়। পরক্ষণে সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। দু'জন দু'জনকে আঁকড়ে ধরে। আবেগ প্রকাশের বৃন্দগান খুঁজে পাচ্ছে না। অগত্যা অনুত্তমই বলে, 'কত বছর বাদে দু-বন্ধুর মোলাকাত! তাই না?'

আঁখি বলল, 'হিসেব করতে বসলে চোখ কপালে উঠবে। এ আবেগ একেবারে পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধে।'

উপস্থিত অন্যান্য শিল্পীদের হয়তো একটু-আধটু আপত্তি ছিল— এরা আবার কারা ঢুকল গ্রীনরুমে? কিন্তু চৈতালির আগ্রহ ও আবেগ দেখে তারাও অবাক।

চৈতালি বলে, 'কেটে গেছে পাক্কা চারটি দশক। তবুও এক নজরেই চিনতে পারলাম। উনি যে তোর কত্তা, বলবার দরকার নেই।'

'তোরটা কোথায়?'

'সে এখন সিঙ্গাপুরে। ভেরি স্পেশাল কভারেজ।'

'তোর এই মাতৃভূমে এসেছে কখনও?'

'মাত্র একবার। বছর ছয়েক আগে। জাপান-ভারত বাণিজ্যিক বন্ধনের স্বপক্ষে ওকালতিও করেছে নিজের প্রতিবেদনে। ভুখাপেট ও চাঁদিফাটা রোদ্দুর নিয়ে ভারতের গরিব গ্রামগুলিতেও ঘুরেছে। সে যে কীরকম চরিত্রের মানুষ, আন্দাজ করতে পারবি না।'

'তোদের সন্তান?'

চৈতালির মুখে ছায়া জমে, 'গর্ভধারণের শক্তি ভগবান আমাকে দেননি। তিনটি পুরুষের সঙ্গে থাকলাম। তাতেও—'

খানিক নীরবতা।

আঁখির প্রশ্ন, 'কোথায় উঠেছিস?'

'ঈশা গেস্ট হাউস। উদ্যোক্তারা বুক করে রেখেছিলেন।'

'সেটা কোথায়?'

এতক্ষণে মুখ খোলে অনুত্তম, 'দারুণ গেস্ট হাউস। রাজারহাট এলাকায়। সূচনায় জমি নিয়ে বিরোধ, চরম উৎকণ্ঠা। একগাদা দাবিদার। সরকারি সৌজন্যে সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। অতি চমৎকার বন্দোবস্ত।'

চৈতালি মাথা নাড়ে, 'ঠিক। সদর দরজা দিয়ে একবার ঢুকে পড়লে আর বের হতে ইচ্ছে করবে না। সো হোমলি। আমার রুম সেকেন্ড ফ্লোরে। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে নজরে আসে সবুজের বাহার। সময় সময় হু-হু বাতাস। কোনো কেনো গাছ বাটখারার মতো দোলে। নীচে আবার ফুলের বাগান। গেস্ট হাউসের কর্মীকে খুব একটা খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। বেল বাজানো মাত্র হাজির। ভাবছি, দু'দিন বাড়তি থেকে যাব। ইতসুজোর সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে।'

আঁখি খেদ প্রকাশ করে, 'অর্থাৎ তোর সঙ্গ আমি পাচ্ছি না! ভেবেছিলাম, আমাদের সাধারণ ফ্ল্যাটবাড়িতে নিয়ে যাব।'

'ও সো নাইস অফ ইউ, আঁখি।'— চৈতালি প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে, 'আমার হাজবেন্ড এলেই তাকে নিয়ে তোর ডেরায় চলে যাব। জানিস, তোর কথা কত বলেছি ওকে! তুই কিন্তু এখনও বেশ রূপসী।'

'আর আমার গর্ব তোর খ্যাতি নিয়ে। বুদ্ধির দোষে আমি গলায় ঝোলালাম এক গোয়েন্দা পুলিশকে। স্নেহ ও ভালবাসা দেবার সময় কোথায় ওর? খালি খুন-খারাপি ও রহস্য নিয়ে টালমাটাল।'

আঁখির কথায় অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে অনুত্তম, 'সেই রহস্যের মানে তুমি নিজেও যে একজন সওয়ার হয়ে উঠেছ, সেটাও কবুল করো।'

আঁখি তীব্রভাবে জানায়, 'সঙ্গদোষ।'

চলে আসবার আগে নির্দেশিত আবেগে আঁখি ও চৈতালি আর একবার আলিঙ্গনাবদ্ধ হল।

বাড়ি ফিরে আসে আঁখি ও অনুত্তম। ফেরার পথে তারা নির্বাক থাকলেও বিছানায় শুয়ে স্মৃতিকাতর আঁখি বলতে শুরু করে, 'অদৃষ্ট যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, বিন্দুবিসর্গও টের পাওয়া কার্যত অসম্ভব। চৈতালির প্রতিভা তো ছিলই। কিন্তু সেই প্রতিভাকে যে মানুষটা তালিম দিয়ে দিয়ে ক্ষুরধার করে দিলেন, তাঁর নাম কিন্তু চৈতি একবারও মুখে আনল না। সেই রোগামতো ওস্তাদ আজ অজস্রের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন। ভাবলে খারাপ লাগে।'

অনুত্তমের প্রশ্ন, 'কে তিনি?'

'চৈতির গানের টিচার। ভীষ্মদেব চাকলাদার। গানের শিক্ষক হিসেবে বর্ধমানে তখন তাঁর খুব নামডাক হলেও অহঙ্কার, বাবুয়ানি, উচ্চাশা— এসব কিছুই ছিল না। বেঁচে থাকার মতো পয়সা জুটলেই হলো। জেলাস নন। চৈতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিন্তু আলগা ছিল না। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একদিন আসতেন। পরে তা বাড়িয়ে করেন সপ্তাহে তিনদিন। বাড়তি বেতন দেবার ব্যাপারে চৈতির বাবা-মা টুঁ শব্দটি করেছিলেন বলে জানা নেই। আসলে সম্পর্কটা হয়তো এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল, যা নিয়ে চর্চা করলে সহবতের গণ্ডী ভেঙে যাবার ভয়।...'

শেষের দিকে আঁখির স্বর জড়িয়ে আসে। অনুত্তম ওর অনুভূতিটাকে ধরতে পারে।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে খুব গড়িমসি অনুত্তমের। এই ব্যাপারে আঁখির সঙ্গে তার বনিবনার অভাব। আঁখি কখন উঠে পড়েছে। বহুতলের ছাদে উঠে আধঘণ্টাটাক পায়চারি করেছে। কামাইয়ে পারঙ্গমা কাকতাড়ুয়ামার্কা চেহারার সুন্দরীকে দিয়ে বাসন মাজিয়েছে, ঝাড়ুও দেওয়া করিয়েছে। তারপর গ্যাসওভেনে চায়ের জল বসিয়ে অনুত্তমকে একরকম দাবড়ে বিছানা ছাড়তে বাধ্য করেছে।

বাথরুম সেরে অনুত্তম যখন সবে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে, ঝপ্ করে একটা শব্দ উঠল তার পায়ের কাছে। পরিচিত প্রাত্যহিক শব্দ। দৈনিক কাগজটা এসে পড়ল। হকারের নিশানা একশো ভাগ নির্ভুল। কাগজের পৃষ্ঠা মানে তো কেবল খবর নয়, যেন স্মৃতিময় ছবিও আসে একটার পর একটা।

রবারের সুতোয় বাঁধা কাগজটাকে নিয়ে টেবিলের সামনে বসল অনুত্তম। চোখে চশমা লাগিয়ে সামান্য ঝুকে পড়ে প্রথম পৃষ্ঠার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার প্রধান খবরটা তাকে দুর্নিবার শক্তি দিয়ে যেন ধাক্কা মারে। প্রতিটি অক্ষর প্রথমে পাঁশুটে বর্ণ, তারপর রক্তাভ হয়ে ওঠে। এমন খবর, যা একজন বাক্যবাগীশকেও কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক করে দেবে। তাই প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে শোনা গেল গোয়েন্দা অনুত্তম চৌধুরীর

কম্পিত ডাক, 'আঁ-খি, আঁখি..।'

'কী ব্যাপার! ওরকম চেল্লাচ্ছ কেন?'

— হেঁসেল থেকে ভেসে আসে আঁখির মুখঝামটা। প্রায় অবশ হাতে কাগজটা তুলে ধরে অনুত্তম বলে, 'একবার এসে খবরটা পড়ে যাও।'

আঁখিও পড়ল সেই খবর। তার ভূখণ্ডে আরও বড় কম্পন, 'চৈতি খুন হয়েছে! কেন, কেন?'

সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার বয়ান এইরকম ঃ

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী চৈতালি বসু শিগেমাৎসু খুন হলেন রাজারহাট নিউটাউনের অভিজাত গেস্ট হাউস 'ঈশা'য়। খবরে প্রকাশ, বাংলারই প্রতিভাময়ী কন্যা ও আমাদের গর্ব চৈতালি একাই টোকিও থেকে আসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতে। দমদম এয়ারপোর্টে তাঁকে যে উষ্ণতার সঙ্গে বরণ করা হয়, তার বিবরণ মিডিয়ার মাধ্যমে সকলেই ইতিমধ্যে অবহিত।

সঙ্গীতমঞ্চে এই শ্রদ্ধেয়া গায়িকা যে কয়টি সঙ্গীত পরিবেশন করেন, তাদের কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। আমরা যেন এখনও বিভোর হয়ে আছি।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ উদ্যোক্তাদের গাড়ি চৈতালিদেবীকে পৌঁছে দেয় রাজারহাটের গেস্ট হাউসে।

জানা গেল, গেস্ট হাউসের তিন তলায় একটি স্যুট বুক করা ছিল গায়িকার নামে। রাত বারোটা নাগাদ গেস্ট হাউসের একজন সিকিউরিটি স্টাফ ভেতরে টহল দেবার সময় দেখতে পান, দেবীর রুমের দরজা হাঁ করে খোলা। দু-পা ভেতরে ঢুকে তিনি দেখতে পান মর্মান্তিক দৃশ্য— ব্যালকনিতে পড়ে রয়েছে চৈতালি বসুর রক্তাপ্লুত প্রাণহীন দেহ।

সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় সমৃদ্ধ গেস্ট হাউসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। রাতেই চকচকে গাড়িতে চেপে পুলিশের একজন কর্তাব্যক্তি এলেন। চৈতালিদেবীর কপালকে ফুটো করেছে আততায়ীর কার্তুজ। বলা বাহুল্য, এ ঘটনা রাজ্যজুড়ে আলোড়ন তুলবে। কৌশলী বিরোধীপক্ষ নির্ঘাত আঙুল তুলবে রাজ্যজুড়ে অরাজকতার দিকে। এক একজন অ্যানালিস্টের ব্যাখ্যা হতে পারে এক-এক রকম— খুনি কে? যক্ষ না কিন্নর, রুদ্র না মরুৎ? আসল প্রতিক্রিয়া একটাই। সরকারের মুখ পুড়ল।

অনুত্তম ও আঁখি দুর্ভাগ্যপীড়িত অনুভূতি নিয়ে কয়েকবার পাঠ করল সাহিত্যিক সাংবাদিকের প্রতিবেদন। ঘটনাটা যে এই রাজ্যের ভাবমূর্তিকে অনেকটাই তুবড়ে দিল তা সন্দেহাতীত। বিরোধীরা ঝিকিয়ে উঠবেন মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে। পুলিশের শরমবোধ নিয়ে কলম ধরবেন বুদ্ধিজীবীরা। তাই সবার আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ময়দানে নির্ঘাত নেমে পড়তে হবে সি আই ডি ডিপার্টমেন্টকে— যেখানে অনুত্তম চৌধুরী আজও এক ক্ষুরধার অস্ত্র।

তাৎপর্যের বিচারে আঁখি ও অনুত্তমের কাছে এই ঘটনাটা সত্যি এক বিপর্যয়। রাজস্থানে ধু-ধু মরুভূমিতে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা একসময় বাড়তে বাড়তে মগডালে উঠেছিল। ঘটনার ফাঁকতালে পড়ে এখন সেটা চূর্ণ হতে চলল বোধহয়। যে কোনো মুহূর্তে অনুত্তমের মুঠোফোন গায়েত্রীমন্ত্র শোনাবে এবং কানে তুলতেই ভেসে আসবে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তার নাটকীয় স্বর, 'চৌধুরী, নাউ প্লিজ, রিয়ালাইজ আওয়ার পজিশন... সো গীয়ার ইট আপ। কাম শার্প।..'

ভদ্রতার মোমপালিশ নিয়ে কঠোর নির্দেশটা এসে গেল। সেই চিরকালের সরকারি ব্র্যান্ডেড গোয়েন্দাগিরি। ব্যর্থ হলে মুখ পুড়বে। কিন্তু সফল হলে নিজস্ব উত্থানের সম্ভাবনা এখনও নাস্তি। কারণ সামনেই রিটায়ারমেন্ট। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা— অনুত্তমের কাছে বস্তুগত ভাইব্রেসান প্রায় নিল।

ফোন এল কেবল ভবানীপুর থেকে নয়। ফোন করলেন অনুত্তমের লেখক-মামা শিখর দত্তগুপ্তও। খবরের কাগজে চোখ রেখে ঠিক টের পেয়েছেন, আর একটি রহস্য কাহিনি লেখার মালমশলা পেতে চলেছেন।

'ভাগ্নে, কাগজ পড়ে মনে হল, কেসটা তোমার কপালেই নাচছে। আঁখি মা কোথায়?'

'চোখের জল মুছতে মুছতে বাথরুমে ঢুকলো।'

'চোখের জল কেন?'

'নিহত গায়িকা চৈতালি আঁখির বালিকা বয়সের বান্ধবী।'

'বটে! তাহলে তো এ কেস তোমাকে নিতেই হচ্ছে!'

'সে আর বলতে বড় কর্তার ফোনও পেয়ে গিয়েছি।'

'আমি আসছি। তোমার সঙ্গে লেপ্টে না থাকলে আমার কলমটাও মুখ থুবড়ে পড়ে।'

চৈতালি বসু শিগেমাৎসু খুন হয়েছেন।

যেহেতু খ্যাতিময়ী, তাই অমন চমক। পেছন থেকে অনবরত ধাক্কার পর ধাক্কা। গোয়েন্দাবাবাজি যে কোনো সময়ে চিৎপাত হতে পারে। নচেৎ খুন জখম রাহাজানি ধর্ষণ এসমস্ত তো নিত্যনৈমিত্তিক জলভাত। প্রতিদিন টিভির স্ক্রিনে চোখে

রাখলে অথবা সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালে ভেতরটা ছমছমিয়ে ওঠে। আমরা কী এক প্রেতায়িত পর্ব পার হচ্ছি? চূড়ায় যিনি আছেন, তাঁকে ওঝা হতেই হবে। একমাত্র তিনিই পারেন ঝ্যাঁটাপেটা করতে।

সত্যি কী দূরাগ্রহ চৈতির! না হলে কেন তিনি এলেন কলকাতাকে গানে জমাতে? এখনও তাঁর অসাধারণ কণ্ঠমাধুর্য। এই বয়সেও যথেষ্ট সুন্দরী।

'... আমি আঁখি চৌধুরী। চৈতি আমার প্রথম বয়সের সাথী। তাই আমি গর্বিতও। ওই বয়সে আমরা দু'জনে যে পরিমাণ উড়ো প্রেমপত্র পেয়েছিলাম, তা জড়ো করে রাখলে একখানা চটি বই হতে পারত। তবে ওই প্রেমিকেরা এযুগের মতো খাই-খাই করত না, আপাদমস্তক ভীরু ও বিনয়ী। বড়জোর একটু ইশারা। ব্যাস। চা আর তেলেভাজার দোকান পরিপাটি সহকারে চালাত পাড়ায় যে কেলো ছোকরা, সেও ভুলভাল বানানে ঠাসা একটি প্রেমপত্র জানালা দিয়ে ছুঁড়েছিল চৈতির দিকে। তাই নিয়ে আমাদের দু'জনের সমস্বরে কী হাসাহাসি। আর একজন কলেজ পড়ুয়া প্রতিদিন আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় অদ্ভুত একটা হর্ন বাজাত হাতে। ওই বিকট শব্দেই তার যতকিছু আবেদন নিবেদন। আমি তা শুনে ইচ্ছে করে জানালাটা খুলতাম ও সপাটে মুখের ওপর বন্ধ করে দিতাম।

যাক, এ নিয়ে আর ভ্যানতাড়া নয়। এটা ছিল আমাদের রোজকার জীবনের একটা দিক। এবার আসছি আর একটা দিকের প্রসঙ্গে। চৈতিরা থাকত আমাদের ঠিক পাশের একতলা বাড়িটিতে। ও যখন হারমোনিয়াম নিয়ে সুরসাধনায় বসত, আমাদের বাড়ির পোষা কুকুরটাও যেন ঘাপটি মেরে উপভোগ করত সেই পরশ। চৈতির বাবা পরাণ বসু সার্ভে ডিপার্টমেন্টের কর্মী, উঁচু গলায় কথা বলতেন, অফিসের কাজে কারোর নেগলিজেন্স তাঁর সহ্য হত না। চৈতির মা তাঁর পড়ন্ত বয়সেও বেশ সুন্দরী। একঢাল ঘন চুল। দেশভাগের কথা উঠলে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন, চোখ ছলছল করত।

অনুত্তম, তুমি আমার শরণাপন্ন হয়েছ এই সমস্ত তথ্য জানতে। এর অনেক কিছুই তো তোমার জানা। তাছাড়া তুমি অভিজ্ঞতায় টুইটম্বুর ঝানু গোয়েন্দা। কত জাত অপরাধীকে রীতিমতো ঘোল খাইয়ে হাজতে ঢুকিয়েছ। চৈতির প্রথম যৌবনের খুঁটিনাটি জানিয়ে আমি আর তোমাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারব?

চৈতি ও আমি বর্ধমান মহারানি গার্লস স্কুলের ছাত্রী। এক সঙ্গে স্কুলে যাই। একই প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠ নিয়ে ফিরি। যখন দিনের আলো অপসৃয়মাণ ও কাছে-পিঠে জ্বলে-ওঠা পুরসভার আলোগুলি জোরালো না হলেও একটা মায়ালু পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সময়টা অবশ্য খুব শান্ত নয়। নকশাল তাণ্ডব প্রায় তুঙ্গে। দোনলা পাইপগান ও ম্যাস্কটের ব্যবহার আকছার। গানের চর্চা আমারও একসময় ছিল। পরে ছেড়ে দিলাম। উদোম সত্য এই যে, জীবনপণ করেও সঙ্গীতে আমি কোনো দিন চৈতির সমকক্ষ হতে পারতাম না। কিন্তু লেখাপড়ায় আমার তুলনায় চৈতি ছিল নিষ্প্রভ। ক্লাসে আমি সবার সেরা। আর গানে চৈতির তখনই বেশ নামডাক। এরকম প্রেক্ষাপটে আমাদের বন্ধুত্ব।

একটা কথা, প্রতিভা যার যতই থাক, তার বিকাশের জন্য টেকনোলজি ও পরিশ্রম যেমন দরকার, তেমনি খুব দরকার উপযুক্ত প্রশিক্ষকের নির্ভেজাল সহায়তা। ভাগ্যগুণে চৈতি পেয়ে গিয়েছিল একজন দারুণ গানের টিচারকে। ভীষ্মদেব চাকলাদার। বর্ধমান শহরের বাবুরবাগ থেকে শুরু করে দামোদর নদের নিকটবর্তী সদরঘাট অবধি অধিকাংশ উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকেরা তাঁকে একডাকে চিনতেন। দিনে দিনে সেই পরিচিতি বাড়ছিল। কোনো বাধাই ওই খ্যাতির পথ আগলে দাঁড়ায়নি। প্রচুর গানের ট্যুশনি করতেন। খুব বেশি রেট তাঁর ছিল না। বরং অর্থাভাবহেতু তাঁকে হয়তো কিছু সাধ-আহ্লাদকে মুলতুবি রাখতে হত। টিচার হিসাবে বিলকুল স্পটলেস। সাইকেলের চাকা বনবনিয়ে ঘোরে— বর্ধমানের কাঁহা কাঁহা মুলুকে গান শেখাতে চলেছেন মাঝবয়সী ভীষ্মদেব চাকলাদার।

একটা জিনিস কিন্তু লক্ষণীয়। তাঁর কোনো ছাত্র নেই। সকলেই ছাত্রী। কিশোরী ও যুবতী। ভীষ্মদেব চাকলাদার দেখতে কেমন ছিলেন আজও যেন পরিষ্কার ঠাহর করতে পারছি। বিশেষত তাঁর গায়ের রং— কোনো বঙ্গজাতকের ত্বক সচরাচর অমন ধবধবে হয় না। শরীরে কোনো সাহেবী রক্ত বহমান কিনা, সেই কৌতূহল অবশ্য সূচনাতেই প্রশমিত। পাঁচ পুরুষ ধরে তাঁরা সীতাভোগ মিহিদানার আঁতুড়ঘর বর্ধমানের কৃষ্টিগত দায়ভার বহন করে চলেছেন। নিতান্ত কম দক্ষিণার বিনিময়ে গান শেখান। বাড়িতে স্ত্রী ও একটি কিশোর পুত্র। প্রতি রবিবার পড়তি বেলায় আমি দেখতাম, সাইকেল থেকে নেমে ভীষ্মদেববাবু ঢুকছেন চৈতিদের বাড়িতে। অত গানের টিউশনি করার পরও তিনি বেশ সতেজ, অন্তত হিমসিম খাবার চিহ্ন মুখে-চোখে নেই। ভীষ্মদেব ও চৈতির দ্বৈতস্বর যখন ইথারে খেলা করছে, চলমান দুনিয়াও যেন কান পেতে শোনে। এ মাধুর্য দৈবের দান, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়।

অনুত্তম, আমি কিন্তু এতটুকুও আতিশয্য করছি না। মাঝেমাঝে রাতবিরেতেও চৈতি গেয়ে উঠত। আমি পড়া

Todi Honda, 225C, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info: 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com

থামিয়ে কান পেতে শুনতাম।

একদিন চৈতি আমাকে বলেছিল, 'আমার গান নিয়ে তুই কিন্তু আমাকে কোনো দিন কিছু বলিসনি।'

আমি হতবাক, 'আরে আমি কী বলব! আমি গানের কী বুঝি? গোটা এলাকায় তোর কত সুখ্যাতি। আমি কিছু বলতে গেলে, সেটা নিছক ক্লিশে হয়ে যাবে না?'

আমার বাবাও সরকারি কর্মী। পদমর্যাদা কথঞ্চিৎ। তবে মামারা বেশ বিদ্বান। এক মামা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। আর এক মামা সুপরিচিত সাংবাদিক। কলমে জোর ছিল। আমার মা চাইতেন, আমি যেন হতোদ্যম না হয়ে মামাদের মতো লেখাপড়ায় সকলের নজর কাড়তে পারি। মায়ের প্ররোচনায় কাজ হয়েছিল। ক্রমে বিদূষীরূপে আমার একটা পরিচিতি গড়ে ওঠে।

আর সেই সময় চৈতির সুরসাধনা প্রায় পাগলাপারা। সর্বক্ষণ কেবল গান আর গান। ভীষ্মদেব চাকলাদারের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী সে। প্রথম প্রথম ভীষ্মদেব সপ্তাহে একদিন আসতেন চৈতিকে তালিম দিতে। ক্রমে সেটা বেড়ে সপ্তাহে চারদিন-পাঁচদিনে গিয়ে দাঁড়ায়। চৈতি আমাকে জানিয়েছিল, বাড়তি শ্রমের জন্য ভীষ্মদেব কোনো বাড়তি টাকা দাবি করেননি। তিনি তো আসতেন স্বেচ্ছায়। রবিবার আসতেন মধ্যাহ্নে। আর অন্যদিন সূর্য ঢলে পড়বার কিছু আগে। চৈতির বিপুল সম্ভাবনাই যেন তাঁকে টেনে আনে। আর কোনো সম্ভাবনা বা সম্পর্কের মর্মোদ্ধারের কথা আমার মাথায় আসেনি। আমি তখন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে পাখির চোখ করেছি। ওখানেই আমি টেক্কা দেব চৈতিকে। হলও তাই। সেনসেশন্যাল রেজাল্ট। রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম তিরিশের মধ্যে রয়েছে আমার নাম। আর চৈতির সেখানে মামুলি সেকেন্ড ডিভিশন। শুভানুধ্যায়ীদের অভিনন্দন আসতেই থাকে। আজ স্বীকার করছি, তখন মনে হয়েছিল, এক মোক্ষম পাঞ্চে নকআউট করলাম চৈতিকে। কোনো সাবজেক্টেই উপযুক্ত ও সহায়ক নম্বর না পাওয়ায় চৈতি বর্ধমান মহারানি কলেজে কোনো সাবজেক্টে অনার্স নিয়ে পড়বার অধিকার হারাল। আর আমি অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম ওই কলেজে। শুরু হল আরও রিগেরাস স্টাডি। বেশ কয়েকজন মেধাবী যুবক তখন চাইছে চৈতির বদলে আমারই বশংবদ হতে।

তবে চৈতির সঙ্গে আমার বাহ্যিক ব্যবহার থাকল প্রায় পূর্ববৎ। তখনও টের পাইনি, অচিরে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে চলেছে। চৈতির বাবা পরিণত বয়সে প্রমোশন পেলেন। কেরিয়ারে সাফল্যের গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হবার সঙ্গে সঙ্গে বদলি হয়ে গেলেন অনেক দূরের অচেনা শহর ছিন্দওয়াড়াতে। বান্ধবী চলে যাচ্ছে, আমি তো একটু বিমর্ষ হবই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিমূঢ়, বিহ্বল হয়ে পড়লেন সঙ্গীতশিক্ষক ভীষ্মদেব চাকলাদার। শরীর-স্বাস্থ্য তাঁর আদৌ পেটাই নয়, এখন অবস্থা এমন দাঁড়াল বুঝি টাল খেয়ে সাইকেল থেকে পড়ে যাবেন। এলাকার প্রাজ্ঞরা কেচ্ছা রচনার অঢেল না হোক, কিছু রসদ পেয়ে গেলেন— চাকলাদার নেহাত বিবাহিত পুরুষ না হলে চৈতি এখনই একজন বয়স্ককে তার স্বামী হিসেবে পেয়ে যেত। স্বামী-স্ত্রীর গানে গানে বিভোর হয়ে যেতাম আমরা। হাতে পোর্টবল টেপরেকর্ডার ঝুলিয়ে তক্কে তক্কে থাকতে হতো আমাদের।

আমিও প্রায় ওই ভাবনার শরিক। চৈতিদের বাড়িটা দিনে দিনে গান-বাজনার আখড়া হয়ে উঠছিল। এখন সেই আখড়া চূর্ণ হতে চলেছে। দৈবের চাতুরিপূর্ণ বক্রখেলা।

খেয়াল করেছিলাম, চৈতিদের বর্ধমান অবস্থানের একেবারে অন্তিমপর্বে ভীষ্মদেববাবু যেন একটি খাঁচা-পালানো পাখি হয়ে উঠেছিলেন। দিনে-রাতে কতবার চৈতিদের বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামছেন এবং সুড়ঙ্গে নেমে যাবার মতন ঢুকে পড়ছেন! বেরিয়ে যখন আসছেন, আরও উদ্‌ভ্রান্ত, চুল উস্কোখুস্কো। একবার দেখলাম, গাঁটের কড়ি খরচা করে একটা গোলাপের তোড়া কিনে ভেতরে ঢুকছেন। অদ্ভুত লেগেছিল আমার। চৈতিকে ডেকে যে কিছু জিজ্ঞেস করব, তার উপায় নেই। চৈতি আর বাড়ির বাইরেই আসছে না। আর এলেও সে যে আদত রহস্যটা আমার কাছে ফাঁস করবে, সে গ্যারান্টিই বা কোথায়? অন্যদিকে আমার মা-ও কেন জানি তাঁর বিরক্তি ও ঘৃণা উগ্‌রে দিয়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দেন, 'খবরদার, চৈতিদের বাড়ির চৌকাঠ পার হবি না। ওই মেয়ের গুণের শেষ নেই।'

তবুও চেষ্টা করলাম, কিন্তু না কিছু কলকাঠি নেড়ে চৈতির মুখোমুখি হতে পারলাম না। একদিন চৈতিদের বাড়ির বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছি, ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন ভীষ্মদেব চাকলাদার। সঙ্গে সঙ্গে দুম্ করে কে একজন বন্ধ করে দিল কপাট। সেই কপাট বন্ধের শব্দে রয়েছে তীব্র হেয়ভাব। সঙ্গীতশিক্ষক নাকে রুমাল চেপে ধরে আছেন। ফরসা রং লাল টক্‌টকে। তিনি যে এ বাড়িতে জীবিকার খাতিরে আসেননি, বোঝা যায়। সাইকেলে প্যাডেল মারবার সময় প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন।

এরপর আবার এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাকে অসচরাচর বলা যায়। আমরাও একরকম বাধ্য হলাম বর্ধমান থেকে পাততাড়ি গোটাতে। ডিপার্টমেন্টের শীর্ষস্থানীয় দু'জন আধিকারিকের কিছু কুকীর্তি চাক্ষুষ করেন আমার বাবা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কিন্তু হেনস্থা হন এবং স্বেচ্ছা অবসর নেন।

জীবনের শেষাংশ কাটাতে চলে এলেন কলকাতায়। একজন সাংবাদিক বন্ধুর সহযোগিতায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে বেশি বেতনের চাকরিও পেয়ে গেলেন। আমি যেন স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। পরবর্তী ও অনাগত পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছি।

কলকাতায় আমাদের নতুন বাসস্থান হল বেলেঘাটা মেইন রোডে। ভিক্টোরিয়া কলেজ একরকম লুফে নিল আমাকে। তার চেয়েও বড় কথা, অনুত্তম, ঠিক ওই সময়েই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়— যা ক্রমে গাঢ় প্রেম ও বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়। আজ এই বয়সেও হুড়মুড় করে ছুটছে আমাদের সংসার। ব্যাগে টিফিনের বাক্স পুরে তুমি অফিসে যাও। আর আমি প্রায় দুপুরে পুনেতে চাকরিরত আমাদের ছেলের সঙ্গে ফেসবুকে অনর্গল বার্তার আদান-প্রদান করি।

তুমি বলেছিলে, গায়িকা হত্যার কেসে আমার বয়ান নাকি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই এত কথা লিখলাম। চৈতালির মধ্যে প্রতিভার যে বীজ উপ্ত ছিল, ভীষ্মদেব চালকাদারের প্রশিক্ষণে তা প্রথম পল্লবিত হয়— এটা অনস্বীকার্য। গায়িকা হিসেবে চৈতির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অনেককে নিশ্চয় অনুপ্রাণিতও করেছে। আজ সেই নক্ষত্র সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায় এসে খুন হল। এটা আমাদের লজ্জা। আমাদের কলঙ্ক।

তুমি ঝানু গোয়েন্দা। প্রচুর অভিজ্ঞতা। অনেক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। আমার এই লেখা যদি তোমার কাজে কণামাত্রও সহায়ক হয়, আমি তৃপ্ত হব।'

দীর্ঘ প্রতিবেদন।

তার অনুরোধে আঁখি যে একটা গোটা দুপুর এভাবে লিখে যাবে, অতটা অনুত্তম আশা করেনি। আঁখি এরকমই। দরকারে অহোরাত্র সাহায্য করতে রাজি স্বামীর বুদ্ধি-চাতুর্যকে বেগবান করতে।

অপরাধের মাত্রা দিনকে দিন যে হারে বাড়ছে, এ রাজ্য অদূর ভবিষ্যতে স্বাভাবিক মানুষদের কাছে কতটা বসবাসযোগ্য থাকবে, তা নিয়ে টিভির একটা বিশেষ চ্যানেলে আলোচনা চলছে। ব্যাখ্যায় ও বিতর্কে নিযুক্ত চারটি মুখই সুপরিচিত। সময় সময় তাঁরা এমন হল্লা করে ওঠেন যে ভল্যুম মিউট করে দিতে হয়। অতি শব্দ অনেক সময় স্মৃতিবিভ্রমের কারণ হয়ে থাকে।

আঁখি আছে টিভির সামনে।

আর ব্যস্ত অনুত্তম রয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরে। খুব চাপে আছে হোমিসাইড বিভাগ। প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টির নকশা তৈরি করছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর। সর্বোপরি মিডিয়া। বড় সাফল্যে যেমন অকুণ্ঠ প্রশংসা, ব্যর্থতায় তেমনি বিস্তর গালমন্দ। এ সমস্ত সহ্য করতে হলে প্রচুর দম থাকা দরকার।

ডিপার্টমেন্টে পা রেখেই অনুত্তমের গোচরে এল, মিনিট চল্লিশেক আগে রাজারহাট থানার অফিসার ইন চার্জ 'ঈশা গেস্ট হাউসে' পৌঁছেছেন। সেখান থেকে ঘন ঘন বার্তা বিনিময় যুগপৎ লালবাজার ও ভবানী ভবনের সঙ্গে। এতটুকু নিষ্ক্রিয় বা বেচাল হবার ফুরসত নাস্তি। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর চাপ রয়েছে। কলকাতা পুলিশের তো গর্ব করার মতো, অহমিকা প্রকাশের মতো অনেক রেকর্ড রয়েছে। সেই জেল্লা যেন এই কেসে বিবর্ণ না হয়।

এবার উড়ো চুল অনুত্তম চৌধুরী তার সহকারী বিকাশ পুরকায়েতকে নিয়ে অকুস্থলে হাজির হতে পারলেই রাজারহাট থানা অনেকখানি স্বস্তি পেতে পারে।

রাজারহাট নিউটাউনের মূলকেন্দ্র থেকে ঈশা গেস্ট হাউসের দূরত্ব অনেকটা। পথের চেষ্টাকৃত চাকচিক্যকে নস্যাৎ করে দেয় একটার পর একটা সওয়ারি-ঠাসা বাস, অটো, টোটো ইত্যাদি। বেশিরভাগই ছুটছে নারায়ণপুরের মধ্য দিয়ে ভি আই পির দিকে। অনুত্তম চলন্ত গাড়িতে বসেই ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিকটা জরিপ করার চেষ্টায়। প্রথমে ছিল প্রচুর জনবসতিজনিত ভিড়। ক্রমে সেটা হাল্কা হতে থাকায় সে আশ্বস্ত বোধ করল।

চমকপ্রদ সবুজের ঘেরাটোপের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছে ঈশা গেস্ট হাউস। এক বহুজাতিক সংস্থা সরকারের কাছ থেকে সস্তায় জমি পেয়ে এই সুদৃশ্য রিসর্ট নির্মাণ করে। গোলাকৃতি ভবনটি তিনতলা। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক। যাঁদের রেস্ত প্রচুর, কিন্তু সময় অপর্যাপ্ত, তাঁরা দু-চার দিন এই স্মার্ট রিসর্টে একরকম নিঃশব্দে কাটিয়ে যান। চকোলেট চিবুতে চিবুতে বা গেলাসে স্কচ ঢালতে ঢালতে তাঁরা এখানে কী করছেন, রিসর্ট কর্তৃপক্ষ তা বাইরের দুনিয়াকে কখনোই জানতে দেবেন না। তবুও কিছু গিফ্‌টপ্যাকেট আসে— যাদের একটা অংশ থেকে যায় রিসর্টে। কর্মীরা নিঃসংকোচে হাসিমুখে ওইগুলি নিজেদের ভোগে লাগান। অনুত্তমের এই প্রথম ঈশাতে পদার্পণ। এই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করে, ঈশার মনোহরত্ব নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ নাস্তি। আধাগ্রামীণ এলাকায় এ জাতীয়

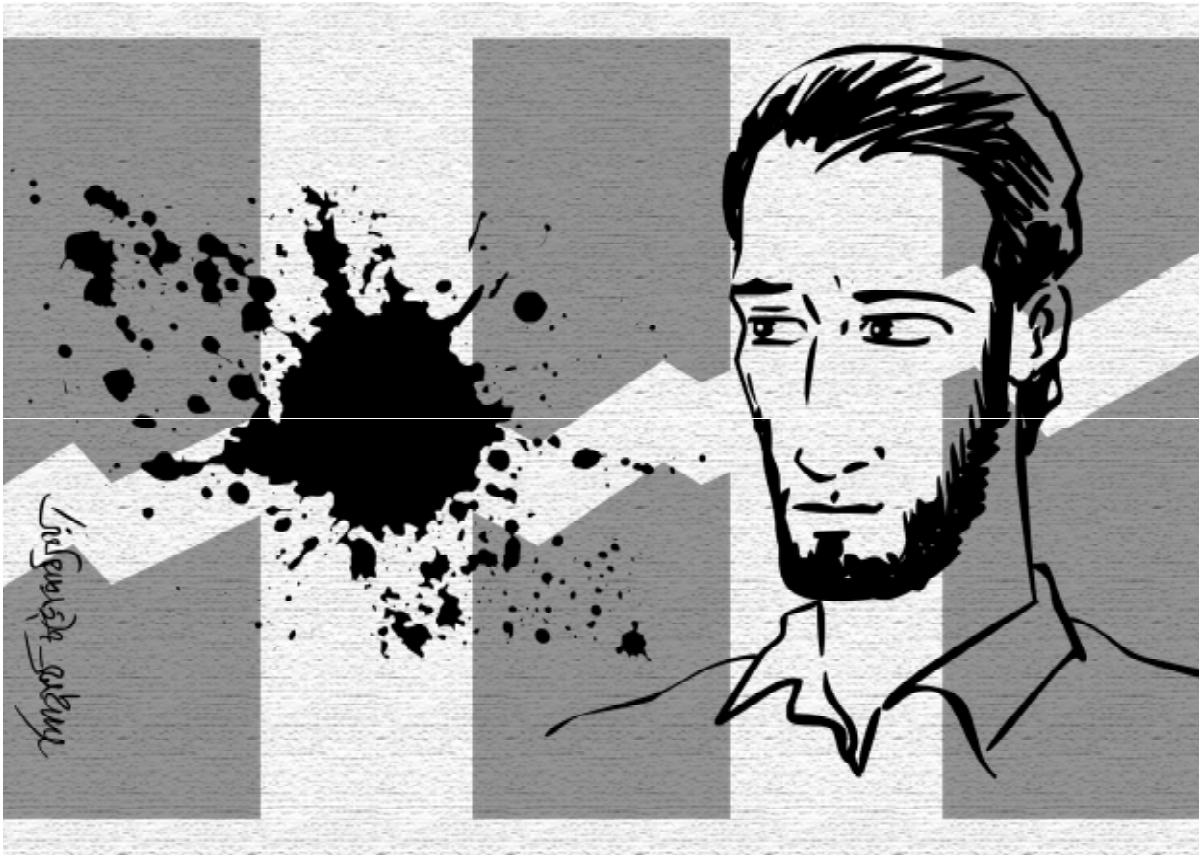

ব্যবস্থাপনা অসচরাচর। গত রাতের শেষ প্রহরে বৃষ্টি হয়েছিল। এখন আবার মাথার ওপর ভরন্ত মেঘের জলদগম্ভীর গর্জন। গেটে উর্দিধারীর পরিচিত ভঙ্গিমা। সেই সেলামঠোকা ও প্রবেশপথকে অর্গলমুক্ত করা। নুড়ি গড়ানো পথ, জানা-অজানা ফুলবাহার, কোথাও ফাঁকিবাজির চিহ্ন নেই। যদিও হাসিচ্ছলে এখানকার পাপের পাঁকের কথা কেউ কেউ বলে থাকেন।

অনুত্তমের চলনসই আন্দাজ অনুসারে কম-বেশি বিঘে তিনেক জায়গা জুড়ে নির্মিত হয়েছে ঈশা গেস্ট হাউস। ওস্তাদি গথিক রীতির ছাপ স্পষ্ট। কালোটাকা কিংবা রাজনীতির পৈতেতে যাঁরা বলবান, এ পান্থশালা তাঁদের কাছে বিলক্ষণ উপাদেয়। ভেতরে ঢোকার বাঁ হাতে কবিগুরুর ব্রোঞ্জমূর্তি। রোজ টাটকা ফুলের মালা ঝোলানো হয়।

অনুত্তম ঢুকে পড়ায় বিরাট স্বস্তি থানার ইনচার্জের। এটা ঘট-ভুঁড়ি থাকা সত্ত্বেও বেশ শক্তপোক্ত দেহকাঠামো। চোখ দুটো সব সময় ঘুরছে খোঁজখবর নিতে।

অনুত্তম তাকে নিচু গলায় বলে, 'সবার আগে আপনার অভিমতটা জানতে চাই।'

'খুন দক্ষ বন্দুকবাজের কাজ। প্রকোষ্ঠে বসে আকাশের পাখিকে গাঁথতে পারে। হয়তো সুপারি দিয়েছিল কেউ।'

ইনচার্জের কথা সাজাবার এলেম তারিফযোগ্য। অনুত্তম তাঁর চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করে, 'এরকম মনে হবার কারণ?'

'চলুন, দেখবেন।'

সিঁড়িগুলি চওড়া। শামুকের খোলের মতো পিচ্ছিল। ভাঙতে ভাঙতে তিনতলা। এখানেও ওঁত পেতে ছিল রক্তাক্ত নির্বন্ধ। লম্বা করিডোর। পরপর তিনটি অত্যাধুনিক স্যুট। বহুবিধ সুবিধা জলবৎলভ্য। ম্যানেজার চতুরানন মিশ্র হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি তিন ভাষার জোড়াতালিতে কথা বলতে অভ্যস্ত এবং কথা বলার সময় যেন বাতাসের ঘূর্ণি ওঠে তাঁর শ্বাসনালীতে, যখন সাময়িক তোতলামি শুরু হয়। যে সকল বোর্ডাররা বিশেষ প্রভাবশালী, তাঁদের মর্জিমাফিক এমন অনেক কিছুর বন্দোবস্ত করতে হয়, যা এই গেস্ট হাউসের লিখিত বিধিমোতাবেক নয়। যেমন ফি-বছর মধ্যশীতে এখানে একজন মধ্যবয়স্ক রাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিক তিনদিনের জন্য আত্মগোপন করে থাকেন। নীল জিন্স ও গেরুয়া পাঞ্জাবি। মাথার পিছনে চকচকে টাক। এসেই শরীরটাকে ঠেকান নরম সোফায়। তারপর তিনদিন তিনরাত ধরে তাঁর যে সমস্ত বায়নাক্কা মেটাতে হয়, তা সভ্য সমাজে কহতব্য নয়। যাবার আগে অবশ্য ম্যানেজারের দিকে সরু দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে কর্মীদের জন্য বেশ কিছু লোভনীয় পুরস্কারও রেখে

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

যান।

এখানকার সব বোর্ডারই বিশিষ্ট। কেউ কেউ প্রভাবশালী। এহেন ঈশায় এই প্রথম রক্তপাত। খুন। আর খুন হলেন কে? রবীন্দ্রগীতির অনন্যা শিল্পী চৈতালি বসু শিগোমাৎসু।

একটি মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে খুনি। নিক্ষিপ্ত বুলেট গায়িকার খুলিকে চূর্ণ করে আলপনা এঁকেছে ব্যালকনির দেওয়ালে। চাঁদমারি প্রতিযোগিতায় যাঁরা পদক লাভের যোগ্য, এই খুনির শ্লেষ তাঁদের প্রতিও। এখনও বাতাসে যেন বারুদের ঘ্রাণ।

অনুত্তমের প্রথম জরিপ বেডরুমটাকে। এত বড় ঘর যে হা-ডুডু খেলা সম্ভব। গত সপ্তাহে এ ঘরেই এক ধনীর দুলাল তার বার্থ-ডে উদ্‌যাপন করেছে। এখনও ঘরের দেওয়ালে রঙিন কাগজ ও টুনিবাল্বের শিকলি মিলেমিশে আছে। জোরে শ্বাস টানলে হয়তো অ্যালকোহলের জম্পেশ মৌতাত খানিক এসেও যেতে পারে অনুভবে। অনুত্তমের ভ্রূকুঞ্চন ঘটে। একজন বোর্ডার চলে যাবার পর ব্যবহৃত ঘরটাকে ঠিক ঠিক সাফ করা হয় না কেন? কানে এল চতুরাননের কথা, 'স্যার, আমার কিন্তু মনে হয়, খুনি টার্গেট ভুল করেছে।'

'এরকম মনে হবার হেতু?'

'চৈতালি দেবী থাকতেন তো জাপানে। ওখান থেকে এসেছিলেন গাইতে। আজই তাঁর ফেরার প্লেন ধরবার কথা ছিল। ছিলেনও বেশ রিল্যাক্সড মুডে। তাঁকে কেন মাঝরাত্তিরে টার্গেট করবে খুনি? তাছাড়া হত্যাকারী জানবেই না কী করে যে গায়িকা এই স্যুটটাতেই উঠবেন এবং মাঝরাতে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াবেন?'

'চৈতিদেবী এই ঘরে এলেন কবে?'

'পরশু সকালে। উদ্যোক্তারা বুক করেছিলেন ফার্স্টফ্লোরে। কিন্তু দেবীর পছন্দ হল আর এক ধাপ উঁচুতে থাকার।'

'আচ্ছা। তখন কি এই স্যুট খালি ছিল?'

'ছিল না।'

'কে ছিলেন?'

'মিস্টার বিনায়ক গুপ্ত। এককালে একটি ব্যাঙ্কের মাথায় ছিলেন। এখন বৃদ্ধ। সঙ্গে স্ত্রী। তরল পানীয়র ভক্ত নন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল, তাঁদের একমাত্র নাতির জন্মোৎসবটা এখানেই উদ্‌যাপন করবেন।'

'ঘর ছেড়ে দিতে আপত্তি জানাননি?'

'একদম না। বরং যেন তাঁদের আনন্দ সংবরণ করতে পারছিলেন না। চৈতালি বসুর গানের ভক্ত মিসেস গুপ্ত। গায়িকার সঙ্গে এখন পরিচিত হওয়ায় মিসেস গুপ্ত তো—'

কথা অসমাপ্ত রাখেন চতুরানন। তাঁর সারা মুখমণ্ডল জুড়ে উত্তেজনার ছাপ। থুতনি ও কানের লতি লালচে বর্ণ ধারণ করে। অনুত্তম জানায়, 'আমি একে একে সকল বোর্ডারের সঙ্গেই কথা বলব। কেউ যেন রিসর্ট ছেড়ে চলে না যায়।'

এতক্ষণ স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ অফিসার ঘাড় হেলালেন, 'কেউ যেতে পারবে না। আমি ব্যবস্থা নিয়েছি।'

ঢাউস ঘরের সবটাই উলেন কার্পেটে মোড়া। ব্যালকনিও যথেষ্ট প্রশস্ত। সেখানে দাঁড়ানো মানে যেন প্রকৃতির হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া। দৃষ্টিকে ডানহাতি বা বাঁহাতি যাই করা হোক, গোটা পৃথিবীকেই মনে হতে পারে বর্ণময়। আকাশ ছাড়া আর কোথাও শূন্যদর্শন নেই। রিসর্ট-প্রাচীরের খোপে খোপে পায়রাদের ঘর-সংসার। স্বল্প বাতাসেই সবুজপাতা হলুদ পাতা নড়েচড়ে ওঠে।

অমন এক হট্টগোলশূন্য নিভৃত আনন্দধামেই ঘটে গেল ভয়াবহ হত্যা। অনুমান করা যায়, রাতের মধ্যযৌবনে গায়িকা এসে দাঁড়ান এই ব্যালকনিতে। গ্রিলে বড় বড় বর্তুলাকার ফাঁক। আচমকা একটা বুলেট অনেক দূর থেকে ছুটে এসে তাঁর কপালে ঢুকে পড়ে ও খুলিকে অংশত চূর্ণ করে বেরিয়ে এসে আঘাত করে দেওয়ালে। যেন কালপুরুষের অব্যর্থ বাণনিক্ষেপ। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। আওয়াজ যেমন ওঠেনি, তেমনি কারোর চোখেও ধরা পড়ল না ঘটনাটা।

নিঃসাড় দেহের চারিদিকে চকের দাগ। বেশ কিছু ছবিও তোলা হয়েছে। রক্ত কোথাও তরল অবস্থায় নেই। কালচে বর্ণ। এই রকম পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য অনুত্তমের নিজস্ব একটি ছক আছে।

চৈতিদেবীর মাথা ডান দিকে হেলে রয়েছে। গুলি কিন্তু খুলি ফাটিয়েছে বা দিকে। খুনের অনুষঙ্গ রক্তের যত আলপনা, উৎস তাই বাম দিক। পরনের পাতলা গাউন ও একমাথা চুল এখনও ভেজা। দেবী যে মাঝরাত্তিরে গা ধুয়েছিলেন তা নিয়ে সন্দেহ ও দ্বিধার অবকাশ নাস্তি। অনুত্তম আরও ঝুকে পড়ে। মৃতার দুইচোখ কেবল খোলা নয়, কিছুটা জীবন্ত। এখনও ওই দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় ও যন্ত্রণার ছাপ ভেসে আছে। নাকে এসে লাগে চমৎকার মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা আসছে গায়িকার ভেজা চুল থেকে। কোন তেলের গন্ধ এটা?

অনুত্তমের ঘ্রাণচর্চার রেকর্ড খারাপ নয়। এমনও হয়েছে, গন্ধের টানে সেও ছুটছে, আবার পুলিশি ডগও ছুটছে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় আঘাত প্রাপ্তির স্থান। প্রচুর রক্ত নির্গত হয়েছে। তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় হল সময়। মধ্যরাতে খুন। রাতের আবহাওয়া ছিল গরম, যে কারণে দেখা যাচ্ছে ঘরের এসি মেশিনের মনিটরে এখনও আঠারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পিট পিট

করছে।

চতুর্থত, খুনি কী সাংঘাতিক কুশলী! বেছে বেছে টার্গেট করেছে মোক্ষম স্থানটিকে। খুন করাই যে তার পেশা তথা জীবনের মূলমন্ত্র, তা অনুমান করায় বাধা নেই। আবহাওয়া কাল রাতে ছিল মেঘলা। অর্থাৎ অন্ধকারের ঘনত্ব বেড়েছিল। তা সত্ত্বেও বুলেটের গায়ে সঠিক ঠিকানা লিখে পাঠানো— দুরন্ত বাঘা নিশানাবিদ।

বুলেটটাকে মোলায়েম রুমালে ধরে চোখের সামনে আনে অনুত্তম। তীক্ষ্ণমুখ। দেখলেই মনে হবে, কাঙ্ক্ষিত হত্যাকর্মে নিহিত ছিল অব্যর্থ চৌম্বকশক্তি। প্রথম নজরেই পষ্টাপষ্টি বলা সম্ভব, এই বুলেটের আঁতুড়ঘর ইন্ডিয়া নয়। তবে ঠিক কোন দেশের মাল ও ব্যবহারিক কলাকৌশল— এ তথ্য নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব শুধুমাত্র একজন বিশেষজ্ঞের পক্ষে। আশৈশব ক্রিমিওলজি নিয়ে নাড়াচাড়া করা সত্ত্বেও বরাবর ডাকাবুকো অনুত্তম জোর করে এ ব্যাপারে নিজের অভিমত জানাতে সমর্থ নয়। থানার ইনচার্জের হাতে বুলেটটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'রাখুন এটা। এক্সপার্ট রিপোর্ট জরুরি।'

এরপর এখান থেকে সামনের দিকে দৃষ্টিকে অবারিত করে। কতটা দূরত্বে রিসর্টের প্রান্তিক প্রাচীর? আনুমানিক আড়াই শো থেকে তিনশো গজ। বিরল প্রজাতির অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাকারে দাঁড়িয়ে তাক করা অসম্ভব। মধ্যরাতে বিশ ফিট উঁচু ওয়ালের ওপর বসে বা দাঁড়িয়ে একজন তুখোড় স্যুটারও পারবে না ওভাবে লক্ষ্যভেদ করতে। বিশেষত গেস্ট হাউসের প্রহরী সারারাত সতর্ক। পাঁচিলে একটা কাক এসে বসলেও তা তার নজর এড়াবে না।

অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায়, আততায়ী তার আক্রমণ শানিয়েছিল প্রাচীরের পিছনে কোনো সমউচ্চতাসম্পন্ন এক স্থানে দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটুমুড়ে বসা অবস্থায় থেকে। গায়িকার প্রতি আততায়ীর সম্পর্ক কতটা তিক্ত হলে এরকম একটা কাণ্ড ঘটানো যায়, ব্যাখ্যা করতে গেলে দক্ষ বক্তারও বাচনভঙ্গি বদলে যাবে।

প্রাচীরের ওপারে কী দেখতে পাচ্ছে অনুত্তম?

সবুজ, সবুজ, সবুজ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় ওই রং অপরিবর্তিত থাকে নিশ্চয়। বেশ কিছু বড়সড় চেহারার গাছ। চতুরাননকে প্রশ্ন করে অনুত্তম, 'কী গাছ আছে ওখানে?'

'অনেকরকম। শিশু, শিমুল, বাবলা, কাঁঠাল, কুল, আম। এলাকার চ্যাংড়ারা শীতে ওখানে জড়ো হয় দিশিবোতল নিয়ে।'

'গাছ কাটা হয় না?'

'না স্যার। ওইগুলির মালিক নিজামুদ্দিন। থুত্থুরে বুড়ো। চোখে কালো চশমা। আজও একটা শক্ত খুঁটির মতো বসে আছে। কবরে যাবার আগে এক ইঞ্চি জমিও বেচবে না নির্ঘাত।'

'কোথায় থাকেন নিজামুদ্দিন সাহেব?'

'এই তো কাছেই। ওই যে ওর পুরনো তিনতলা বাড়ি।'

অনুত্তম গম্ভীর। নিজামুদ্দিনের তিনতলা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বিশেষ জাতের শক্তিশালী রাইফেল তুলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আততায়ী কী উপায়ে জানল যে মধ্যরাতে ভেজা চুল নিয়ে গায়িকা এসে দাঁড়াবেন ওই ব্যালকনিতে।

'আমি কিন্তু নিজামুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলব।'

— অনুত্তমের স্বরে দৃঢ়তা।

'কেউ ডাকলে সাড়া দেন না; অথচ মিলাতে গিয়ে ভাষণ দেন।'

— অস্ফুটে বলেন চতুরানন।

এবার মুখ খোলেন থানার ইনচার্জ 'পুলিশ ডাকছে শুনলে ওসব অহঙ্কার আর মাথায় থাকবে না।'

অনুত্তম ব্যালকনি ছেড়ে আবার বেডরুমে ঢোকে। দেওয়ালে রয়েছে যামিনী রায়ের কিছু শৈল্পিক উপাচার। আর রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— মস্ত একটি ক্যালেন্ডারে। সেই ক্যালেন্ডারের একপাশে আলগোছে কে একজন কয়েকটি শব্দ লিখে রেখেছে। অনুত্তম আকৃষ্ট হয়।

লেখা আছে— 'বড় মিল! এক ঝলক ভীষ্মদর্শন!!'

অনুত্তম ক্যালেন্ডারটা খুলে গুটিয়ে নিজের কাছে রাখে। যেন এক লুটেরা মালকড়ির খোঁজ পেল। মেয়েলি হাতের হরফ। চৈতিদেবী?

তল্লাশি অব্যাহত থাকে আরও মিনিট পনের। বেশিরভাগ প্রত্যাশাই প্রত্যাখ্যাত হয়। বসন-ভূষণ কথঞ্চিৎ— যাদের মধ্যে শাড়ির সংখ্যা দুই। একটি শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। মুঠে কয়েক ডলার ও টাকা। প্রসাধনী বস্তুতে গায়িকার যে খুব একটা নির্ভরতা বা ভরসা ছিল না, সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু দুটো ছোট শিশিতে রাখা তরল বস্তু অনুত্তমকে ভাবায়। প্রথমটি বাদামি। দ্বিতীয়টি গোলাপি। প্রথমটিতে তারফীন তেলের গন্ধ। দ্বিতীয়টিতে সেই সুবাস— যা সে পেয়েছিল মৃতার ভেজা চুল থেকে।

অনুত্তমের ইশারায় ম্যানেজার চতুরানন প্রায় ঝুকে পড়েন তার ওপর। অনুত্তম চাপা গলায় প্রশ্ন করে, 'এখানে নিশ্চয় কোনো কোনো বোর্ডার বডি ম্যাসাজও করান। তাই না?'

ম্যানেজার দু'হাত তুলে ভাংড়া নাচের ছন্দ আনলেন যেন, 'সবাই তো প্রায় প্রভাবশালী। বুঝতেই পারছেন। হে হে ...'

'ম্যাসাজ করতে কারা আসে?'

‘কিছু বোর্ডারের নিজস্ব ম্যাসেজার আছে। তারা এখান থেকে খবর পাঠান। খবর পেয়ে ওরাও রওয়ানা দেয়।’

একটু থেমে ম্যানেজার আরও তথ্যের সংযোজন করেন, ‘এই গেস্ট হাউসেও এমন দু’জন কর্মী আছেন, যারা একাজে দক্ষ। ম্যাসাজ করে যে উপরি পায়।’

‘এবং আপনি তাই তাতে ভাগও বসান।’

‘লজ্জা দেবেন না, স্যার।’

‘সেই দুজন ছেলে না মেয়ে?’

‘একজন ছেলে, একজন মেয়ে।’

‘রেট কার হাই? ছেলেটার না মেয়েটার?’

‘মেয়েটার।’

‘নাম?’

‘টুসকি।’

‘আমি ওকে ক্রশ করব।’

দেওয়ালে একটা টিকটিকি যেন কান পেতে শুনছিল। হঠাৎ সে ডেকে উঠে মাথা ঠোকে। অনুত্তমের ডান হাত তখনও রয়েছে গায়িকার ব্যাগের মধ্যে। মিলল দুটো সুন্দর পোড়ামাটির পুতুলও। একটি বাউল। অন্যটি বর্ধমানের বিখ্যাত বিজয়তোরণ। কার কাছ থেকে ভিকটিম পেয়েছিলেন অমন অনবদ্য স্মারক?

রাজারহাট-নিউটাউনের চৌহদ্দিতে বেশ কয়েকটি হোটেল ও রিসর্ট। তবে তাদের কেউই নিরঙ্কুশ আধিপত্য দাবি করতে পারে না। এই প্রথম তাদের একটির গায়ে কালি অথবা রক্তের দাগ লাগল।

ডেডবডি তুলে নিয়ে গেল পোস্টমর্টেম করতে। ফরেনসিকে বুলেট সমেত আরও কিছু জিনিস পাঠানো হয়েছে। অচিরে রিপোর্টের কপিও এসে যাবে অনুত্তমের কাছে। এই বঙ্গের যত্রতত্র যে সমস্ত ক্রাইম নিত্য ঘটে থাকে, এটা তাদের থেকে গুণমানে অনেক উঁচুদরের। রাজনীতিতে যারা এখন

তুমি শক্তি, তুমিই প্রেরণা
তুমি মহামায়া
তোমার করুণায় উদ্বেলিত
কাশফুল আর ধরা
থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
TURMERIC
CUMIN
CORIANDER
RED CHILLI
ডাটা গুঁড়ো মশলা কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

বিরোধী শিবিরে, তাঁদের কাছে স্বভাবতই এটা একটা বড় দাঁও প্রচারের অস্ত্র হিসেবে। সর্বমহলে আতঙ্ক ও বিস্ময়। খবর আছে, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আলো উদ্ভাসিত দমদম এয়ারপোর্টে পা রাখতে চলেছেন নিহত গায়িকার স্বামী খ্যাতনামা জাপানি সাংবাদিক ইতসুজো শিগেমাৎসু।

অনুত্তম ততক্ষণে চতুরাননের কাছ থেকে বোর্ডারদের নাম-ধাম পরিচয়ের বৃত্তান্ত হস্তগত করেছে। গেস্ট হাউসের তাবৎ কর্মীদের বিবরণও পাওয়া গেল। রেকর্ড বলছে, আজ থেকে তিনদিন আগে বেলা বারোটা নাগাদ ঈশাতে ঢুকেছিলেন চৈতালি বসু শিগোমাৎসু। চতুরাননের মোবাইল ক্যামেরায় তোলা আছে সেই মুহূর্তের ছবিও। গায়িকার মুখে মিষ্টি মুচকি হাসি। তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন 'ঋতম্' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাণপুরুষ সর্বক্ষণ কাঁচুমাচু মুখের চিত্রশিল্পী প্রেমসুন্দর চৌধুরী। অনুত্তম জানিয়ে দিল, প্রয়োজনে সে প্রেমসুন্দরকেও জেরা করতে পারে। চতুরাননের দৌড়ঝাঁপ লক্ষণীয়। তাঁর গলার আওয়াজে বিহ্বল দালান কেঁপে ওঠে থেকে থেকে। টুকটাক পরিমার্জনার পর তালিকা রচিত হয়েছে। অনুত্তমের হাত থেকে একবার সেটা খসে পড়বার পর ওর একটা জেরক্স কপিও করা হল। তালিকা মোতাবেক অনুত্তম চৌধুরী যাদের সঙ্গে কথা বলবে, তাদের পরিচিতি নিম্নরূপ :

বোর্ডার—

বিনায়ক গুপ্ত— ছোটখাটো চেহারা। তবে তাঁর সাহেবি পোশাকে চটক আছে। প্রাক্তন ব্যাঙ্ক আধিকারিক এই প্রথম ঈশা গেস্ট হাউসে স্ত্রীকে নিয়ে। এখানেই অনুষ্ঠিত হয় তাঁর মেয়ের ঘরের নাতি বিবেকের বিশতম জন্মদিন। দু-চার জন আত্মীয় এসেছিলেন। বিবেক প্রেসিডেন্সির উজ্জ্বল নক্ষত্র।

মহেন্দ্র আগরওয়াল— বিপুল বপু, মিশকালো, গলা প্রায়শ সপ্তমে, বাণিজ্যিক ফন্দি-ফিকির ষোলআনা। বড়বাজারে তিন রকমের কারবার— কাপড়, কসমেটিক্স ও মেডিসিন। সরকারের নোট বাতিলের ধাক্কায় খুব দাগা লেগেছিল তাঁর। আয়করের হড়পা বানে অনেক টাকা হাতছাড়া হওয়ায় এখন একটু যেন কাহিল।

আবু মণিরুদ্দিন সিরাজ— বয়স মেরেকেটে তিরিশ-পঁয়তিরিশ। চশমাহীন দুই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নির্মেদ। দাড়িয়াল মুখ। গলার আওয়াজে মাদকতা আছে। সিগারেটে ঘন ঘন টান দেন। ঈশা গেস্ট হাউসে প্রায় তাঁর পদার্পণ। রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস— মোল্লাপাড়া, নিয়ামতপুর, আসানসোল। তিনিও বাণিজ্য-ভুবনে সাঁতার কাটা লোক। তবে প্রায়ই কারবারের ধরন বদলান। একসময় ছিলেন কোক কয়লার আড়তদার। সেখান থেকে হঠাৎ হয়ে গেলেন ফিল্ম প্রডিউসার। দুটো ছবি মোটামুটি হিট। একটা বিশ্রিরকমের ফ্লপ। গায়ে দুর্নামের পাঁক লাগে। কয়েকবার চটাস চটাস কপাল চাপড়ে সরে এলেন ওই দুনিয়া থেকে। ঢুকে পড়লেন বিল্ডিং মেটিরিয়ালসের কারবারে। জনৈক রাজনৈতিক নেতার বাহুবন্ধনে থেকে চুটিয়ে সিন্ডিকেটগিরি। সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কাগজে লেখা বের হলে গোঁসা হয়। ইশাতে নাকি আসেন মাথাটাকে ঠাণ্ডা করে পরবর্তী ভেনচারের ছক কষতে। কিন্তু তাঁর পায়ের তলায় যে সর্ষে। সাক্ষাৎপ্রার্থী কেউ থাকুক না থাকুক, তিনি চক্কর কাটবেন রাজারহাট, বিষ্ণুপুর, নারায়ণপুর, নিউটাউন। যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁদেরই আপন করে নেন। মাঝে মাঝে মদিরায় অবগাহন। জিভ জড়িয়ে আসে। হরিণ-চোখ দীপ্তি হারায়। সময় সময় কী যেন বিড়বিড়িয়ে বলেন। দাঁতের পাটি দেখা যায়। কোনো এক বিশেষ অনুভূতির প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন।

হৃষিকেশ দত্ত— হালের রাজনীতিতে দক্ষ কুশীলব। আগের জমানায় দীর্ঘ কুড়ি বছর পুরসভার মাথায় বসে থাকার পর এখন দলত্যাগ করে পুনরায় বহাল তবিয়তে। সর্বক্ষণ মুখে হাসি ছড়িয়ে রবিনহুডীয় কায়দায় টাকা ছড়ান, যদিও সেই টাকার উৎস নিয়ে আজ অবধি কোনো সরকারি তদন্ত হয়নি। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীর হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। চিকিৎসা হয় ভেলোরে। শরীর ও মনে খানিক বিধ্বস্ত ভাব আসতেই তিনি পুনরায় ঈশা গেস্ট হাউসে আশ্রয় নিলেন ম্যানেজার চতুরাননকে আগাম খবর দিয়ে। মুষকো চেহারার এই নেতাকে ম্যাসাজ দিতে আসে বাগুইআটির লাস্যময়ী লুসি। লুসির ম্যাসাজ ও গোটাকয়েক স্ট্রোকে এমন বিদ্যুৎ প্রবাহ যে দত্তমশাই যেন তুরীয় মার্গে চলে যান। এহেন নেতা ও লুসিকে অনুত্তম জেরার বাইরে রাখতে পারে না।

সাগরিকা ঘোষচৌধুরী— লেখিকা। ক'বছর আগেও তেমন একটা পরিচিতি ছিল না। প্রকাশক জোগাড় করতে হিমসিম খেতেন। একাত্তর বছর বয়সে 'ষড়ৈশ্বর্যশালী' নামের একটি বৃহৎ উপন্যাস লিখে এমন সাড়া ফেলে দিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদেরও মোটা টাকা আগাম দিতে হয় তাঁর লেখা জোগাড় করতে। মাত্র তিন মাস আগে শিল্পী স্বামী অরুণাচল ঘোষচৌধুরীকে হারিয়েছেন। তারপর থেকে মেজাজটা একটু খিটখিটে ও সর্বক্ষণ কপালে ভাঁজ। তাঁর ছোট ছোট দাবির ম্যাও সামলাতে গিয়ে গলদঘর্ম হন ম্যানেজার।

গেস্ট হাউসের কর্মী—

চতুরানন মিশ্র— ম্যানেজার। আদি নিবাস উত্তরপ্রদেশের বালিয়া। সর্বক্ষণ দুই চোখ বিস্ফারিত। টানটান স্নায়ু নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় আনন্দ। তবে চোখগরম করার

কায়দাটা ভালোই জানেন। ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে অধঃস্তনদের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন।

গৌতম গাঙ্গুলী— গোস্ট হাউসের হেঁসেল এঁরই কব্জায়। যতক্ষণ রান্না চলে, তিনি সেখানে স্থানু ও স্তিমিত অবস্থায় বসে থেকে সরীসৃপ-চক্ষুদুটিকে ঘোরান ও চাপা গলায় নির্দেশ দেন। তিনি যে একদা ফোরস্টার হোটেলের শেফ ছিলেন, ঘুরেফিরে সেকথা মনে করিয়ে দেন। বছর পঞ্চাশ বয়স। কালো বেঁটে, ভুড়ি আছে। চব্বিশ ঘণ্টা গেস্ট হাউসে। পরিবার সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণপুরে। সপ্তাহে স্ত্রী বা পরিবারের কেউ আসেন দেখা করতে।

অখিল সমাদ্দার— গেস্ট হাউসের চার সশস্ত্র রক্ষীর অন্যতম। সিকিউরিটি-ইন-চার্জ। ইন্ডিয়ান আর্মিতে মাঝারি পজিশনে ছিলেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থার সারবস্তু কোথায়, ভালোই জানেন। প্রথম থেকেই এখানে আছেন। এলাকার পাবলিক জানে, অখিলবাবু কী রকম সাহসী মানুষ। তাঁকে একজন ছোটখাটো অস্ত্রবিশেষজ্ঞও বলা যায়। তাঁর অপর তিন সহকারী তাপস সেনাপতি, বিপুল নন্দী ও বাল্মীকি রাহা তাঁকে বেশ সমীহ করেন।

গায়িকা খুনের ঘটনায় ইশা গেস্ট হাউসের সিকিউরিটি নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। মিস্টার সমাদ্দার তাই বিচলিত।

তাপস সেনাপতি— আদি নিবাস নন্দীগ্রামে। বয়স বছর চল্লিশেক। এক সময় এন ডি এফ-এর ক্যাডার ছিলেন। ঈশা গেস্ট হাউসের পশার জমাট হবার মুখে এখানে কাজ জুটে যায়। সুদর্শন। স্বাস্থ্যবান। পান চিবুনো অভ্যেস। সযত্নে ইস্ত্রি করা নীল উর্দি পরে বন্দুক হাতে যখন গেস্ট হাউসের প্রশস্ত প্রবেশপথ আগলে দাঁড়ান, বেশ মানানসই মনে হয় তাঁকে।

বিপুল নন্দী— সিকিউরিটির লোক হয়েও কথা বেশি বলার অভ্যেস। ছুটিছাটা কম নেন। কিন্তু বাড়িতে মেয়ে জামাই এসেছে খবর পেলেই ছুটি নেবেনই। তখন ক'দিন লাঞ্চ ও ডিনার খেয়ে মোটা হন। ধূমপান করেন। তবে ডিউটি আওয়ার্সে নয়।

তিতুল বাগদী— গেস্ট হাউসের ঝাড়ুদার। একটু কুজো, লম্বা লম্বা হাতে ময়লা সাফে তাঁর আনন্দ, গলার আওয়াজে সকলকে ছাপিয়ে যান।

মীলু মাসি ও তাঁর মেয়ে রঙ্গিলা— এঁদের নিত্য আগমন মহিষবাথান থেকে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তাই গলায় উষ্মাজনিত ঝাঁজও। বাসনকোসন মাজা থেকে আরম্ভ করে আরও অনেককিছুতে তাদের শ্রম। পুরনো চেনা-জানা বোর্ডাররা কিছু বাড়তি সার্ভিসও আদায় করে নেন। কিছু টিপস্ পাওয়া যায়। এই দুজনের কাছে তা অবশ্যই লোভনীয়।

ডাক পেলে যাঁরা আসেন গেস্ট হাউসে—

মহম্মদ নিজামুদ্দিন— ঈশা গেস্ট হাউসে ইনি সব ধরনের মালপত্র সাপ্লাই দিয়ে থাকেন। থাকেন বেড়াবেড়িতে। একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে ওঠার সব রকম সম্ভাবনাই রয়েছে তাঁর।

ইন্দ্রাণী নাহারায়— ইনি গেস্ট হাউসে আসছেন এই পূর্বাভাস পেলেই চতুরানন মিশ্র বিড়বিড় করে কিছু খারাপ কথা উচ্চারণ করেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। এই লেডি থেরাপিস্ট নেতা হৃষিকেষ দত্তর মাথার মণি। দত্ত গেস্ট হাউসে আসা মানেই হল ইন্দ্রাণী নাহারায় তলব পাবেন প্রভুর থলথলে দেহের এ টু জেড ম্যাসাজ করার। মিস নাহারায় যখন ফিরে যান, দত্তর টালমাটাল অবস্থাটা তখন লক্ষণীয়।

ডলি দে— এনারও আগমন ম্যাসাজ করতেই, যদিও ইন্দ্রাণীর তুল্য কৌলীন্য তাঁর নেই। বয়সও তুলনায় বেশি। চতুরানন তাঁকে অপছন্দ করেন না। বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে আনন্দ-বেদনার আদান-প্রদান চলে।

এই হলো পরিচিতির তালিকা। মস্ত বড়ো কিছু নয়। তালিকাটি বানাতে অনুত্তম চতুরানন মিশ্র ও আরও দু-একজনের সাহায্য নিয়েছে।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব। গেস্ট হাউসের রিসেপশনরুমেই ব্যবস্থা। তিনজন পুলিশ এমনভাবে দাঁড়িয়ে যেন অনুত্তমের শিকারকে পালিয়ে যাবার কোনো সুযোগই দেবে না।

'হ্যালো, আমি আঁখি। আর কত দেরি হবে?'

'বলা মুশকিল। রাতও হয়ে যেতে পারে।'

'বাঃ! কোথায় খাবে দুপুরে?'

'এদের আতিথেয়তার খুব সুনাম।'

'এদিকে লেখক মামু এসে গিয়েছেন। ছটফট করছেন তোমার কাছে যাবার জন্য।'

'মামাকে খাইয়ে-দাইয়ে পাঠিয়ে দাও। তাঁকে নিয়েই তদন্তের স্বার্থে চারদিকটা ঘুরব। জায়গাটা বেশ। মেঘ রোদ্দুরের লুকোচুরির জন্য আরও খোলতাই।'

আঁখি লাইন কেটে দিল।

অনুত্তম দেখল মিশ্রর দক্ষ ম্যানেজারি। অনুত্তমের রুচি অনুসারে আহারের ব্যবস্থা হল। আহার শেষে হাতে সিগারেট

নিয়ে ঈশা গেস্ট হাউসের চৌহদ্দিতে খানিক পায়চারিও চলে অনুত্তমের।

বর্ণময় ফুলবাগান।

একটি 'নো রিফিউজাল' সাদা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় গেস্ট হাউসের সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন লেখক মামা। অনুত্তম তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মামাকে পাশে বসিয়ে অনুত্তম তার জেরা শুরু করে। দরজায় দাঁড়িয়ে দুই পুলিশ।

প্রথমে এলেন লেখিকা সাগরিকা ঘোষ চৌধুরী। তিনি নিজেই চেয়েছেন সবার আগে এই কাজটা সেরে নিতে। মুখ ব্যাজার। কাফ্রিদের মতো খোঁচা খোঁচা সাদা চুল প্রবীণার। পুরু লেন্সের আড়ালে দুই ঘোলাটে চোখ। ভেতরে এসে হঠাৎই আবিষ্কার করলেন অনুত্তমের লেখক মামা শিখর দত্তগুপ্তকে, 'ওমা, তুমি এখানে?'

মামার মুচকি হাসি, 'এসেছি, গোয়েন্দা বাবাজি আমার ভাগ্নে। তালে আছি, যদি আর একটা রহস্য উপন্যাসের মশলা মিলে যায়।'

লেখিকার খরখরে গলা, 'আমাকে আটকে রেখেছে! কত লেখা বাকি! ... সময় ছুটছে রকেটের গতিতে। ... ওঃ...!'

অনুত্তম হাতজোড় করে, 'আমি ভীষণ দুঃখিত, দিদি। আমাদের কাজটা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই অপ্রিয়। তবুও ছকের বাইরে যেতে পারি না।'

সাগরিকার অপ্রসন্নতা ফিকে হয়ে এল। প্রশ্নোত্তর পর্বটিও সংক্ষিপ্ত, অন্তত গরুর জাবর কাজ নয়।

'এখানে আসবার আগে গায়িকার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?'

'ছিল। তিন বছর আগে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যাই মহাজাতি সদনে। সেখানে প্রথম আলাপ। তারপর এই গেস্ট হাউসে।'

'আপনি লেখেন। তাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ। রহস্য সমাধানে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'একেবারেই না, ভাই। জীবনে লিখেছি একটি মাত্র গোয়েন্দা উপন্যাস। আমার সবচেয়ে দুর্বল রচনা।'

'এবার এখানে এসে গায়িকাকে কেমন দেখলেন?'

'মনে হল, আরও রবীন্দ্রপ্রেমে মজেছেন। কথা বললাম। সবচেয়ে আনন্দের কথা, একান্তে বসে তিনি আমাকে একটি গানও শোনালেন। আগুনের পরশমণি...।'

'নিজের জীবন, নিজের অতীত নিয়ে কিছু বলতে শুনেছেন তাঁকে?'

— অনুত্তমের প্রশ্নে চাপা আগ্রহ।

'চৈতালি নিজের বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত। স্বামী বিখ্যাত সাংবাদিক। একটা বাচ্চার মা হতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

লেখিকা চলে গেলেন। এলেন মহেন্দ্র আগরওয়াল। খুন ও তজ্জনিত রহস্যময় পরিস্থিতি তাঁকে যে খানিক প্রভাবিত করেছে, বোঝা যায়। চেষ্টা করছেন ছদ্মগম্ভীর হয়ে থাকবার।

'গায়িকার সঙ্গে আপনার মোলাকাত হয়েছিল?'

'কভি নেহী। গান শোনার সময়ও নেই। আই নো বিজনেস। অনলি বিজনেস।'

এসি মেশিন থেকে ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। তবুও মহেন্দ্রর কপালে ঘাম। অনুত্তম তার মুখের দিকে চেয়ে লম্বা শ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করে, 'অথচ মাঝে মাঝে ঈশা গেস্ট হাউসে আসা চাই। কারণটা একটু স্পষ্ট করে বললে সুবিধা হয়।'

মহেন্দ্র আরও বিব্রত। কিন্তু সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার কৌশল তাঁর জানা। আচমকা দমফাটা হাসি হেসে বললেন, 'ডুবুরি যেমন মাঝে মাঝে পানিতে নামে, আমিও তেমনি বছরে দু-বার কী তিনবার বড় বাজারের গদি থেকে ছুটি নিয়ে চুপচাপ চলে আসি এখানে। মাথাটা সাফ হয়ে যায়।'

'অর্থাৎ আদতে আপনি গভীর জলের মাছ। বছরে দু-তিনবার একাই ঘুরে যান গভীর খাদটায়।'

'না-না-না। আমি একবার হাঁটু সমান জলে নিজেকে চালাই।'

'থাক, ও কথা। চৈতি দেবীকে যতটুকু দেখেছেন, কী মনে হয়েছে আপনার?'

'বয়স হয়েছে। কিন্তু সুন্দরী। সাধিকা। আপন মনে গুনগুন করতো।'

'এই তো দিব্যি বলে গেলেন। আপনার মতো আর কে কে আড়ালে থেকে নজর রেখেছেন গায়িকার উপর? একটু ভেবে বলুন।'

'খুব মুশকিলে ফেললেন স্যার। এখানে যাঁরা এখন আছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র তিনজনের সঙ্গে অতি ক্ষীণ হার্দিক সম্পর্ক। আর ওঁদের ক্রিয়াকলাপ আর আমার ক্রিয়াকলাপ একেবারেই আলাদা। হৃষিকেশ দত্ত, আবু মণিরুদ্দিন, সিরাজ আর চতুরানন মিশ্র। হয়তো এঁরাও মাঝে মাঝে তাকিয়েছেন মহিলার দিকে। তবে কেউ পরিখা টপকাবার চেষ্টা করেননি। হলফ করে বলতে পারি।'

আর একদফা উদ্দাম হাসি মহেন্দ্রর।

পরবর্তী জবানবন্দী ডলি দে-র। চেহারায় এমন এক লীলাময় চটক, যা গৃহস্থবাড়ির কর্ত্রীদের দুশ্চিন্তা বাড়াতে সক্ষম।

অনুত্তম শুরু করে হালকা রসিকতার সঙ্গে, 'আপনার

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

&

I. S. C.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014

Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII

(English Medium)

For Boys & Girls

বায়োডাটা আমি পেয়েছি মিস্টার মিশ্রর কাছ থেকে। তাই প্রশ্নও হবে মাত্র গুটিকয়েক।'

ডলি দে-র ঠোঁটে স্মিত হাসি, 'না ডাকলেও পারতেন। ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকিতে আমি আর নেই। মিশ্রজীর কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। একটা সময় গেছে, যখন কাজ পাবার জন্য ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছি। এমনকী একবার প্রাণসংহারী মস্তানের গা টিপতে হয়েছে পারিশ্রমিক না পেয়েও। সে এক দিন গেছে।'

'এখন তো ভালো কাজ পান!'

'মিশ্রজীর মেহেরবানি।'

'যে গায়িকা খুন হলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?'

'হয়েছিল। উনি নাকি সকালে বিকেলে ফুলবাগানে হাঁটাহাঁটি করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন বহুদিনের পুরনো ব্যথায় কাতর। মিশ্রজী আমাকেই পাঠালেন ওঁর ঘরে মালিশ করতে। আমার কোনো দোটানা ছিল না। সটান চলে গেলাম।'

'ইন্দ্রাণী নাহারায়ের মতো তক্‌মাধারী ফিজিও থেরাপিস্ট থাকতেও চতুরানন মিশ্র আপনাকে—'

অনুত্তমের কথা শেষ হবার আগেই ফোঁস করে ওঠেন ডলি দে, 'ইন্দ্রাণী নাহারায়! যেমন দাম্ভিক, তেমনি নচ্ছার। ওই হৃষিকেশ দত্ত না থাকলে মহারাণি তাঁর আবাসনের চেম্বার থেকে বেরই হবেন না। আর রেট কী হাই!'

'চৈতালি দেবীকে কেমন মনে হল?'

'ব্যথা কমিয়ে দিলাম আধঘণ্টাতেই। আমার মাথায় তিনি হাত রাখলেন। একমুঠো টাকা দিলেন। এরকম দেবীকেও কেউ খুন করে! আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে, স্যার।'

ডলি দে চলে যাবার পর এলেন গৌতম গাঙ্গুলী। অনুত্তমের সামনে বসবার আগে মুখ থেকে কাপড়ের গালপাট্টা খুলে রাখলেন কোলের ওপর। গাত্রবর্ণ তামাটে, মাথায় খাটো, মুখ খানিক গোলাকৃতি। চোখের মণি মাকুর মতো ঘোরে, ঠোঁটের তলায় তামাক।

অনুত্তমের প্রশ্নটাই অদ্ভুত, 'তামাকে ঠোঁট সেলাই করে রেখেছেন কেন?'

জবাব এল সঙ্গে সঙ্গে, 'এনার্জি বাঁচাতে। বোর্ডারদের খাওয়া-দাওয়ার বাহার কিন্তু কম নয়।'

'স্বাভাবিক। আমিও এবিষয়ে রক্ষণশীল নই। কিন্তু এই যে এখানে একজন সেলিব্রিটি মহিলা খুন হলেন, এব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?'

গাঙ্গুলী জড়ানো গলায় বললেন, 'আমি একজন নগণ্য মানুষ। ভয় পেয়েছি। দুঃখ হয়েছে। বড় ভালো গাইতেন। কথা বলতেন সুন্দর করে।'

'আপনার সঙ্গে কখনও কথা হয়েছিল?'

'হয়েছে।'

'কী কথা?'

'ইলিশ নিয়ে কথা। ঢাকার বিক্রমপুরে নাকি জন্ম। তবে বড় হয়েছেন বর্ধমানে। কেবল গান নয়, ভালো-মন্দ রান্না শিখতেও কসুর করেননি। আমাকে তিনটি মোক্ষম রেসিপি দিয়ে গেলেন।'

'গান শুনিয়েছেন?'

'না। তাঁর গান শেনার যোগ্যতা আমার নেই।'

'তিনি খুন হয়ে গেলেন। এবং সেটা এখানেই!

গৌতম গাঙ্গুলীর চোয়াল ওঠে নামে। চোখের জ্যোতিতে আগুন, 'অভিশাপ। হয়তো আমাদেরই পাপ। একটু চিনিয়ে দিন না স্যার, আমরা লোকটার চামড়া খুলে নিয়ে ডুগডুগি বাজাব।'

উত্তেজনায় গাঙ্গুলীর কথাগুলি জড়িয়ে যায়।

এরপর হৃষিকেশ দত্ত। লোকটা যেখানেই যাক, কোর্ট-কাছারি, হাট-বাজার, অনুগামীদের জটলা থাকবেই। এখানে কিন্তু তিনি শুনশান। যেন শেষ খেয়ার নিঃসঙ্গ আরোহী। পরপর দু-বার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ভুঁড়িতে কাঁপন ওঠে।

অনুত্তমের শুরু হল সবিনয়ে, 'জানি আপনি একজন নেতা মানুষ। এলাকার সকলকে নিয়েই আপনার পরিবার-পরিজন।'

'পুলিশ হিসেবে আপনিও আমার আপনজন। গণতান্ত্রিক দেশে এ না হলে রাজনীতি করা যায় না। যাক, আপনার যা জিজ্ঞাসা করার, করুন।'

'বছর খানেক আগে আপনি কাছাকাছি এলাকায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আপন উদ্যোগে মিসেস শিগোমাৎসুকে আনিয়েছিলেন। ঠিক বলছি তো?'

'আপনার হোমওয়ার্ক নির্ভুল। সরকারি অনুদান পাওয়া ক্লাব। আমি ওদের পাশে সবসময় থাকি। চৈতালি দেবীর গান সকলের হৃদয় জয় করে। এখনও যেন কানে লেগে আছে।'

'সেই গায়িকা খুন হলেন। একরকম আপনার নাকের ডগায়!'

নেতার মুখভাব হিংস্র হয়ে ওঠে। ঘুলঘুলিতে বসে থাকা জোড়া চড়াই উড়াল দেয়।

'ঘাতককে খুঁজে বের করতেই হবে।'

— দাঁতে দাঁত চেপে বললেন হৃষিকেশ।

'আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

'কী রকম সাহায্য?'

'আপনার নজরে অস্বাভাবিক কিছু এসেছে?'

'খুলে বলুন।'

'গায়িকার সঙ্গে নিশ্চয় আপনার এবারেও কথা হয়েছে?'

'সৌজন্যমূলক।'

'তিনি কি আপনাকে তাঁর কোনো বিপদের কথা জানিয়েছিলেন? বা কোনো আশঙ্কা অথবা বিড়ম্বনা?'

'না-না। কেবল বললেন, এই দেশটা নাকি একদম বদলায়নি। এমনকী একজন আধুনিক মানুষের চেহারাতেও দেখা যায় অদ্ভুত পুরাতনের সাদৃশ্য।'

'আপনার কি কথাগুলিকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে?'

'যার যেমন ভাবনা। আমি মাথা ঘামাইনি।'

'সেটাই স্বাভাবিক। আপনি তো এখানে অন্য হৃষিকেশ দত্ত। প্রায় অরণ্যচারী। তখন কোমলে-কঠোরে গড়া আপনাকে চিনতে সমর্থ একমাত্র ইন্দ্রাণী নাহারায়!'

হৃষিকেশের চোখ সরু হয়ে আসে, 'মানে?'

'আপনি এবার আসুন।'

কিছুটা বিভ্রান্ত, কিছুটা ক্রুদ্ধ, হৃষিকেশ দত্ত বিদায় নেবার পর চতুরানন মিশ্র নিয়ে এলেন বিনায়ক গুপ্তকে। সঙ্গে মিঃ গুপ্তর স্ত্রী সুপর্ণাদেবীও। সুটেড-বুটেড হলেও মিঃ গুপ্ত বয়সে অনেক প্রবীণ। মিসেস গুপ্তের পরনে দামি শাড়ি, তৈলস্নিগ্ধ কপালে খুব বড় সিঁদুরের চক্র। দু-জনেরই অভ্যেস মুহুর্মুহু দম ছাড়া। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বাড়িতে যে সেবাদানের জন্য নন্দী-ভৃঙ্গীরা থাকে, অনুমান করা যায়। গেস্ট হাউসের বিকট ঘটনায় বিহ্বল।

অনুত্তমের বিনীত হাসি, 'আপনাদেরও ডাকতে হল।'

গুপ্ত সাহেব বললেন, 'যদি মিনিংফুললি কো-অপারেট করতে পারি, ধন্য হব।'

'আপনি তো এই প্রথম ঈশা গেস্ট হাউসের বোর্ডার হয়েছেন?'

'প্ল্যান করেছিলাম, এখানেই আমার নাতির বার্থ-ডে সেলিব্রেট করব। অনাড়ম্বর সরল ফর্মুলা। স্বপ্নেও ভাবিনি, এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে। এখনও যেন গভীর ঘোরের মধ্যে রয়েছি।'

অনুত্তম মন দিয়ে শুনছে।

বিনায়ক গুপ্ত বিরতি দিতেই মুখ খুললেন তাঁর স্ত্রী সুপর্ণাদেবী, 'আমরা এখানে এসেছিলাম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটা করতে। জনাকয়েক আত্মীয়, কচিকাঁচারাও আসে। ভয়ভীতি ছিল পঞ্চেন্দ্রিয়াতীত। এখন কেবল ভয় নয়, শোকেও মুহ্যমান।'

সুপর্ণাদেবীর শব্দ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অনুত্তমের গলায় অবশ্য আন্তরিকতা, 'আপনার সঙ্গে গায়িকার পরিচয় হয়েছিল?'

সুপর্ণা গুপ্ত বললেন, 'নিশ্চয় হয়েছিল। জাপানি সাংবাদিককে বিয়ে করলেও কালচারের বিচারে তিনি আমাদের সোপানেই দাঁড়িয়েছিলেন। কী অনির্বাণ প্রতিভা। কেন খুন হলেন? কে করল? অর্থলোভ নিশ্চয় নয়! নিষ্ঠুর, অবিবেচক প্রতিশোধস্পৃহাই কাজ করেছে, মনে হয়।'

মিসেস গুপ্তার বিশেষণগুলি অনুত্তমের লেখক মামাকেও প্রভাবিত করে। তিনি বড় বড় চোখে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

নির্বাক অনুত্তম শুনে যাচ্ছে সুপর্ণাদেবীর পরবর্তী কথাগুলি। 'আমরা একজন অন্যজনের বান্ধবী হয়ে উঠি। এক ধরনের আবেশ। কেন জানেন?'

'কেন?'

উত্তর দেবার আগে চোখ থেকে রিমলেস চশমা খুললেন মিসেস গুপ্ত। দু-চোখের ওপর ছোট রুমাল বেলান। ভেজা স্বরে বললেন, 'কোনো পারস্পরিক ভক্তি-শ্রদ্ধার ব্যাপার নয়। বয়সও আমাদের সমান নয়। আমার চুল-জুলপিতে পাক ধরেছে, ওর চেয়ে অনেক আগে। ও অসংখ্য মানুষের কাছে জীবন্ত মডেল। আর আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, এরকম লোকের সংখ্যা করগুনে বলা যাবে। কিন্তু একটা বিন্দুতে আমাদের বড় মিল। আমরা দু-জনে একই গুরুর শিষ্যা। এই মিলটা হয়তো তেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু এর একটা দ্যোতনা আছে। আমরা দু-জনই গান শিখেছিলাম বর্ধমানের সুপরিচিত সঙ্গীতশিক্ষক ভীষ্মদেব চাকলাদারের কাছে। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে চৈতালি ছিল প্রতিভাময়ী। আর আমি সাধারণ। চৈতালি কথা দিয়েছিল, একান্তে বসে সে আমাদের এখানে কয়েকটা গান শোনাবে। আর আর—'

সুপর্ণাদেবী সত্যিই কেঁদে ফেললেন।

এবার এলেন সিকিউরিটি চিফ অখিল সমাদ্দার।

অনুত্তমের প্রথম প্রশ্ন, 'কত বছর ধরে আছেন এখানে?'

'প্রথম থেকে। বছর তেরো হতে চলল।'

'এক্স সার্ভিসম্যান?'

'হ্যাঁ।'

'কাশ্মীরে ছিলেন?'

'কার্গিল ওয়্যারে অংশ নিয়েছিলাম।'

'কাদের প্রতি আপনার ঘৃণা?'

'যারা এই দেশের সর্বনাশ চায়।'

'নিহত গায়িকার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল?'

'সেই অবকাশ আসেনি। স্যালুট দিয়েছি।'

'আচার-আচরণ নিশ্চয় খেয়াল করেছেন?'

'করেছি। বড় শিল্পী। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চারিদিকের শোভা দেখতেন বহুক্ষণ ধরে।'

‘আপনার পর্যবেক্ষণ যথার্থ।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’

‘মিশ্রজী বললেন, আপনি নাকি একজন অস্ত্রবিশেষজ্ঞও?’

‘বিশেষজ্ঞ শব্দটায় একটা অদ্ভুত ওজন রয়েছে। তাই কৃপা করে আমাকে বিশেষজ্ঞ ভাববেন না। মিলিটারিতে ছিলাম। বেশ কিছু বর্ডার এনকাউন্টারে পার্টিসিপেট করি। কৌতূহল থাকায় অনেক অস্ত্রের জাত নির্ণয় করতে পারি।’

‘চৈতালি দেবীর খুনিকে চূর্ণ করেছে যে বুলেটটি, আপনি কী সেটা দেখেছেন?’

‘দেখার কথা নয়। তবুও দেখেছি। অত্যধিক কৌতূহল তো। জিনিসটা দেখে আমি কিছুক্ষণ সম্মোহিত হয়ে পড়ি। যে রাইফেলের বুলেট ওটা, তার নাম ‘হেকলার অ্যান্ড কক জি-৩’। ইসলামি জঙ্গি হানাদাররা ব্যবহার করে থাকে। এটাও আমার কর্মভূমির অভিজ্ঞতা। রিপোর্ট এলে মিলিয়ে দেখবেন।’

‘ওয়ান্ডারফুল। একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আপনি আমার মগজে রোপণ করতে পারলেন।’

সমাদ্দার স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে যান।

এবার প্রায় ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢোকেন গেস্ট হাউসের মিনুমাসি ও তাঁর মেয়ে রঙ্গিলা। পুলিশী জেরার নির্ঘণ্ট তাদের কাছে অভিনব, তবুও বাক্য-চাপল্যে তারা যেন কোনো নাট্যকারের চেলা। অনুত্তমের প্রশস্ত আশ্বাস সত্ত্বেও তাদের বকবকানি থামতে চায় না। রঙ্গিলার কথা অনর্গল, ‘..কী সুন্দর গলা! তেমনি মধুর ব্যবহার। আমাকে কাছে ডেকে বললেন, গান জানিস? আমি লজ্জায় লাল। তবুও গাইলাম।

‘কী গান?’

‘টুসু।...’

আরও দু-এক প্রস্ত প্রশ্নোত্তরের পর দুই চনমনে নারীর গলা কান্নায় বুজে আসে।

মিনুমাসি ও রঙ্গিলার প্রস্থানের পর মুখোমুখি হলেন আবু মণিরুদ্দিন সিরাজ। প্রৌঢ়ত্বের চৌহদ্দিতে এখনও পা রাখতে সামান্য বাকি। শ্মশ্রুমণ্ডিত, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, লম্বা ঋজু নির্মেদ দেহকাণ্ড, বড় দুই চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, অতবড় বিপর্যয়েও সন্ত্রস্তভাব নেই, বরং ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি, পরনে সাদা পাজামা ও সবুজ পাঞ্জাবি, মাথায় ফেজ টুপি।

অনুত্তমের প্রথম প্রতিক্রিয়া, ‘আপনাকে কিন্তু বেশ নিরুদ্বেগ মনে হচ্ছে।’

উত্তর এল, ‘কারণ, ঘটনা যাই ঘটুক, আমি অমন ঘোড়েল লোক নই যে এসবের সঙ্গে জড়িত থাকব। তবে যিনি আছেন, তাঁর নসিবে যেন ফাঁসির দড়ি লেখা থাকে— খোদার কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।’

‘এবার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন।’

‘আমি একজন ছোট মাপের রিয়েল স্টেট কারবারি। তাই যখন যে দল পাওয়ারে আসে, সেই দলের কোনো নেতার পকেটে ঢুকে পড়ি। আবার পুরসভার কাউন্সিলার, চেয়ারম্যান বা মেয়রকেও গুড হিউমারে রাখতে হয়।’

‘ধন্যবাদ আপনার এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অকপট পরিচিতি দেবার জন্য। আপনার ফ্যামিলি রয়েছে কোথায়?’

With Best Complements From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY

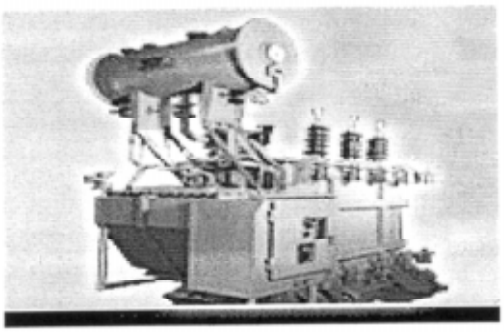

EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

‘নিবাস আসানসোলের কাছাকাছি নিয়ামতপুরের মোল্লা পাড়ায়। আসানসোলে কমপ্লেক্স গড়েছি। এখানে নিউটাউনেও করছি। ক্রেতারা বেশিরভাগ আপস্টার্ট। আমাদের ফার্মে পাঁচজন পার্টনার। আপোশে কাজ হয়। আজ অবধি সম্পর্কে চিড় ধরেনি। কলকাতায় এলেই আচম্বিতে ঢুকে যাই মিশ্রজীর গেস্ট হাউসে।’

‘শুনেছি, রিয়েল স্টেটের কারবারে এখন মন্দার কাল চলছে?’

মণিরুদ্দিনের মুখে এই প্রথম ছায়া ঘনায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর তাঁর উচ্চারণে শোনা গেল বিচিত্র ডায়লেকট, ‘নোট বাতিল। দরকারি ও দরবারী— দুই-ই ডাইলিয়ুটেড।’

‘এই এলাকাতেও কি আপনার কাজ চলছে?’

‘তিনটে প্রজেক্ট। কাজ অনেকটা হয়ে গেছে। আর ভোল বদলাবার উপায় নেই।’

‘লোকাল লোকদের সঙ্গে পরিচয় কেমন?’

‘নগণ্য অগ্রগণ্য সকলের সঙ্গেই দহরম-মহরম। রিলেশনটা আর প্রাথমিক অবস্থায় নেই।’

‘আমাকে সাহায্য করবেন?’

‘কী ধরনের সহায়তা?’

‘স্থানীয় কিছু লোকের কাছে যাব আপনাকে নিয়ে। খুনি লোকাল কিনা, বুঝতে হবে আমাকে।’

‘খোদার মর্জি। আপনাকে হেল্প করতে পারলে খুশি হব। দরকারে গেস্ট হাউসে বাড়তি দু-দিন স্টে করব।’

‘অনেক ধন্যবাদ! আচ্ছা, চৈতালি দেবী, যিনি খুন হলেন, তাঁর গান আপনার কেমন লাগত?’

‘আমি কোনোদিন শুনিনি। আগ্রহের অভাব। রসবোধের অভাব। যদিও জানি, গান হল সকলের মঙ্গলার্থে।’

‘প্লিজ, কোথাও যাবেন না। আপনাকে—’

‘যাবো না। কেবল কয়েকটা ফ্ল্যাটে ইলেকট্রিকাল ওয়ারিং চলছে। একবার চক্কর কেটে আসব। মেরেকেটে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট।’

প্রশ্নোত্তরে শামিল হলেন চতুরানন মিশ্র সমেত আরও কয়েকজন। সবশেষে এলেন ইন্দ্রাণী নাহারায়। বয়স যাই হোক, রূপে ও ভঙ্গিমায় যেন স্পাই নর্তকী মাতাহারি। ঢুকেই জানালেন, ‘আমাকে কিন্তু স্যার, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। চেম্বার থেকে সোজা চলে এসেছি ট্যাক্সি নিয়ে। একজন পেসেন্ট বসে আছেন সেখানে।’

‘আপনি কি একসময় নেতা হৃষিকেশ দত্তর পড়শি ছিলেন?’

‘ছিলাম।’

‘সম্পর্কটা গাঢ়?’

‘এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না, প্লিজ।’

‘গায়িকা চৈতালি দেবীকে কি ঈর্ষা করতেন?’

‘হোয়াট আ ননসেন্স কোয়েশ্চেন?’

‘কারণ আছে এ প্রশ্নের। হৃষিকেশ দত্ত চৈতালি বসুকে একবার মোটা টাকায় বুক করেছিলেন নিভৃতে বসে তাঁর গান শুনবেন বলে।’

‘আপনি কোথা থেকে এ তথ্য পেলেন? কে বলেছে? মিশ্রজী?’

চিৎকার করে ওঠেন ইন্দ্রাণী। পাল্টা দবড়ায় অনুত্তম, ‘প্রশ্ন আমি করব। আপনি নন। এবার আসতে পারেন।’

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন ইন্দ্রাণী নাহারায়।

গোঁসা হলেও তক্ষুনি রাগে ফেটে পড়েনি আঁখি। দু-চারটে কড়া কথা যা বলেছে, অ্যাসাইনমেন্টের দোহাই দিয়ে অনুত্তম তা মাথা পেতে মেনেও নিয়েছে। ভয়ঙ্কর ব্যস্ততা লেখক মামারও। এই ঘটনাটাকে নিয়েই রচিত হবে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস। টিভির ফুটেজে যে ভাবে বারবার খবরটা পরিবেশিত হচ্ছে, তাতেই পাবলিকের অনুভবে ধরা দেয় রাজ্যজুড়ে হঠাৎ কায়েম হওয়া আনরেস্ট অবস্থা।

এসে গেল মূল্যবান ফরেনসিক রিপোর্ট। ব্যবহৃত বুলেটটি নিক্ষিপ্ত হয়েছে হেকলার অ্যান্ড কক জি-৩ অ্যাসাল্ট রাইফেল থেকে। এই জাতের অস্ত্রই এখন আই এস জঙ্গিদের হাতে হাতে ঘোরে।

কিন্তু জঙ্গিরা ওই প্রতিভাময়ী গায়িকাকে টার্গেট করবে কেন? একটা অস্থির বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা মাত্র? নাকি, তাদের যাবতীয় ক্ষোভ চৈতালি দেবীর জাপ স্বামী খ্যাতনামা সাংবাদিক ইতসুজো শিগেমাৎসুর ওপর— যিনি সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন জঙ্গিদের বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে?

অনুত্তমের বেশ টেনশন হচ্ছে। কেসটাকে যদি স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ক্লোজ না করা যায়, রাজনৈতিক ন্যাকামি-ছ্যাবলামিও শুরু হয়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে অনুত্তমের সামনে তিনটি ধাপ—

প্রথম, ইতসুজো শিগেমাৎসু কলকাতায় পা রাখা মাত্র তাঁকে সদর দপ্তরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ। দ্বিতীয়, আবু মণিরুদ্দিনকে নিয়ে গেস্ট হাউস সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, যে কাজে শিক্ষিত অশিক্ষিত ইত্যাদির ট্যাবু বা ছুঁতমার্গিতা থাকা চলবে না। তৃতীয়, দেশজুড়ে সাম্রাজ্য অনুসন্ধান চালাতে রাজ্য সরকারকে রাজি করানো। খুব বড় পটভূমি। গতানুগতিক তো নয়ই। কত কিছুর অন্দরমহলে ঢুঁ মারতে হতে পারে। রহস্যের সম্মোহিনী প্রভাবে লেখক মামা প্রায় আচ্ছন্ন। অনুত্তমের বাঘা আলসেসিয়ানটাকে একরকম জড়িয়ে ধরলেন।

ইনিই 'নিপ্পন দ্য গ্রেট'-এর ডাকসাইটে প্রবীণ সাংবাদিক ইতসুজো শিগেমাৎসু। অনুত্তম তাঁকে আশ্বস্ত করে, 'আমি মাত্র মিনিট দশেক সময় নেবো। বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা।'

'বলুন।'

'আপনাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। জাপানে। তাই না?'

'রাইট। ২০ ফেব্রুয়ারি।'

'চৈতিদেবীই কি আপনার প্রথমা স্ত্রী?'

'না। চৈতির আগে আমি বিয়ে করেছিলাম মার্কিনী অভিনেত্রী মার্গারিটাকে। গুটিকয়েক ছবিতে অপ্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সম্পর্ক টেকেনি। এক দশকের মধ্যে বিচ্ছেদ।'

'এর বিপরীতে আপনি ছিলেন চৈতালিদেবীর তিন নম্বর হাজবেন্ড। তাঁর আগের দুই স্বামী সম্পর্কে কিছু কী আলোকপাত করতে পারবেন?'

'খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবুও বলছি। ওর প্রথম স্বামী ছিলেন হরিদ্বারের এক আশ্রমে প্রতিপালিত একজন তথাকথিত ব্রহ্মচারী। চৈতি তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়। বিয়েটা হয় মীরাট শহরে। ব্রহ্মচারী চাকরি পেলেন সিভিল ডিফেন্সে। কিন্তু ওদের সংসার টেকেনি। কারণ, লোকটা চৈতিকে কোনো গানের জলসায় যেতে দিত না। চৈতির দ্বিতীয় বিয়ে এর পাঁচবছর বাদে। ততদিনে গায়িকা রূপে চৈতির বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা। সে সংস্পর্শে আসে চেন্নাইয়ের হার্ট স্পেশালিস্ট ডা. এন এইচ নটরাজনের সঙ্গে। বিয়ে হয়। নটরাজনের মৃত্যু হয় ভেলোর ক্রিশ্চান কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে। ফুসফুসে ক্যান্সার। তারপর এই অধমের আবির্ভাব। নিউজার্সির বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে গান গাইতে আমন্ত্রিত হয়েছিল চৈতি। আর আমিও সেখানে উপস্থিত আমার এক বাঙালি বন্ধু ফুটবলারের আমন্ত্রণে। মোলাকাৎ হল। প্রেম হল। কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পর বিয়ে। চৈতির কোনো ইস্যু নেই। সম্ভাবনাও ছিল না। চৈতি কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র। ওর কোনো শত্রু থাকতে পারে, ভাবিনি। বিশেষত ওর নিজের জন্মভূমিতে। আপনি ওর খুনিকে শনাক্ত করুন। আমি লড়ে যাব আপনার আন্তর্জাতিক খ্যাতির জন্য।'

অনুত্তম হাত বাড়িয়ে ইতসুজোর কাঁধ স্পর্শ করে।

গাড়ি দুটো বের হল ভবানী ভবন থেকে একটিতে অনুত্তম ও তার লেখক মামা। অন্যটিতে তিন রাইফেলধারী সমেত নবীন এস আই দেবতোষ আচার্য। দুটোই রাজারহাটের দিকে যাচ্ছে ভি আই পি কইখালির মোড় ছুঁয়ে। আগাম বার্তা পেয়ে কইখালিতে অপেক্ষা করছিলেন আবু মণিরুদ্দিন সিরাজ। অনুত্তম তাকে তুলে নেয়। এয়ারপোর্টের লম্বা পাঁচিল যতক্ষণ ছিল, চারিদিকে অদ্ভুত স্তব্ধতা। নারায়ণপুরে ঢুকতেই ভিন্ন দৃশ্য ও ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। থিক্‌থিক্ করছে মানুষ। হরেক কিসিমের যানবাহনের কাটাকুটি। কোথাও আড়ষ্টতা নেই। সর্বক্ষণ তোলপাড়। বরং রাজারহাটে হুল্লোড় কম। মানুষ সেখানে নিজেদের অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে। অনুত্তমের ইচ্ছানুসারে গাড়ি দুটো রিসর্টে না ঢুকে সোজা গিয়ে থামল সেই কালজীর্ণ বাড়িটার কাছে— যেখান থেকে ঈশা গেস্ট হাউসের দিকে গুলি ছোঁড়া সম্ভব। মনে হচ্ছে, এই বাড়িটারই দোতলায় বা ছাদে দাঁড়িয়ে কঠিন ধাতুতে গড়া শার্পস্যুটার তার কাজ সেরেছে। এলাকায় ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে কিছু বহুতল। লড়াকু দৌড়বাজ এক ছুটে চলে যেতে পারে নিউটাউন এবং নিউটাউন থেকে সল্টলেকে। অথচ জায়গাটা আদপেই উচ্চবিত্তদের নয়। সিংহভাগ বাসিন্দা নিতান্ত দরিদ্র— যাদের জীবনযাত্রা ও মনোবৃত্তি একেবারে আলাদা।

আবু মণিরুদ্দিন আসানসোলের লোক হয়েও এখানকার অনেকের সঙ্গেই বেশ পরিচিত। তিনি যে এখানে কালে কালে কী করবেন, তার অনেক কিছুই হয়তো এখন মুলতুবি রয়েছে। তিনি অনুত্তম ও মামাকে যাঁর ডেরায় নিয়ে গেলেন, তাঁরই হেফাজতে রয়েছে ওই জীর্ণ তিনতলা বাড়ির চাবি। নাম কেশব নন্দা। কপালে নাকে রসকলি, গলায় তুলসীর মালা। অনুত্তম তাঁকে বলল, 'শুনেছি ওই বাড়ির বাবুরা সব বিদেশে থাকেন!'

'ঠিক শুনেছেন।'

'চাবিটা আপনার কাছে?'

'আজ্ঞে।'

'দু-একদিনের মধ্যে বাবুদের কেউ কি এসেছিলেন?'

'ছয় মাসের মধ্যে নয়।'

'কাল দুপুররাতে একটা খুন হয়ে গেল—'

'শুনেছি। এরকম ঘটনা এর আগে কোনোদিন ঘটেনি।'

'ধারেকাছে এরকম তিনতলা বাড়ি আর একটাও আছে?'

'আজ্ঞে না। অনেকটা দূরে ভাঙড়ে আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সদলে বেরিয়ে আসে অনুত্তম। গাড়িতে না উঠে চলল পশ্চিমদিকে। এদিকে উন্নয়ন কম। গাছ-আগাছার সবুজ জটলা। তবে সকালে ও সন্ধ্যায় নিটোল শিশিরবিন্দুর সন্ধান মেলে। আর কান পাতলে কালেভদ্রে বিষাক্ত সাপের ফোঁসও শোনা যাবে।

এখানেই কিন্তু স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। অনুত্তম ওই গাছটার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। তারপর সকলকে পেছনে রেখে সেই অশ্বত্থগাছের কাছাকাছি একটি আধভাঙা কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়। আপাত নজরে মনে হবে পরিত্যক্ত নিবাস। অথচ মূল দরজায় ঝুলছে তালা। তালাটা ধরে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, 'একটা নতুন চাইনিজ প্যাডলক। হাউ স্ট্রেঞ্জ!'

বদলে গেল গোটা সিচুয়েশন। ত্বরিতে চলে গেল বড় গাছটার তলায়। মোজা সমেত বুট জোড়া খুলে গাছের ডাল ধরে দিব্যি উঠতে থাকে ওপরের দিকে। সকলে হতবাক।

প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচুতে পৌঁছে গিয়েছে গোয়েন্দা। একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল। এই ডালে কিছু চিহ্ন বিদ্যমান। কড়ির মতো গুটিকয়েক গোল গোল ক্ষত। অর্থাৎ এখানে দড়ি-দড়া-কাঠ দিয়ে একটি 'ভারা' বাঁধা হয়েছিল। ওপরের ডালকে অবলম্বন করে ওই শাখাটায় দাঁড়াতে পারছে অনুত্তম। তার দৃষ্টির আওতায় গেস্ট হাউসের সেই ব্যালকনিটা— যেখানে গুলিবিদ্ধ হবার আগের মুহূর্ত অবধি দাঁড়িয়ে ছিলেন চৈতালি বসু শিগেমাৎসু। চমৎকার!

অনুত্তম নেমে আসে। মণিরুদ্দিন বললেন, 'অসাধারণ ধীশক্তি আপনার।'

মামা জানতে চান, 'অতঃপর?'

'এবার আরও কিছু তল্লাশি। ... ওই কুঁড়ে ঘরটাতে কেউ নিশ্চয় উইক এন্ড কাটাতে আসেন না। চলুন, তালাটাকে ভাঙা যাক।'

চাইনিজ বস্তু। নিতান্তই পলকা। সামান্য শক্তি প্রয়োগেই চূর্ণ। অনুমান অভ্রান্ত। পাওয়া গেল ইংরেজি ও উর্দুতে ছাপা একগুচ্ছ হ্যান্ডবিল। কাঁচা হাতে তৈরি দুটো মানচিত্রও। স্পষ্ট বোঝা গেল, খুনি জঙ্গিরা এ ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল। হইহই করেনি। ঘরে থাকতেন এক বৃদ্ধা। স্বামী নেই। স্বজনরাও খবর নিত না বেচারির। দুটো সম্পন্ন পরিবারে ঝি-গিরি করে আপখোরাকি জোটাতেন। আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এ পরিচিতিটুকু শোনা গেল কেশব নন্দার মুখ থেকে। আবু মণিরুদ্দিন নিশ্চুপ। অনুত্তম তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলে, 'পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি ঘটছে। জঙ্গিরা এমন অবাধে ঢুকছে কীভাবে? দৃঢ় বিশ্বাস, রাইফেলটাকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজে পাব।'

মণিরুদ্দিনের ম্লান হাসি, 'খোদার দোয়ায় আপনি সফল হবেন। কিন্তু আমাকে যে এবার ফিরে যেতে হবে, স্যার। আসানসোল থেকে কল পেলাম।'

'সেকি! আর অন্তত একটা দিন সঙ্গ দিন।'

'আমাকে ফিরতেই হবে। এই আমার কার্ড। যখনই তলব করবেন, চলে আসব।'

বড় চকচকে কার্ড। নাম, ঠিকানা ফোন নং মণিরুদ্দিনের উজ্জ্বল অবয়ব।

লম্বা লম্বা পা ফেলে মণিরুদ্দিন চলে গেলেন রিসর্টের দিকে। তল্লাশি অব্যাহত থাকে। হানা দেওয়া হল স্থানীয় একটি ক্লাবেও। মোটা অঙ্কের সরকারি অনুদান পাওয়া ক্লাব। ক্লাবঘরের পিছনে কিছু আস্ত ও ভাঙা বোতল অনুত্তমের নজরে আসে।

ক্লাব সেক্রেটারি ইনসান আলির বাঁকা হাঁসি, 'সন্ত্রাস নেইটা কোথায়? দিন দেড়েক আগে একটা লোক বের হয়ে এল ওই গেস্ট হাউস থেকেই। হাতে এয়ারগান। দুম করে একটা কাঠবেড়ালিকে চাঁদমারি করে। আমরা তেড়ে যেতেই পকেট থেকে বেরিয়ে এল এখনকার পাঁচশো টাকার নোট। আমাদের সব রাগ জল।'

'কী নাম লোকটার?'

'জিজ্ঞেস করিনি। লোকটার চেহারারও নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারব না। পাঁচশো টাকার নোটটাই তখন সব। ছিপছিপে গড়ন। একমুখ দাড়ি। সাহেবী ড্রেস। ব্যাস।'

পুলিশের সামনেও বেয়াড়া ধরনের বচন। নির্ঘাৎ কোনো রাজনৈতিক দলের এজলাসে ওঠাবসা।

এরপর ভাঙড় সংলগ্ন প্রায় মজা খালে চলল একতরফা মন্থন। খালটাকে মজিয়েছে যে কর্দম, কোথাও তার রং মিশকালো, কোথাও পাটকেল। একবার ওখানে যে পড়েছে, অতলে সে তলাবেই। দুর্ঘটনার একাধিক ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার। ওখানেই খানকয়েক বাঁশ এনে ঠেলাঠেলি। খুব মেহনত। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে কাদার কেয়ারি। অবশেষে উদ্ধার হল মুখবন্ধ একটি ওজনদার চটের থলি। মুখ

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন :—

ANU
SAREES

খুলেই সকলে স্তম্ভিত— একটি মৃতদেহ। বুড়ি সালেমা। গুরুতর আঘাতে তার কাঠিকাঠি দেহ ভেঙ্গে কয়েক টুকরো। অনুত্তমের পরবর্তী নির্দেশ, 'এবার খুঁজুন অস্ত্রটা।'

নির্দেশ শিরোধার্য। চলল সন্ধান অবাধে। কাদা-ঠাসা খাল থেকেই উদ্ধার করা গেল বহু দুষ্কর্ম, প্রতারণা ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের অমোঘ আয়ুধ টেলিস্কোপির হেকলার অ্যান্ড কক জি-৩ অ্যাসল্ট রাইফেল। দক্ষ খুনি এটাকে সঙ্গে রাখাটা নিরাপদ মনে করেনি।

সন্ধানী পুলিশ ক'জন এবং অনুত্তমের লেখক মামা আর হতভম্ব নন। সমস্ত পরিশ্রমের দাম উশুল হয়েছে। সলেমা বুড়ির বিকৃত মরদেহ চলল ময়নাতদন্তে। আকাশের দিকে চোখ তুলে অনুত্তম বলল, 'এখুনি চারদিকে জানিয়ে দিতে হবে জঙ্গি সংযোগের কথা। এফোঁড় ওফোঁড় সন্ধান চলুক। সন্দেহ হলেই পাকড়াও। বাছাবাছির দরকার নেই।'

ঘটনাগুলি জোর ঘাই মেরেছে রহস্যগল্পের প্রবীণ কুশলী লেখক শিখর দত্তগুপ্তকে। আপাতত তিনি ফিরে গিয়েছেন নিজের বাড়িতে। আর অনুত্তমও যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়কে পেরিয়ে আঁখির সান্নিধ্যে আসতে পারল। অতগুলি বসন্ত পেরিয়ে আসবার পরও স্বপ্নে ও জাগরণে তারা দুজন যেন একে অপরের পরিপূরক।

অনুত্তম তার পকেটে যা কিছু ছিল, সব টেবিলের ওপর রাখে। দুটো ডটপেন, মানিব্যাগ, ছোট্ট একখানা ডায়েরি এবং আবু মণিরুদ্দিনের সেই ঝক্‌ঝকে সচিত্র আই কার্ড। কার্ডটা আকৃষ্ট করে আঁখিকে। সে ওটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে থাকে মিনিটখানেক। অস্ফুট স্বরে বলে, 'অদ্ভুত তো!'

'কী অদ্ভুত?'

'কে এই লোকটা?'

'আবু মণিরুদ্দিন সিরাজ। ঈশা গেস্ট হাউসে মাঝেমাঝেই ওঠেন। অনেকরকম ব্যবসা আসানসোল থেকে কলকাতা অবধি। গায়িকা হত্যার রাতে ওখানেই ছিলেন।'

'আর আমি এই ছবিটা দেখে পিছিয়ে গেলাম নিজের প্রথম যৌবনে। এরকম সাদৃশ্যও হয়!'

'হেঁয়ালি করো না, প্লিজ।'

'এটা হয়তো এ কেসের কোনো ক্লু নয়। যুক্তিও ক্ষীণ। এই দুনিয়ায় একই চেহারার লোক অনেকে থাকতে পারে, সেটাই টের পেলাম আর কী! এই ছবিটা যেন অবিকল আমাদের সেই বালিকা বয়সের গানের টিচার ভীষ্ম চাকলাদারের। অথচ তুমি বলছো, ইনি হলেন আবু মণিরুদ্দিন।'

তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ে অনুত্তম। টিভির স্ক্রিনে অ্যাড দেখে দেখে চোখে তোমার বিভ্রান্তি এসেছে গো। পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ভীষ্মদেব! তাঁর তো কবেই চুল্লিতে ঢুকে পড়বার কথা। আর ইনি মণিরুদ্দিন। পাঁচরকম ব্যবসায়ের উদ্যোগী তরুণ।'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু এমন মিল। বিস্ময়ের বিস্ফোরণ। এমন অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, যার তাৎপর্যের কানাকড়িও আমরা জানি না।'

অনুত্তম চিবুক চুলকায়, 'ভীষ্মদেব চালকাদার। তিনিই তো চৈতালি দেবীকে গান শেখাতেন। তাই না?'

'সেটাই তো বলছি। আমার লিখিত বৃত্তান্ত নিশ্চয় পড়েছো।'

ভাবনার মগডাল ছুঁতে চলেছে অনুত্তম। ভাবছে আঁখিও।

পড়ন্ত বেলায় দপ্তর থেকে ডাক এল অনুত্তমের। বসিরহাটে একজন বাংলাভাষী উগ্রপন্থী ধরা পড়েছে। প্রশ্নের পর প্রশ্নের চাপে তার পক্ষে আর নিশ্চুপ থাকা সম্ভব হয়নি। কবুল করেছে, বর্ডার ক্রশ করে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকার সময় তার সঙ্গে ছিল কক জি-৩ টেলিস্কোপিক রাইফেল। একজন ধনী ব্যক্তি তাঁকে কেবল আশ্রয় দেননি, প্রচুর ভারতীয় মুদ্রাও দিয়েছিলেন ঈশা গেস্ট হাউসের একজন মহিলা বোর্ডারকে নিকেশ করতে। আর উগ্রপন্থীটি সেই দায়িত্ব পালনও করেছে প্রায় নির্ভুল যান্ত্রিকতার সঙ্গে। কাজ হাসিলের পর সে অস্ত্রটাকে—।

অনুত্তম উত্তেজিত। রহস্যের বাতিটা এখন আর হলুদ নয়। অতিশয় উজ্জ্বল নীল।

'আমাকে এখনই বসিরহাট ছুটতে হবে, ডার্লিং দপ্তর ছুঁয়ে। গায়িকা হত্যারহস্যের পর্দাফাই হতে আর হয়তো বিলম্বও বিশেষ নেই।'

অনুত্তমের কথাগুলি আঁখিরও সম্বিত ফেরায়, 'প্রয়োজন হলে আমাকে স্মরণ করবে।'

'সেকথা আর বলতে?'

টাকা আর ধর্মের টোটকায় অলীক খোয়াব। সেই পন্থাতেই নস্যাৎ কিছু তরুণ। আস্টেপৃষ্ঠে মজগধোলাই। সঙ্গে অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে তালিম। তারপর বর্ডার পেরিয়ে ভিনদেশে ঢুকে পড়া দম দেওয়া পুতুলের মতো। নিজের

জীবনের বিনিময়েও তৈরি করতে হবে হিংস্রতার আবহ।

দেশের গোয়েন্দা দপ্তর ইতিউতি কাকতাড়ুয়া। তাদের হুঁশিয়ারি নির্ভুল। সেই নির্ভুলতা এখানেই ছিল। তবুও ঠিক ঠিক ঠাহর হয়নি, মেঘের ঘোমটার আড়ালে কে বা কারা কখন ঢুকল ও কী করল? আশ্রয় কোথায় নিয়েছিল? সেখান থেকে কখন টেকঅফ করে? টার্গেট কী ছিল? এটা কী শুধুই উগ্রপন্থীদের হানাদারি, নাকি এর পিছনে রয়েছে কিছু পাথরচাপা স্মৃতিচারণ?

পোর্টফোলিওটাকে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ধৃত খুনির সঙ্গে আধঘণ্টাখানেক কথা বলল অনুত্তম। তিরিশের কোঠায় পৌঁছে-যাওয়া যুবক। মুখ-চোখ দেখলে মনে হবে না, স্রেফ খুন-খারাপি করার জন্য সে এই দুনিয়ায় এসেছিল। তার শেষ কথা, 'আমি এখন কিয়ামতের শেষ দিনটাকে দেখতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফাঁসিতে লটকে দিন এই শরীরকে।'

ঝড়ের বেগে বসিরহাট থেকে বাড়ি ফিরল অনুত্তম। এসেই আঁখিকে যা বৃত্তান্ত দিল, তার কিছুটা তথ্য, বাকিটা নিজস্ব অভিমত।

সংশ্লিষ্ট জঙ্গি এর আগে একাধিকবার বর্ডার টপকেছে। কখনও ছোট দলের সঙ্গে, কখনও একা। এমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, যাতে তার মন্ত্রদাতারা উল্লাসে আত্মহারা হবে। মাঝেমাঝেই আশ্রয় পেয়েছে বিশেষ এক প্রভাবশালীর আস্তানায়। সেই প্রভাবশালীই তাকে 'সুপারি' দেন অনন্যা সঙ্গীতশিল্পী চৈতালি বসু শিগেমাৎসুকে গুলিবিদ্ধ করতে। জঙ্গির আগ্নেয়াস্ত্রটি তো এককথায় অতুলনীয়।

তো কে এই প্রভাবশালী?

প্রচণ্ড জেরার চাপ সহ্য করেও খুনি এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। জান কবুল— আশ্রয়দাতাকে সে চিনিয়ে দেবে না। তিনি স্বস্থানে স্বমহিমায় থাকতে পারলে ভবিষ্যতে আরও অনেক উগ্রপন্থী নিরাপদ আশ্রয় পাবে।

জিজ্ঞাসু অনুত্তম স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। যে উত্তরটা এগিয়ে আসছে। সেটা আর যাই হোক, কাকতলীয় নয়।

সম্ভবত পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মনে স্মৃতির ধারাবাহিকতা অধিকতর সুরক্ষিত। ঠিক এই সময়টাকেই কাজে লাগিয়ে আঁখি অনুত্তমের কাছে প্রস্তাব রাখে, 'বর্ধমান চলো আমাকে নিয়ে। কতদিন যাওয়া হয়নি।

কিন্তু মুশকিল হলো, বর্ধমানে এখন অটো ও রিক্সাপুলাররা একরকম পলাতক টোটোদের দাপটে। অগত্যা মোটা অঙ্কের চুক্তিতে ভাড়া নিতে হল একটি সাদা-নীল টোটোকেই।

ঘোরতর তৎপরতায় বিস্তর ঘুরল আঁখি-অনুত্তম। কার্জনগেট, বি সি রোড, একশো আট শিবমন্দির, গোলাপবাগ, কেস্টসায়র, শ্যামসায়র, সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দির, একেবেঁকে চলা বাঁকা নদী, শের আফগানের সমাধিমন্দির, বিশাল রাজবাড়ি, সাধক কমলাকান্তের সাধনস্থল, অতিকায় শিবলিঙ্গ বর্ধমানেশ্বর, বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ি, দামোদরের ধু-ধু চর, কংকালেশ্বরীর মন্দির, ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়— একজন দক্ষ ম্যাজিশিয়ান তাঁর জাদুদণ্ডের সাহায্যে আঁখিকে পৌঁছে দিলেন ফেলে-আসা প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। একটুকরো ভাবনা দু'টুকরো হয়, তারপর টুকরো টুকরো...। সীতাভোগ-মিহিদানার প্যাকেট হাতে সে আবার উচ্ছল ও আশাবাদী। আপাতভাবে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে। থিক্‌থিক্ হাঁসফাঁস মানুষের ভিড়— সকাল থেকে রাত অবধি দৃশ্য অপরিবর্তিত। ছিনতাইবাজি, খুনখারাবি, মিছিল... সাঁইবাড়ির সেই ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে আজও হয় স্মরণসভা।

'ওই যে ছোট একতলা বাড়িটা দেখছো, আমরা ওটাতেই থাকতাম।'

আঙুল তুলে আঁখি দেখায়, 'আর ওই বাড়ির লাগোয়া যে হাউসিং কমপ্লেক্স দেখা যাচ্ছে, ওরই এক চিলতে জায়গা জুড়ে ছিল আর একটা পুরনো একতলা বাড়ি। সেই বাড়িতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত চৈতি। আমরা ছিলাম জেনুইন ও কমিটেড ফ্রেন্ডস। তবে একজন অন্যজনের মনের অন্দরমহলে বিশেষ ঢুকতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না। হাতে হাত রেখে স্কুলে গিয়েছি, ঘুরেছি-ফিরেছি রাস্তায় নিয়ন আলো জ্বলে ওঠা পর্যন্ত। তখন এত মানুষের জটলা ছিল না, ছেলেরা এত জোরে বাইক ছোটাতো না, মেয়েদের সরাসরি অপমান না করলেও প্রেমপত্র দিত। ওরকম প্রেমপত্র আমি ও চৈতি অনেক পেয়েছি। হাসাহাসি করতাম। কিন্তু প্ররোচিত হইনি। মেয়েরা তখন অনেক বেশি নিরাপদ ছিল। সামান্য দম নিয়ে আঁখি আরও বলে, 'সপ্তাহে দু-দিন চৈতিকে গান শেখাতে আসতেন ভীষ্মদেব। সাইকেলটা নড়বড়ে। চালকের পক্ষে বেসামাল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। গায়ের রং ধব্‌ধবে, চেহারা ছিপছিপে, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মধ্যবয়সী। গানের টিচার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়াচ্ছিল বর্ধমানে। কত যে তাঁর ছাত্রছাত্রী গুনে বলা মুশকিল।

আমারই চেনাশোনা অনেক মেয়ে তখন ভীষ্মদেবের কাছে গান শিখছে। তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে চৈতিই সেরা। শহরে মশা, মাছি, ... অসুখ বিসুখ খুব। কিন্তু ভীষ্মদেব চৈতিকে গান শেখাবার ব্যাপারে চমৎকার রুটিন মেনে চলতেন। চৈতিকে গান শেখাতে তাঁর ছিল বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ। প্রথম প্রথম আসতেন সপ্তাহে দু'দিন। পরে নিজেই সেটা বাড়িয়ে করলেন চারদিন। আস্তে আস্তে শুরু হল কানাঘুঁষো। পাড়ার একাধিক ছিমছাম পরিবারেও ফিসফিসানি। ভীষ্মদেব কী চৈতিকে নিজের সব কিছুই উজাড় করে দিতে চান?'

চলমান টোটো এবার মুখ ঘোরালো। ছুটলো বাবুরবাগের দিকে। যাবার পথে মহাজনটোলা— শহর বর্ধমানের মুখ্য গণিকাপল্লী। এখন মোটামুটি শুনশান। জেগে উঠতে শুরু করবে বিকেল চারটের পর। নিশাসখীরা সেজেগুজে দাঁড়ায়। শুরু হয় মধুলোভীদের আনাগোনা। থমথমে এলাকাটা পেরিয়ে টোটো খোসবাগানে ঢুকতেই পরিবেশ পুনরায় সাবলীল ও কোলাহলমুখর। একটু নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায়, এখানে সব বড় মেজ সেজ ছোট ডাক্তারদের ব্যাপক অবস্থান। চেম্বারের পর চেম্বার। কোনো মফস্‌সল শহরে একটিমাত্র জায়গায় অতজন চিকিৎসকের অবস্থান আজও অভিনব। শহরতলি ও গ্রামাঞ্চল থেকে আসছে তো আসছেই কাতারে কাতারে রোগীরা। অনেকে আসেন গোরুর গাড়ির সওয়ারি হয়ে। দশ হাত অন্তর অন্তর একটা করে নার্সিংহোম। একছুটে এলাকাটা পেরিয়ে বর্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল ও বর্ধমান রাজকলেজকে বাঁ হাতে রেখে টোটো ঢুকে পড়ে সেই এলাকায়— নাম যার বাবুরবাগান। আঁখির অ্যাপ্রোচ এখন আরও ইনটেনসিভ। সে যেন আরও বড়সড়ভাবে অতীতের সাহচর্য পেতে চলেছে। অন্যদিকে ঘোর বাস্তববাদী অনুত্তম আরও সিগারেট ধরিয়েছে। ধোঁয়ার রিংগুলি চূর্ণ হচ্ছে গতির ধারায়।

অকুস্থলে পৌঁছে আঁখি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। সবকিছুই কেমন আচেনা। সময় সব বদলে দিয়েছে। প্রথম যৌবন সে এখানে দেখতে পেত প্রচুর সবুজের বাহার। আজ সবকিছু মুছে গিয়েছে বিশাল বিশাল সমস্ত বহুতলের বলদর্পী পোষণে। তিনটি রাজনৈতিক দলের গণ্ডা গণ্ডা পতাকা বাতাসের সহায়তা না মেলায় নেতিয়ে আছে।

এলাকার প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিক্ষক ভীষ্মদেব চাকলাদারের বাড়িটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে আঁখি। কোথায়? দিশা মেলে না। আঁখির আয়ত আঁখিতে জল এসে যায়। সম্বিৎ এল সামনের দিকে তাকাতে। এক বলিষ্ঠ চেহারা, গেরুয়া উর্দিপরা বৃদ্ধ সাইকেল চালিয়ে আসছেন। আঁখির নীরব অনুরোধে সাইকেল থেকে নামলেন। আঁখি তাঁকে বলে, 'দাদা, এই বাবুরবাগে একসময় গায়ক ভীষ্মদেব চাকলাদার সপরিবারে

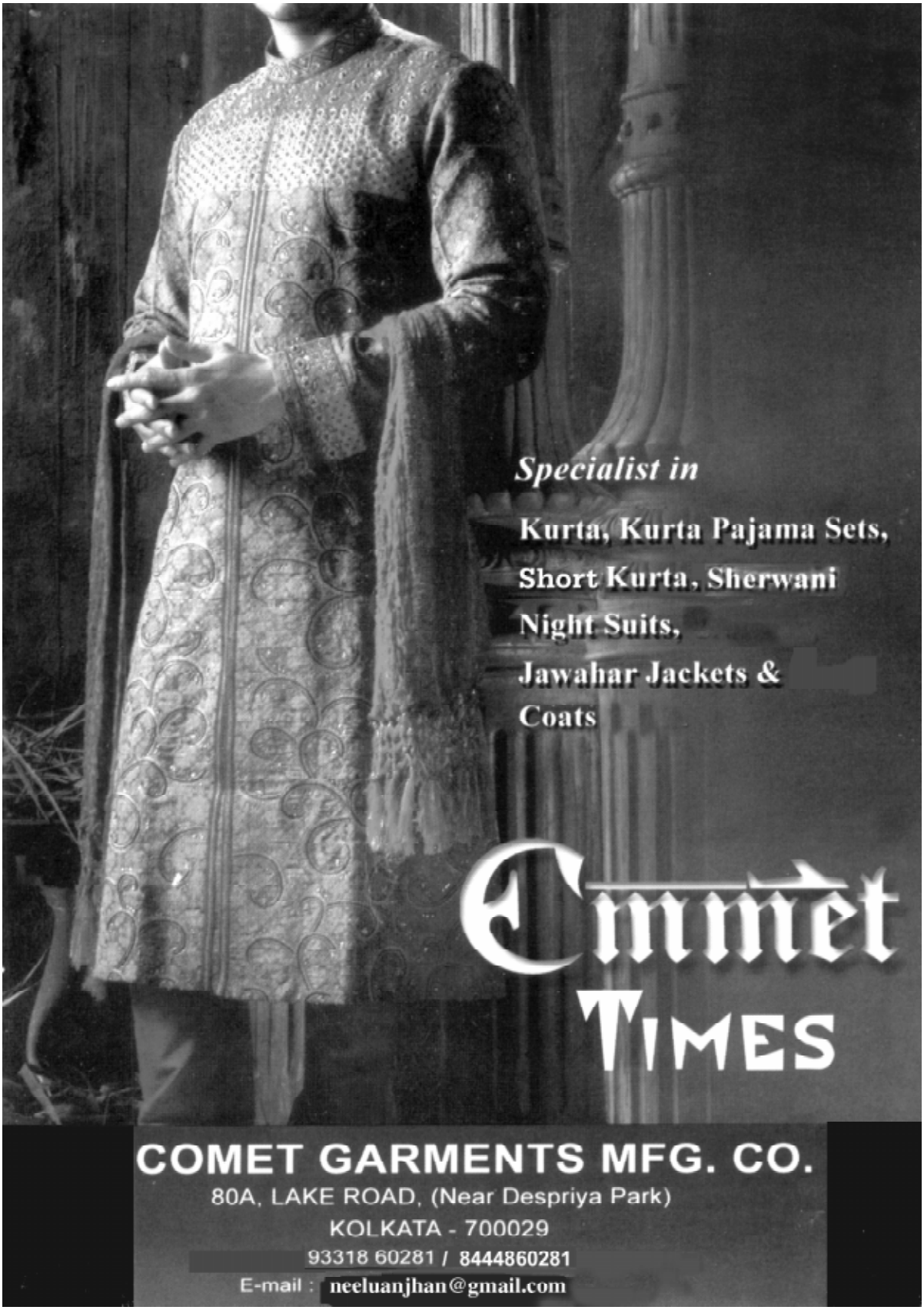
Specialist in
Kurta, Kurta Pajama Sets,
Short Kurta, Sherwani
Night Suits,
Jawahar Jackets &
Coats
Comet
TIMES
COMET GARMENTS MFG. CO.
80A, LAKE ROAD, (Near Despriya Park)
KOLKATA - 700029
93318 60281 / 8444860281
E-mail : neeluanjhan@gmail.com

থাকতেন। আমি কয়েকবার এসেছি সেই বাড়িতে। আজ আর সেই বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না।'

বৃদ্ধের দু-চোখে চাকচিক্য বাড়ে, 'সে তো প্রায় সাবেককালের কথা গো দিদি। সেই ফ্যামিলি বহু বছর ধরে বাবুরবাগে নেই। ভীষ্মদেববাবু গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর একমাত্র ছেলে স্বধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে গেল। শুনেছি সে এখন আসানসোলের কাছাকাছি নিয়ামতপুরের একজন ডাকসাইটে বিজেনস আইকন। ওর মা যে স্বামীর আত্মহত্যার পর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, কেউ খোঁজও নেয়নি। ছেলে টাকার পাহাড়ের ওপর বসেও বাপের ভিটের সংস্কার করলে না। আবার বেচে দিতেও নারাজ। কেবল প্রতিভাবান বাপের একটা ব্রোঞ্জমূর্তি বসিয়ে দিয়ে গেল পোড়ো বাড়ির বাগানে। কাক-শালিকরা সেই মূর্তির মাথায় সমানে কুকর্ম করছে বছরের পর বছর।'

আঁখির বেদনার্ত গলা, 'মাস্টারমশাই আত্মহত্যা করলেন কেন? জানেন কিছু?'

বৃদ্ধ চোখ মুখ কুঁচকে বলেন, 'পাপের বেতন মৃত্যু। বাড়িতে বউ ছেলে। তবুও কোনো এক হাঁটুর বয়সী মেয়েকে গান শেখাতে দিয়ে প্রেমে হাবুডুবু। সে মেয়ে ল্যাং মারলে। চলেই গেল বর্ধমান ছেড়ে। কেচ্ছা।'

'আপনি জানেন সেই মেয়েটার নাম?'

'অত খবর রাখি না। বরাবর পাঁক ঘাঁটতে আমার ঘেন্না। আপনারা বরং আসুন আমার পেছন পেছন। ভীষ্মদেবের মূর্তিটা দেখে যান। ধর্মত্যাগী ছেলে। বাবা-মায়ের স্মৃতিটুকুও মুছে ফেলতে চায়। নোংরা...'

সাইকেল-সহ হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করছেন নীতিনিষ্ঠ বৃদ্ধ। পরপর দুটো প্রাসাদোপম বাড়ি পার হতে হল। তারপর আঁখির নজরে এল— হ্যাঁ, এই তো সেই বাড়ি।

কী জীর্ণ অবস্থা! তবুও ওর গায়ে ক্ষমতাসীন দলের পোস্টার একটা থাকায় পলিটিক্যাল কালার এসে যাচ্ছে।

ভিত উঁচু, দাওয়া প্রশস্ত। এককালে ধানের একটা গোলাও ছিল। কারা যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেটার দফারফা করে ছেড়েছে। দু-চারটে ধেড়ে ইঁদুরের ছোটাছুটি। এরকম পরিত্যক্ত ভূখণ্ডকেও খানিক সিরিয়াস করতে পেরেছে একটি পাথরের মূর্তি। সঙ্গীতবিশারদ ভীষ্মদেব চাকলাদারের আবক্ষমূর্তি। নিতান্ত অনাদর অবহেলায় ম্রিয়মাণ। পক্ষীকূলের বিষ্ঠাত্যাগের স্থান। এখানে ক্রাইমের সুতো? অনুত্তম কিন্তু বিস্ময়মাখানো নজর নিয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে মূর্তিটির দিকে। এ বড় বিস্ময়। ঠ্যালা সামলানো দায়। মূর্তির গালে কুচকুচে দাড়ি বসিয়ে দিতে পারলেই অবিকল আবু মণিরুদ্দিন।

কোত্থেকে কালো মেঘের দল ঘিরে ফেলল নবীন সূর্যকে। ফলে দিনের শুরুতেই তুমুল বৃষ্টি। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে নগর কলকাতার ইতিউতি নালাগুলি যেন থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে মেয়র পরিষদ থেকে প্রমিস আসবার আগেই থেমে গেল বৃষ্টি। সুযোগ বুঝে সূর্যও দেখাতে থাকে তার দাপুটে রূপ। শ্রাবণ মাস। এই মাসে নাকি একজন বুরবক জাতকও তার বিপদ এড়াতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক বনিবনা মোটের ওপর মন্দের ভালো।

কার কতটা ভালো হয়েছে, খোদায় মালুম; তবে নিয়ামতপুরের বিজনেস আইকন আবু মণিরুদ্দিন সাহেবের তিন নম্বর বেগম সবে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার জন্ম দিয়েছেন, কোত্থেকে পুলিশের কালো গাড়ি এসে আবুকে তুলে নিয়ে চলে গেল। স্বজন ও প্রতিবেশীরা হতভম্ব। আমসিপানা মুখে আবু একবার জানতে চেয়েছিলেন, 'আমার অপরাধ?'

সপ্রতিভ হলেন পুলিশ অফিসার, 'অপরাধের সংখ্যা খুব কম নয়। অনেক আঁকাবাঁকা প্রশ্নচিহ্ন রচিত হয়েছে আপনাকে ঘিরে। এর বেশি কিছু জানতে না চেয়ে মাথায় কাঁটার মুকুট পরে বসে থাকুন।'

'প্রমাণ করতে পারবেন তো সব?'

'সে দুরূহ দায়িত্ব পালনের ভার সি আই ডি অফিসার অনুত্তম চৌধুরীর। চেনেন নিশ্চয়?'

দাঁতে দাঁত, ঝাপসা নজর, আবু মণিরুদ্দিনের অস্পষ্ট উচ্চারণ, 'ব্রুট।'

ঈশা গেস্ট হাউসের কনফারেন্স রুমটিতে চাকচিক্য যথেষ্ট। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ডা. বিধানচন্দ্র রায় অবধি অনেকের ছবি। এখানে দাঁড়িয়েই অনুত্তম শোনাবে তার ইতিটানা অন্বেষণপর্বকে। একটি পরিকল্পিত খুনের আদ্যোপান্ত। যাঁরা কনফারেন্স রুমে জমায়েত, তাঁদের মধ্যে একজনের অনুপস্থিতি ইঙ্গিতবাহী। তিনি আবু মণিরুদ্দিন সিরাজ। যথারীতি বড় একখানা বাঁধানো ডায়েরি নিয়ে প্রস্তুত অনুত্তমের লেখক মামা। ডায়েরির দিনলিপি অংশটুকুকে বাদ দিয়ে বাকি অংশে তিনি কিছু নোট নিয়ে রাখবেন আজ। এসেছে অনুত্তমের জীবনসঙ্গিনী আঁখিও। তাঁর শাড়িতে ও ব্লাউজে একই ধরনের এমব্রডারি। পড়ন্ত বয়সেও লক্ষণীয় রূপের আলো।

সকলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অনুত্তমের মুখের ওপর। অসীম

কৌতূহল নিয়ে উপস্থিত নামী পত্রিকার সাংবাদিকরাও।

অনুত্তমের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়, 'আলমারি দেরাজে যতই দলিল দস্তাবেজ থাকুক না কেন, দুনিয়ার প্রায় সকল রহস্যের সমাধানের পিছনে আছে দৈবের অনুগ্রহ। আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাই এই প্রত্যয়ের বিলীয়মান হবার সম্ভাবনা নাস্তি। বর্তমান কেসটিতেও নানাধরনের প্রতিকূলতা কাটাতে সেই দৈবানুগ্রহেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য।

প্রথম সুবিধা, যিনি ভিকটিম— সেই অনন্যা গায়িকা চৈতালি বাসু শিগেমাৎসু আমার স্ত্রী আঁখিরই বালিকা বয়সের বান্ধবী। এ এক মূল্যবান ও বিচিত্র যোগাযোগ। স্মৃতির ফাঁকফোকর দিয়ে এসে গেল কিছু আলো। চৈতালি দেবীর প্রথম যৌবনকালের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক তথ্যের জোগান তাই মিলল স্ত্রী আঁখির কাছ থেকেই।

দ্বিতীয়ত, গায়িকা খুনের পিছনে যাঁর আক্রোশ ও পরিকল্পনা, আসানসোল উপকণ্ঠের সেই ধনী ব্যাপারি আবু মণিরুদ্দিন সিরাজকে আমি পেয়ে গেলাম ঈশা গেস্ট হাউসেরই একজন বোর্ডার রূপে। খুনটা হয়ে যাবার পরও ইনি কেন চম্পট দেননি, তা বুঝতে ও বোঝাতে শার্লক হোমসের দরকার হয় না। তিনি চোখে চশমা এঁটে থেকে গেলেন এটাই দেখতে যে, অতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর পরিস্থিতি কোনদিকে গড়াচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আবু মণিরুদ্দিন সাতদিন সাতরাত তপস্যা করেও ওরকম নিশানাবিদ হতে পারবেন না। তাঁর হয়ে কর্মটি যিনি বা যাঁরা করেছেন, তাঁদের কেউই তো সামনাসামনি নেই। সুতরাং আবুজি কাজ খালাসের অছিলায় থেকে যেতেই পারেন। উল্টে তিনি এমন এক ভূমিকা পালন করলেন, যেন এই জটিল তদন্তকর্মে তিনিই সি আই ডি অফিসার অনুত্তম চৌধুরীর একজন জবরদস্ত বেসরকারি সহায়ক। স্থানীয় অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও আছে। ধনী হয়েও হম্বিতম্বির বদলে বিনয়ই তাঁর ব্যবহারিক ভূষণ।

কিন্তু বিপত্তি আনে আবু মণিরুদ্দিনের সচিত্র আই-কার্ড। আজকাল বহু লোক, এমনকী নিতান্ত পা-চাটা লোকও আই-কার্ডে নিজের বদনকেও দৃশ্যমান করে তৃপ্ত হন। যত্রতত্র এমনভাবে কার্ড বিলি করে যান, যেন নিকট ভবিষ্যতে তিনি রাজনীতিতে নামতে চলেছেন। আবু তো আমাকে একখানা কার্ড দেবেনই। দৈবের ইচ্ছায় সেই কার্ড আমি আমার আঁখির সামনে রাখলাম। এবং কার্ডে আবু সাহেবের ছবি দেখে বেজায় চমকে গেল আঁখি।

তার চোখ তাকে ঠেলে নিয়ে যায় কচি বয়সে। স্মৃতি উস্কায়। মনের মধ্যে আনাগোনা করে কত প্রায় মুছেযাওয়া ছবি ও ঘটনার প্রদর্শনী।

তৃতীয়ত, খুনের দিনে ও রাতে গেস্ট হাউসে বোর্ডারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ফলে অসংখ্য মানুষের জবানবন্দি নেবার হাত থেকে আমি রেহাই পাই।

চতুর্থত, খাপলা জাল নিক্ষেপের মতো তল্লাশি চালাতে গিয়ে মিলল এমন এমন কিছু সাবুদ, যাতে স্পষ্ট হয় যে এই ঘটনার পিছনে রয়েছে আই এস জঙ্গিদের হাত। যে অস্ত্রটা উদ্ধার হল সেটার নির্মাণ পাকিস্তানে, প্রযুক্তিতে চৈনিক। হেকলার অ্যান্ড কক জি অ্যাসল্ট রাইফেল। টেলিস্কোপিক। অর্থাৎ বহুদূর থেকেও অবলীলায় লক্ষ্যবস্তুকে চূর্ণ করা সম্ভব এর দ্বারা। পাওয়া গেল খানকয়েক ইংরেজি ও উর্দুতে লেখা হ্যান্ডবিল।

সর্বোপরি, এখানকার কাদাঠাসা ময়লা খাল থেকে উদ্ধার করা হল এক বৃদ্ধার নিথর দেহ— যিনি সম্ভবত ওই খুনিকে তার সঙ্গীদের সহ আশ্রয় দিয়েছিলেন আপন পর্ণকুটিরে। পরে উদ্দেশ্য টের পেয়ে হয়তো বকাবকি শুরু করেন। ওরা তাঁকে হত্যা করে।

পঞ্চমত, সংশ্লিষ্ট খুনি পুলিশের জালে ধরা পড়ল। প্রশ্নোত্তরের সুযোগ পেয়ে গেলাম আমি। আর সব রহস্যের সেখানেই ইতি। আবু মণিরুদ্দিন সিরাজের দিকে আঙুল আমাকে তুলতেই হল। এটাও পরিষ্কার হয়ে এল যে, কোটিপতি সিরাজ সাহেবের অট্টালিকাই বেশ কিছু ইসলামিক জঙ্গির নিরাপদ আশ্রয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু সিরাজ কেন একজন তুখোড় বন্দুকবাজ জঙ্গিকে সুপারি দিয়েছিলেন চৈতিদেবীকে নিকেশ করতে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলাম এক মর্মান্তিক ইতিহাস।

আসুন, আমরা এবার সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টাই।'

অনুত্তম পুরো এক গেলাস জল গলায় ঢালে। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মোছে। সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরায় না লেখক মামার উপস্থিতিহেতু। আবার বলতে শুরু করে, 'নিজের স্ত্রী বলে বাড়িয়ে বলছি না, আঁখির বুদ্ধি ও স্মৃতি দুই-ই ক্ষুরধার। পূর্ববর্তী আমার অনেক সাফল্যের পিছনে ওর নীরব সহায়তা বড় ভূমিকা পালন করেছে। মণিরুদ্দিনের সচিত্র আই কার্ড ওকে খুব চমকে দেয়। মন তার তখন ছুটে যায় অনেক পিছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে।

নিহত গায়িকা চৈতালিদেবী ছিলেন আঁখিরই কৈশোরের বান্ধবী। যৌবনে পা দেবার পর চৈতালি গান শিখতে শুরু করেন শহর বর্ধমানে বহুল পরিচিত সঙ্গীতশিল্পী ভীষ্মদেব চাকলাদারের নিকট।

চাকলাদার মধ্যবয়স্ক এবং বিবাহিত। অথচ তিনিই ক্রমে সাংঘাতিকভাবে মজে গেলেন ছাত্রী চৈতি বসুর রূপে ও সঙ্গীত

প্রতিভায়। দুর্নিবার সেই প্রেম কোনো বাধাকেই বাধা বলে মানতে নারাজ।

অসমবয়সী নারী-পুরুষের সেই প্রেম কতটা নিম্নগামী হয়েছিল, অনুমানের বিষয়। মনে হয়, প্রেমটা হয়তো প্রায় একতরফাই ছিল। কারণ, এটা ঘটনা যে, বর্ধমান ছেড়ে চলে যাবার আগে চৈতালি বসু রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভীষ্মদেবের নিবেদনকে।

প্রত্যাখ্যাত গানের টিচার গলায় দড়ি দিলেন। তাঁর স্ত্রীও হয়ে গেলেন নিরুদ্দেশ। তাঁদের একমাত্র ছেলে, বয়সে কিশোর, নাম রাজেশ, আশ্রয় পেল প্রতিবেশী এক মৌলবির কাছে। সেই মৌলবি রাজেশকে মুসলমান করে। রাজেশ নতুন নামও পেল— আবু মণিরুদ্দিন সিরাজ।

কলকাতায় থাকা চৈতালি এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অন্ধকারে রয়ে গেলেন। রাজেশ ওরফে আবু মণিরুদ্দিন মাদ্রাসায় প্রশিক্ষিত। কিছু ইংরেজিও জানে, কূটবুদ্ধিতে ধারালো। বর্ধমানের বাবুরবাগ এলাকা ছেড়ে সে চলে যায় পাণ্ডবেশ্বর-লাউদহ কোলবেল্ট এরিয়ায়। সেখানে সে খাদান থেকে তোলা কয়লার চোরা চালানের সঙ্গে যুক্ত হয়। পুলিশের রেকর্ড মোতাবেক জ্ঞাত হলাম। এই কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ তাকে বছর দুয়েক জেলও খাটতে হয়েছে। তবে টাকাও কামিয়েছে প্রচুর। সেই টাকার রং কয়লার চেয়েও বেশি কালো। লাউদহ ছেড়ে সে থিতু হয় নিয়ামতপুরে। নিয়ামতপুর ও আসানসোল— দু-জায়গাতেই তার পাকা ঠিকানা। হরেক কিসিমের কারবার। টাকায় টাকায় ছয়লাপ। তিনটে বিবি। তিন তালাকের সুবিধা নিচ্ছেন ষোল আনা। আপাতত সাতটা আন্ডাবাচ্চা। ওটা দেখতে দেখতে করগোনার বাইরেও চলে যেতে পারে। এহেন ব্যক্তির কাছে দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল্য শূন্যেরও নীচে। তাই বর্ডার পেরিয়ে আসা জঙ্গিদের তিনি অবলীলায় সাহায্য করতে থাকেন। ড্রাগের চোরাচালানিতেও হাত পাকাতে শুরু করে। মনের মধ্যে কিন্তু প্রতিশোধ নেবার আগুনে বাসনা ধিকি ধিকি জ্বলছে। বাবার আত্মহত্যা ও মায়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পিছনে যে সুন্দরী, সেই চৈতালি বসুকে সুযোগ পেলেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

সুযোগ এল আকস্মিকভাবে। চৈতালি বসু শিগেমাৎসু যে কলকাতায় আসছেন, তিনিটি বড় বাংলা কাগজে তা বিজ্ঞপিত হয়। আবু মণিরুদ্দিন খবর নিয়ে জানতে পারেন, গায়িকা দিনদুয়েক সংগঠকদের ব্যবস্থাপনায় অবস্থান করবেন ঈশা গেস্ট হাউসে। তখনই জনাকয়েক আশ্রিত জঙ্গির সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়ে গেল। মোটা টাকার বিনিময়ে জঙ্গিরা পাকিস্তানে চীনা প্রযুক্তিতে নির্মিত হেকলার অ্যান্ড রুক জি-৩ টেলিস্কোপিক অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছেও গেল অকুস্থলে। সেখানে তারা ঠাঁই নেবার চেষ্টা করে বৃদ্ধা সালেমা খাতুনের কুঁড়ে চালায়। বুড়ির সন্দেহ হয়, বাধা দেয় এবং পরিণামে খুনও হয়। এরপর নিকটবর্তী একটা অশ্বত্থ গাছের ডালে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে রাইফেল নিয়ে একজন জঙ্গি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে ঈশা গেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে কখন দেখা যাবে চৈতালি দেবীকে। দেখা মিলল মধ্যরাতে। গায়িকা গুলিবিদ্ধ হলেন। প্রাণ হারালেন।

বাকিটা তো আপনারা ইতিমধ্যে জেনেই গিয়েছেন।

অনুত্তম থামে।

অনেকগুলি হাত তার দিকে এগিয়ে আসছে।

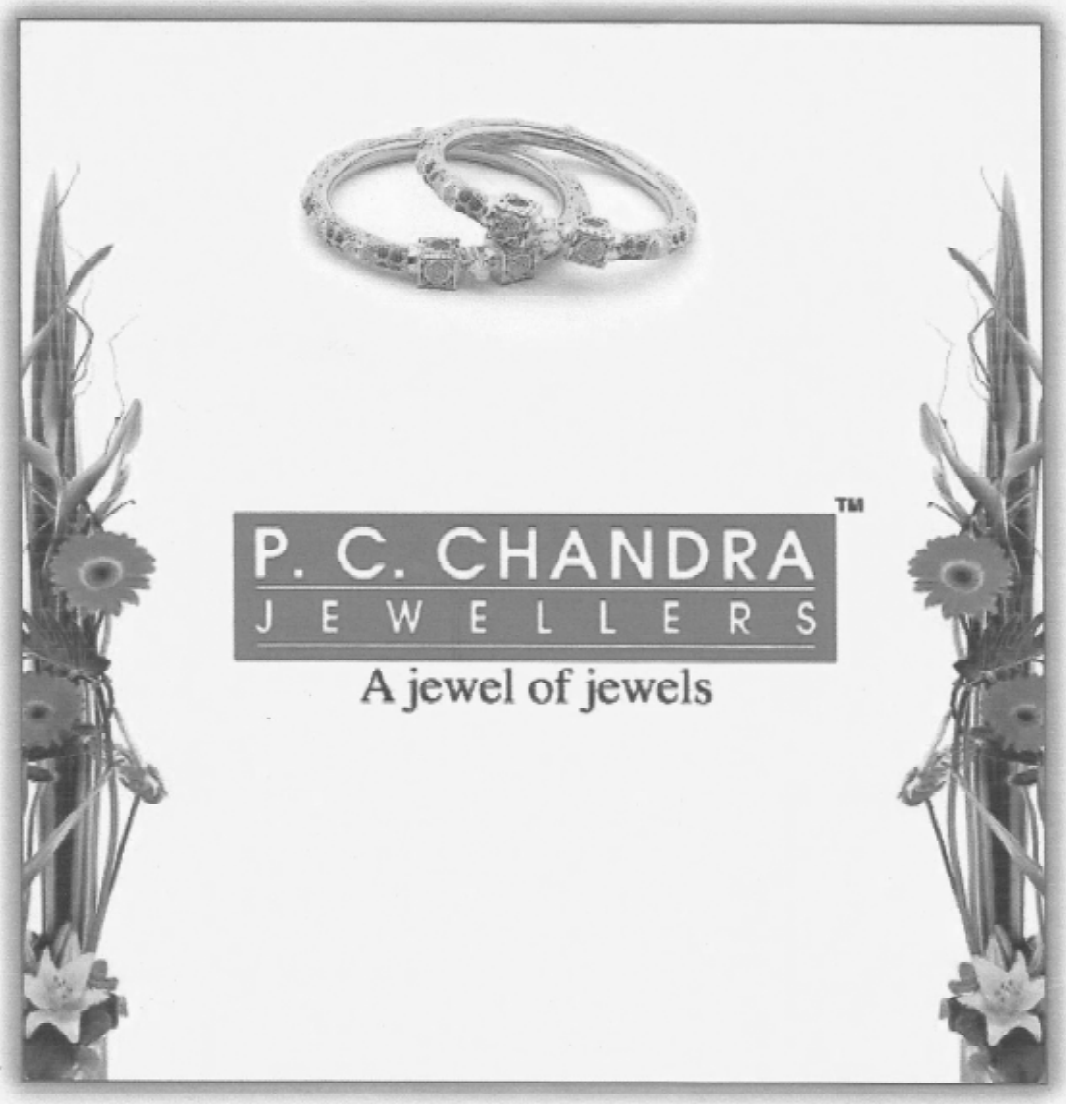

Kolkata Showrooms:Bowbazar:2227272;Gariahat :24618680; Chowringhee:22238062; Golpark : 24645370 ; Ultadanga :23554747; Barasat :25843093; Serampore :26526413; Behala :23970204; Howrah:9836211515.Baruipur: 8336923180,Hatibagan: 25330207, Sodepur: 25655251, Newtown: 25722016.

West Bengal Showrooms : Asansol :[0341]2274-331; Siliguri:[0353]2532194; Malda [03512] 256558; Burdwan :[0342]2569652; Midnapore:[03222]261996; Behrampore: [03482]259066 ; Cooch Bihar :[03582]228301; Durgapur :[0343]2588121 Chandan Nagar :26858581;Tamluk:[03228]266525; Kanchrapara:25854417 ; KrishnaNagar: [0347] 2223109,Raigunj: 0352 3244076, Jamshedpur:0657 2222126,Siuri: 07797401111,Katoa: 07407305555,Bankura: 0324 2259929

Other States Showrooms :Delhi: [011]40616364; Bangaluru :[080] 49344444 Bhubaneshwar [0674] 2380888; Agartala:[0381]2326666.,Noida : 0120 4102516 Mumbai : 022 26406030.

তদন্ত

এষা দে

অনির্বাণ পট্টনায়েকের প্রতিদিনের যাত্রাপথ, বাবার সরকারি বাসস্থান আর কে পুরম থেকে তার ন্যাশনাল ডেইলির অফিস বাহাদুর শাহ জাফর মার্গ। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার মেধাবী ছাত্র তার বাবা কটকে পড়াশুনা করে তিরিশ বছর আগে দিল্লিতে সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস পেয়ে চলে এসেছিলেন। অনির্বাণ আর তার বোন অনিন্দিতা ছুটিছাটাতে ওড়িশা গেছে। বাড়িতে বাবা-মা ছেলেমেয়ের সঙ্গে সর্বদা ওড়িয়া ব্যবহার করেন বলে গাঁয়ে গেলে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা মোটামুটি চালাতে পারে। আজ অফিস যেতে যেতে ওড়িশার কথা ভাবছে, কারণ একটা খবর, পড়া থেকে তার শান্তি নেই। অফিসে ঢুকে সোজা নিউজ এডিটারের কাছে হাজির।

‘কী ব্যাপার? ওড়িশায় ওই যে মাওবাদীরা একটা সন্ন্যাসীকে মেরেছে, ওই কেসটা একটু ইনভেস্টিগেট করব ভাবছি।’

‘কেন? ওটা তো ডেড এন্ড। ভিকটিম যদি মাইনরিটি বা দলিত হতো তো একটা পাবলিসিটি ছিল। মঠফঠ বাবাজি মোহন্ত হলে কোনো স্ক্যান্ডালের গন্ধ থাকত। প্রত্যন্ত এলাকার একটা হিন্দু সন্ন্যাসী মেরেছে, এটা বলতে গেলে নিউজই নয়। তা নিয়ে মাথা ঘামানো বেকার। বরং এই ইউ পিতে....’

‘আমি ওই ওড়িশার কেসটাই টেক-আপ করতে চাই। ওড়িশা আমার হোমস্টেট, ওখানে...’

‘বুঝেছি বুঝেছি। কিন্তু তোমার পারসোনাল ইন্টারেস্টের জন্য নিউজপেপার কেন টাইম অ্যান্ড মানি খরচ করবে?

‘কিন্তু আমি ব্যাপারটার সত্যি তদন্ত করতে চাই। জয়েন করা থেকে পাওনা অ্যানুয়েল লিভ নিইনি। জমা আছে। তার থেকে নিয়ে যদি যাই?’

‘দেখ, খবরের কাগজের চাকরিতে ছুটি পাওনা থাকলেই কি নেওয়া যায়? এ খবরটা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?’

‘দেখুন, আমি ওড়িশা সম্বন্ধে যতটুকু জানি, তাতে এরকম ঘটনা খুবই আশ্চর্যের। ওড়িয়ারা বাই নেচার অত্যন্ত নিরীহ আর শান্তিপ্রিয়।’

‘সেসব কথা ওই অস্ট্রেলিয়ান প্রিস্ট খুনের সময়ও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা তো ঘটেছে।’

‘ওড়িশা হিন্দু মেজরিটি স্টেট শুধু নয়, ওখানকার কালচার ভীষণভাবে হিন্দু, তাই মাওবাদীদের হাতে সন্ন্যাসী হত্যা আমার অ্যাকসেপ্টেবল লাগছে না। ভেতরে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।’

‘সে তো থাকতেই পারে। ঠিক আছে। যাও। শোনো, ফিরে এসে একটা রিপোর্ট দিও। তেমন ম্যাটার থাকলে আমরা দু-তিনটে ইন্সটলমেন্টে ছাপতে পারি। তাহলে টিএ-ফিএ পেয়ে যাবে।’— কতদিন ছুটি লাগবে সে নিয়ে দর কষাকষি করে দু-সপ্তাহের জন্য অনির্বাণ ওড়িশা যাবে স্থির হয়।

বাবার ক’জন আত্মীয় ও সহপাঠী যাঁরা উঁচু পদে আছেন, তাঁদের রেফারেন্স নিয়ে ভুবনেশ্বর পৌঁছে দেখে ফোনে এখানে কাজ হয় না। প্রত্যেকের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করতে হয়। প্রত্যেকের জিজ্ঞাস্য বাবার বর্তমান পদ, পরিবারের খবরাখবর। বিস্তারিত উত্তর দেওয়ার পর চা-টা। তার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনায় বিস্ময় প্রকাশ, অনির্বাণ অনায়াসে তার বাবার মতো সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় বসতে পারত, খোদ ক্যাপিটেলে বসবাস, কোচিং-টোচিংয়ের সব সুবিধা হাতের কাছে। একেবারে আই এ এস বা আই পি এস হয়ে যেত। সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল। নয়তো ইউ এস এ, কানাডায় গিয়ে ডলারে রোজগার, নিদেনপক্ষে অস্ট্রেলিয়া। সেসব কোনোটাই না করে দেশে প্রাইভেট সেক্টরে, তার ওপর খবরের কাগজে কেন, কোনো ফিউচার নেই...

অর্থাৎ যে কথাগুলো তাকে প্রায় প্রতিদিন মা-বাবার মুখে শুনতে হয়।

দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত ওড়িয়াদের ক্ষুদ্র বৃত্তে যেখানে সকলে সকলের খবর রাখে, পুত্রকন্যাদের আমেরিকা ইউরোপে বসবাস ভীষণ জরুরি। নিজেদের উচ্চপদের চাকরির চেয়েও বড় স্টেটাস সিম্বল। এই তো বিষ্ণুপদ পাত্র, রিটায়ার্ড আই পি এস, নিজে সরকারের বড় পোস্টে ছিলেন। তারপর কত কমিটি হ্যানত্যানের চেয়ারম্যান। সে সবের চেয়ে বেশি সম্মান পান তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে ইউএসএ আর ইংল্যান্ডে বসবাসের সাফল্যে। তাঁর দৃষ্টান্তে দিল্লির ওড়িয়াদের কাছে একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি। অনির্বাণের বাবা তো ‘বিষ্ণু ভাইনা’-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্বখেদে যোগ করেন, ‘নেটিভ খ্রিস্টান, হাইকাস্ট না হয়েও আমাদের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।’

অনির্বাণ সাংবাদিকসুলভ জবাব দেয়, ‘তা তো বটেই, দলিত পলিটিক্সের পাণ্ডা।’

মায়ের উঠতে বসতে ক্ষোভ তার দিদি এখানকার এম বি এ করে ইঞ্জিনিয়ার স্বামীসহ দিব্যি স্টেটসে চাকরি করছে, কেমন মস্ত বাড়ি কিনেছে, আর সে কিনা ছেলে হয়ে খাস দিল্লি ইউনিভার্সিটির প্রথম ক’জনের হয়ে পড়ে রইল দেশে। তাও আবার প্রিন্ট মিডিয়ায়! ভুবনেশ্বর রওনা হবার আগের রাতেও দিদির সঙ্গে বাবার যথারীতি আলোচনা হয়েছে। অনি ইউ এস এ-তে গেলে এখনও কীভাবে কী কোর্স করতে পারে এবং করলে তার ওদেশে কাজ করে ভবিষ্যতে গ্রিন কার্ড পেয়ে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ সম্ভব কিনা।

ভুবনেশ্বরে সেক্রেটারিয়েটে বসে মনে হয় কত চেনা, যেন তার নিজের পরিবার। এঁদের প্রত্যেকের কাছে অনেক কথাবার্তার পর স্বরূপানন্দ হত্যার খবর তুলতে হয়। প্রত্যেকের এক প্রতিক্রিয়া, আমঅ ওড়িশারে ইমিতি ঘটনা কেব্বে হেই নি। সব্বু বাহাররু ইনফ্লুয়েন্স। ন্যাশনাল প্রেস মিডিয়া, সব এ ধরনের কেস পেলে ওড়িশার বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। অনির্বাণের কাগজও কি সেই দলে! না, যথাবিধি আশ্বস্ত করার পর ঘটনাস্থল ফুলবানির কন্ধমাল এলাকায় কীভাবে যাবে, কোথায় থাকবে, কার সঙ্গে দেখা করবে মোটামুটি ছকে নিতে অনির্বাণের তিনদিন পুরো চলে গেল।

ভুবনেশ্বর থেকে বাসে কন্ধমালে। গন্তব্য দাড়িংবাড়ি, গ্রাম পংগালি।

লোকালয়ের বাইরে বনবাসী উপজাতি এলাকার গা ঘেঁষে স্বরূপানন্দ মহারাজের সদানন্দ আশ্রম। অনির্বাণ সেখানে পৌঁছে দেখে একটা ধ্বংসস্তূপ। টালির ছাদের খানিকটা রয়েছে, জানালা-দরজা সব ভাঙা, ভেতরে জিনিসপত্রের টুকরো ডাঁই করে রাখা। একটা দেওয়ালে বাঁকা হয়ে ঝুলছে কাঁচভাঙা স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। কোথাও ধর্মীয় সরঞ্জাম নেই। বাইরে বেশ বড়সড় জমিতে মাটি ওপড়ানো, ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে ছোটবড় গাছের অবশিষ্ট। যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার পরের দৃশ্য। তার সঙ্গে বিডিও অফিসের ওড়িয়া বলা এক তরুণ কর্মচারী। বনবাসীদের ভাষা তো 'কুই', অনির্বাণ বুঝতে পারবে না। তাই গাইড হয়ে এসেছে, সব দেখিয়ে টেখিয়ে দিয়ে যাবে। চারিদিকটা একবার রাউন্ড দেয়। 'স্যার, এখানে কিচ্ছু আর নেই। কোদাল শাবল খুরপি পর্যন্ত বদমাশরা নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু ওরা কি এই সামান্য চুরিডাকাতির জন্য স্বামীজীকে খুন করেছিল?'

'না-না। চুরিটা ফাউ, হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়েছে। চলুন স্যার, আপনার থাকার ব্যবস্থাটা দেখিয়ে দিই।'

কাছের পঞ্চায়েত অফিসের একটা ছোট্ট দু-কামরার বাড়ি আছে, সরকারি কেউ আসলে থাকেন। তারই একটা ঘরে তার জন্য বন্দোবস্ত হয়েছে। একটা মোটরবাইক পাওয়া গেলে ভালো হতো। যাই হোক বিডিওর কাছ থেকে একটা সাইকেল ধার নিয়ে তার নিত্য যাত্রা। প্রথম তিনদিন যত জায়গায় গেছে, যতজনকে জিজ্ঞাসা করেছে, পেয়েছে এক উত্তর, 'আমে গরিবঅ লোকঅ, আমে কিছি জানিনু।'

অনির্বাণ সাংবাদিক, নাছোড়বান্দা। একটা প্রশ্নমালা তৈরি করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যায়।

এখানে স্বরূপানন্দজীর আশ্রম ছিল? —হ্যাঁ, মাথা হেলায় উত্তর দাতা।

কতদিনের আশ্রম? —নাই জানি আইজ্ঞা।

সারাদিন কী করতেন স্বামীজী? — নাই জানি আইজ্ঞা।

তাঁর চেলা কতজন থাকত এখানে?— নাই জানি আইজ্ঞা।

কী ঘটেছিল অমুক তারিখ?— নাই জানি আইজ্ঞা।

আশ্রম থেকে কোনো আওয়াজ, চীৎকার শোনা যায়নি?— নাই।

চতুর্থদিন ক্লান্ত হতাশ অনির্বাণ। বুনো হাঁসের পিছনে ধাওয়া করে কতদূর যাবে। রেস্টশেডে সন্ধ্যায় বসে হ্যারিকেনের আলোতে নোটবইটার সাদা পাতাগুলো ওল্টায়। চারিদিক নিস্তব্ধ এরই মধ্যে। দূরে পাহাড়ের গায়ে কন্ধগ্রামের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুঁড়েগুলোর চারধারের গাছপালা অন্ধকারে জমাট বেঁধে আছে। ইন্দিরা আবাস যোজনার দু-একটা অ্যাজবেস্টাস কি টালির ছাদের সিমেন্টের মেজে ইঁটের দেওয়াল পাকা বাড়ি থেকে মিটমিটে আলোয় মানুষের বসবাস জানান দেয়। কাল বিডিওর কাছে যেতে হবে। ওডোমসটা বের করে হাতে পায়ে মুখে মাখে। বাইরে দিশি কুকুরগুলো হঠাৎ ডেকে ওঠে। খানিক আগে শেয়ালের ডাক শুনেছে। এরা কে কখন ডাকাডাকি করবে বোধহয় নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অন্ধকারে বিদেহী আত্মার মতো গলা শোনা যায়। 'স্যার, স্যার'।

'কে?'

'আইজ্ঞা মু বংশী। অর্থাৎ চৌকিদার ঝাড়ুদার রাঁধুনি থ্রি ইন ওয়ান। মুখিয়া এসেছে, দেখা করতে চায়।'

মুখিয়া, মানে গাঁয়ের মোড়ল। সে আবার পঞ্চায়েত প্রধানও বটে। 'আসতে বল।'

'নমস্কার,' প্রায় মাটিতে নুয়ে অভিবাদন। বয়স্ক পোড়খাওয়া পেটানো খাটিয়ে চেহারা। ইতঃস্তত করে জানায় স্যার অর্থাৎ অনির্বাণ বৃথা হয়রান হচ্ছে দেখে তার বড় খারাপ লাগছে, তাই এসেছে। সকলেই এখানে আশ্রমের কথা বিলক্ষণ জানে। স্বামীজী, তাঁর শিষ্যদের সকলে চিনত। কিন্তু কেউ মুখ খুলবে না।

'কেন?'

'ভয়ে।'

'কিসের ভয়? কার ভয়?'

মুখিয়া অন্ধকারে এদিক-ওদিক চায়। যেন কেউ ওঁৎ পেতে আছে তার কথা শুনবে বলে— 'জানি না।'

'এই কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল না।' নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে মুখিয়া। অপেক্ষা করে অনির্বাণও। কিছু নিশ্চয় বলবে। 'স্যার, স্বামীজী বড় ভালো লোক ছিলেন। মুখ্যু গরিব বনবাসীদের জন্য অনেক কাজ করতেন। তাদের অবস্থার উন্নতি তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল।'

অনির্বাণ অবাক হয়। উনি তো ছিলেন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর তো ভজনপূজন ধ্যান নিয়ে থাকার কথা। এসব বৈষয়িক কাজে কেন। টাকা-পয়সার অ্যাঙ্গেল আছে নাকি?

'স্বামীজীকে গাঁয়ের লোক দর্শনের জন্য প্রণামী দিত?'

জিভ কাটে মুখিয়া। 'না, না। উনি সেরকম ছিলেনই না। নেওয়া তো দূরের কথা, উনি নিজেই অন্যদের দিতেন। আশ্রমের কিছু জমি আছে। ওঁর শিষ্যরা, উনি নিজে সব ফলাতেন, কত রকমের শাক-সব্জি, ফল পনস আম্ব। প্রতিদিন একটা ঝোলা কাঁধে উনি যেতেন পাহাড়ি রাস্তা ধরে জঙ্গলের মধ্যে সব বনবাসী গাঁয়ে। এই বয়সেও। কতজনকে উনি চিনতেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভালমন্দ

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

16, N. S. Road, (4th Floor)
Kolkata-700 001
Phone : 2242 9234 / 2262-2318 / 19
Fax : 2243 2659
e-mail : info@juteonline.com

With
Best
Compliments
From-

S. K. KAMANI

KHIMJEE HUNSRAJ

Head Office : 9, Rabindra Sarani,
Kolkata - 700 073
Tel. : (033) 2235-4486 / 87 / 88
3292-4221
Fax : 2221-5638
E-mail : office@khimjee.com
Web Site : www.khimjee.com

খবরাখবর নিতেন। জ্বরজারি পেটের অসুখে বলে দিতেন কোন গাছের পাতা কি শেকড়বাকড় কীভাবে খেলে সারবে। নিজের ঝোলাতেও কিছু কিছু রাখতেন। আর রাখতেন স্লেট পেনসিল। বাচ্চাদের নিয়ে বসাতেন অক্ষর পরিচয় করাতে। আবার ছবিও আঁকতেন, মজা করেন। গান শেখাতেন, নম উৎকলজননী। একেবারে ওদের একজন হয়ে গিয়েছিলেন, একসাথে তাদের খাদ্যও খেতেন। কোনদিন জাউ, কোনদিন কন্দ কি মূল সিদ্ধ বা শজারুর মাংস। ওরাও ওঁকে দেবতা বলে মনে করত। ওঁর কথায় এই এত দূর গাঁয়ের স্কুলে ছেলেপুলে ভর্তি করত পড়াশুনা শেখার জন্য।

শুনতে শুনতে অনির্বাণ ভাবে তার মানে ভদ্রলোক ছিলেন সমাজসেবী। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পথে, মানব সেবাই ঈশ্বরসেবা। এমন লোক খুন হয় কেন।

'সবই তো বুঝলাম মুখিয়াজি। কিন্তু তাঁকে এভাবে মরতে হল কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শিষ্যদের মধ্যে কোনো রেষারেষি বা উনি মারা গেলে কে ওঁর জায়গা নেবে, এসব ঝামেলা কিছু ছিল কি?'

'না, মাথা নাড়ে মুখিয়া। সে প্রশ্নই ওঠে না। স্বামীজীর বয়স হয়েছিল প্রায় চার কুড়ি। শিষ্য চার জনের কেউ পঁচিশের বেশি নয়। একজন তো মোটে সতেরো বছরের ছিল। ওরাও তো সব মারা গেছে।'

'অ্যাঁ! চমকে ওঠে অনির্বাণ। এ খবর তো বেরোয়নি।'

'স্যার, একটা কথা বলব? এখানে কেউ মুখ খুলবে না। আপনি দিল্লি ফিরে যান। এত কষ্ট করে থাকছেন, কোনো লাভ হবে না।'

'লাভক্ষতির কথা নয়। একটা কাজে এসেছি, সেটা না করে চলে যাই কী করে?' একটু চুপ করে থেকে মুখিয়া বলে, 'আমি তাহলে যাই। নমস্কার আইজ্ঞা।'

এরা মুখে খুব বিনীত আপনি আজ্ঞে নমস্কার ছাড়া কথা বলে না। অনির্বাণ হতাশ হবে না ঠিক করে। পরদিন বিডিও সুধাকর মহান্তির কাছে হাজির।

'নমস্কার অনির্বাণবাবু। এতদূর রাস্তা সাইকেল ঠেঙিয়ে এলেন। বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?'

এর আগের দিন প্রথম সাক্ষাতে যথারীতি দিল্লিতে ওড়িয়াদের কে কোন উঁচু পদে আছে, বিষ্ণুপদ পাত্র স্যার তো বিরাট লোক সেখানে, এখন কীসের চেয়ারম্যান, অনির্বাণের পারিবারিক অবস্থান, সে কেন জার্নালিজমে এসেছে, ইত্যাদি আবশ্যিক আলোচনা সুধাকর মহান্তি সেরে ফেলেছেন। অতএব আজ সরাসরি প্রশ্ন। অনির্বাণ জানায়, গাঁয়ের লোকেরা মুখে কুলুপ এঁটেছে। ওরা ভয় পাচ্ছে।

সুধাকর গম্ভীর হয়ে যান, 'দেখুন, এটা পুলিশ কেস, আমি বিডিও হয়ে কী বলব? তবে আপনি দিল্লির একটা ন্যাশনাল ডেলি থেকে এসেছেন, তার ওপর নিজে ওড়িয়া। আনঅফিসিয়ালি বলছি, ব্যাপারটা মোটেই একটা ছুটকো মার্ডার নয়। রীতিমতো প্ল্যান করে স্বামীজী আর তাঁর শিষ্যদের খুন করে আশ্রম ভেঙেচুরে একটা মেসেজ লোকালদের পৌঁছানো হয়েছে।'

'সে তো পরিষ্কার। কিন্তু মেসেজটা কী? স্বামীজী তো সোশ্যাল ওয়ার্ক করতেন, কোনো বাজে ধান্ধা ছিল না, সেটা সবাই স্বীকার করে। তাহলে?'

'একটা কাজ করা যাক। আমার দাদার ভায়রাভাইয়ের ভাগ্নে এসডিপিও গৌতম মহাপাত্র। আমি আগামীকাল সাবডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে একটা ট্যুর রাখছি। আমাদের সবসময়েই কিছু না কিছু কাজ থাকে। আপনি সঙ্গে চলুন। আলাপ করিয়ে দেব। দাঁড়ান দেখে নি ও আবার থাকবে কিনা।' ফোনফান। হ্যাঁ, থাকবে।

অনির্বাণ সুধাকরের অফিস থেকে বেরয়। পাশে সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে তার বাহনটি তালা খুলে বের করতে গিয়ে মনে হয় কে যেন পিছনে দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা, খালি গায়ে ধুতির খুঁট জড়ানো বুড়ো তার দিকে চেয়ে। 'কী চাই, কিছু বলবে?'

'আইজ্ঞা মু বুঢ়া লোক, কন কহিবি।'

'তাহলে এমন ভাবে চেয়ে আছ কেন?'

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বুড়ো ফিসফিস করে বলে, 'আইজ্ঞা, বড্ড অন্যায় হেই গলা। মোর নাতিটাকু মারি দেলে। মু সহি পারু নাই।' চোখে কাপড়ের খুঁটটা দেয়। তাকে নিয়ে পড়ে অনির্বাণ। কে তার নাতি, কীভাবে মারল, কেন সইতে পারছে না। শোনে, ঠিক নিজের নাতি নয়, তার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের পৌত্র। একঠাঁই খাওয়া শোওয়া সকলের, নিজেরই মতো।

অনির্বাণ বুড়োকে ধরে অফিস বিল্ডিংয়ের পিছনে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। 'এবার বল তুমি কে, কী হয়েছিল?'

বুড়ো নিজে কন্ধ উপজাতি, বহুকাল বিডিও অফিসে ঝাড়ুদারের কাজ করছে, তাই ওড়িয়া শিখেছে, নাম বিশাই মাঝি। নাতির নাম কানু মাঝি, বয়স মোটে সতেরো। ছোটবেলা থেকে স্বামীজীর খুব ভক্ত, আর পাঁচটা ছেলেপুলের মতো বনজঙ্গলে ঘোরা, কি শিকার বা নাচগানে একদম মন ছিল না, আশ্রমে থাকত। বাড়িতেও আপত্তি হয়নি, একটা ছেলে না হয় ভগবানের কাজে লাগবে, হ্যাঁ, ভগবানের কাজই করত ওরা। স্বামীজী তো তাই শেখাতেন। বছরে ক'মাস সামান্য চাষবাস, বাকি সময় সারাদিনে

জঙ্গলে কাঠকুটো দুটো কুড়োনো, হাতের কাছে 'বরা' বা কোনো জানোয়ার পেলে মেরে আনা, ব্যস মহুল খেয়ে খেয়ে নাচগান ফূর্তি, এসব ঠিক নয়। বনবাসীদের চালচলন বদলাতে হবে। মরদরা সারা বছর কিছু না কিছু ফলাতে শিখবে, হাতের কাজ করবে। দিনে আট ঘণ্টা খাটবে। মেয়েরা রাঁধতে শিখবে, ছেলেপুলের যত্ন শিখবে, যাতে এত অসুখবিসুখে না মরে। ভগবানের এটাই বিধান, স্বামীজী বলতেন। অনির্বাণ শুনতে শুনতে ভাবে স্বামীজীর ভগবান পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে শিকার থেকে কৃষিসভ্যতায় উন্নীত করতে ভাল কায়দা ধরেছিলেন। আদিম মানুষটি এত কথা গুছিয়ে বলছে কী করে। হয়তো নিরক্ষরদের হাজার বছর ধরে মুখে মুখে ঘটনা বর্ণনা মজ্জাগত অভ্যাস।

'এসব তো ভাল কাজ। তাতে খুন কেন?'

'সইল না,' ফিসফিস করে বলে বিশাই, 'সইল না।'

'কার সইল না?'

'অন্যদের, যাদের ভগবান আলাদা।'

ও হরি, এটা দক্ষিণ ভারতে শাক্তবৈষ্ণব লড়াই গোছের কেস। শুনেছে বটে কন্ধরা মূলত দ্রাবিড়গোষ্ঠীর জনজাতি। কিন্তু এত হিংস্র! এত সংগঠিত! সেইজন্য মাওবাদী তকমা?

'একদিন রাতেরবেলা শত শত লোক আশ্রম ঘিরে ফেলে দরজা ভেঙে স্বামীজীকে দা দিয়ে কোপাতে থাকে, আমার কানু, আরও তিনজন শিষ্য, সকলের শরীর ফালা ফালা করে রক্তগঙ্গা দিয়ে জিনিসপত্র জমির ফসল সব ধ্বংস করে চলে গেল।'

বুড়ে কাঁদতে কাঁদতে যোগ করে, 'কোনো বিচার হল না। একজনকেও পুলিশ ধরেনি। আপনাকে মিনতি করছি, কিছু করুন। একটা দেবতার মতো মানুষ আর আমাদের কচি কচি ছেলেগুলোকে এভাবে শেষ করে দিল। আপনারা ব্রাহ্মণ করণ খণ্ডায়েত সব উঁচু জাত, হাকিম দারোগা লোক, আমরা গরিব জংলি কন্ধরা মরিবাঁচি কারো আসে যায় না।'

অনির্বাণ বিশাইর হাত ধরে, 'তুমি ভেবো না, আমি কিছু একটা করব।'

কাছেই বাজার, মানে গোটা কয়েক দোকান, দুটো চায়ের, একটা পান-বিড়ি, সিগারেট, আর একটাতে ওড়িশার স্ট্যান্ডার্ড স্ন্যাক্স, 'বড়া'। কলাইর ডাল বাটা দিয়ে চ্যাপ্টা করে গড়া, মাঝখানে গোল গর্ত, ছাঁকা তেলে সুন্দর ভাজা দইবড়া সাইজের, সঙ্গে জলের মতো দইয়ের 'পাচরি' বা রায়তা। দোকানির সসম্ভ্রমে প্রশ্ন, 'বাবু বাহাররু আসিছন্তি? কৌঠু?' দিল্লি, শুনে আরও সম্মানপ্রাপ্তি, কাঠের বেঞ্চিটা ময়লা গামছা দিয়ে বুলিয়ে বলে, 'আইজ্ঞা বসন্তু।' টাটকা ভাজা বড়া ক'টা এবং স্পেশাল বেশি দুধচিনি দেওয়া চা। শ্রীমান বংশীর হাতে ভাত অড়হর ডাল আলু / বেগুনের ভর্তা রসুন পেঁয়াজ দিয়ে কুমড়োর/ঝিঙের তরকারি ক'দিন দুবেলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়ার পর বড়া যেন অমৃত। পেটের সঙ্গে মাথার কী নিবিড় যোগ। ডেরায় ফিরতে ফিরতে অনির্বাণের হতাশা উধাও। কেসটার রহস্য ভেদ না করে সে ওড়িশা ছাড়বে না।

পরদিন পিঠ্ঠু ব্যাগে রাত্রিবাসের উপযোগী সরঞ্জাম প্যাক করে নেয়। বলা যায় না লাগতে পারে, রেডি থাকা ভালো। বিডিও অফিস থেকে জিপে ঘণ্টা দুয়েকের পথ মহকুমা শহর। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা বারোটা। অনির্বাণের কী সৌভাগ্য, এস ডি পি ও তরুণ আই পি এস অফিসার গৌতম মহান্তি অন্যদের মতো সাতকাহন শুনতে চাইলেন না। প্রথমেই এক্কেবারে মূল প্রশ্নে, 'আপনি নিউজ ফিচার করবেন স্বরূপানন্দ মার্ডার নিয়ে? আমরা কিন্তু অফিসিয়ালি ইনভেস্টিগেশনের স্টেজে আছি, কোনো প্রেস রিলিজ দেওয়া যাবে না।'

'আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনার কাছ থেকে আমি নিউজ চাইছি না। শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি যা ইনফরমেশন জোগাড় করেছি, তাতে দেখছি স্বামীজী সত্যি সমাজসেবাই করতেন, খুব রেসপেক্টেডও ছিলেন। এমন মানুষকে একটা ভায়োলেন্ট ক্রাউড এসে তাঁকে চেলাসহ কুপিয়ে খুন করে আশ্রম ভাঙচুর করে দিয়ে গেল। এরা নাকি মাওবাদী। সমস্ত কাণ্ডটায় মোটেই মাওবাদী স্টাইল নেই। সবটাই খুব রহস্যজনক।'

মৃদু হাসলেন এসডিপিও। 'আপনি জার্নালিস্ট মানুষ, আসল গণ্ডগোলের জায়গাটা ধরে ফেলেছেন। এখান থেকে ৪৫ মাইল দূর স্বরূপানন্দের নিজের গাঁ, কম্পাদি। হ্যাঁ, উনি লোকাল। আপনাকে ওঁর পরিবারের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিছু ক্লু পেতে পারেন। তারপর আপনি কীভাবে ঘটনাটা রিকনস্ট্রাক্ট করবেন সেটা আপনার মর্জি।' একটা স্লিপে ঘসঘস করে ক'টা নাম লিখে চিরকুটটা বাড়িয়ে দিলেন। অনির্বাণ উঠে দাঁড়ায়, 'মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এখনই বেরিয়ে পড়ি। কী ভাবে যাব বলুন তো!'

'এখন গেলে সময় পাবেন না পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। বরং কাল সকালে স্টার্ট করুন। আমি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিই। আপনি কাগজ থেকে টি-এ পাচ্ছেন তো?'

অনির্বাণ অস্পষ্ট ঘাড় নাড়ে। তার তদন্ত যে ঠিক কাগজের পক্ষ থেকে নয়, তার নিজের শখে, সেটা ওড়িশার মাটিতে পা দেওয়া থেকে চেপে আছে।

'আজ রাতটা আপনার এখানে থাকার বন্দোবস্তও হয়ে যাবে। আমার ওখানে ডিনার খান। বিশেষ আয়োজন অবশ্য

করতে পারব না।'

'আরে আপনি এত করতে যাবেন না, আমার অস্বস্তি হচ্ছে। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।'

'এখানে তেমন জায়গা নেই। তাছাড়া আমি একলা থাকি, কেউ এলে ভাল লাগে। একটু বাইরে অপেক্ষা করুন। একটা রেভেনিউ রেস্টশেড আছে, এসডিওকে বলে সেখানে রিজার্ভেশান করিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমার লোক আপনাকে নিয়ে যাবে।'

'খুব তাড়া নেই। তার মধ্যে আমি একটু কাছারিতে ঘোরাঘুরি করি। আপনার লোকটি যেন ওখানে থাকে।'

কাছারি এখানে, কোর্টও থাকবে। হ্যাঁ, উকিলদের মার্কামারা সাদা পোশাক চায়ের স্টলের উল্টো দিকে মস্ত বটগাছের তলায় উঁকিঝুঁকি মারছে। অনির্বাণ ধীরে সুস্থে এগোয়, যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। সমবেত বিস্ময়সূচক চাহনি, সে যে লোকাল কেউ নয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে সকলে বুঝে গেছে। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক একটু দূরে একলা দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছেন। অনির্বাণও উল্টো দিকের চায়ের দোকান থেকে একটা চা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। দুজনে কিছুক্ষণ নীরব। গরজ অনির্বাণের। কাজেই যেচে আলাপ করে, 'আপনি এখানেই প্র্যাকটিস করেন?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়েন ভদ্রলোক। অনির্বাণ অপেক্ষা করে। চায়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বলেন, 'আপনি কি ওড়িয়া? কোথা থেকে আসা?'

'দিল্লি।'

'কাজে?'

'হ্যাঁ।'

'সরকারি?'

'না, প্রাইভেট।'

'ও। এখানে রিলেটিভ কেউ আছে বুঝি?'

'ঠিক রিলেটিভ নয়। চেনাজানা। কাম্পাদি গাঁয়ের সনাতন মহাপাত্র ফ্যামিলি।'

এবার ভদ্রলোক ওকে ভাল করে চেয়ে দেখেন। 'কম্পাদি গাঁয়ের সনাতন মহাপাত্র মানে ওই স্বরূপানন্দজীর ভাইপো? ভেরি শকিং ঘটনা, জানেন তো? অনির্বাণ নীরবে মাথা হেলায়। 'ভাবুন, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, নিজের দেশে নিজের এলাকার মানুষজনকে পিতৃপুরুষের ধর্ম অনুসরণ করতে

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212

2nd Floor, Kolkata - 700 001

Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782

Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81

Email : saraogiudyog@eth.net

www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

S. N, Kejriwal

বলছেন বলে খ্রিস্টানদের হাতে খুন হলেন। এই আমাদের স্বাধীন হওয়া?'

বিস্মিত অনির্বাণ প্রশ্ন করে, 'ওঁকে তো মাওবাদীরা মেরেছে। খ্রিস্টান এল কোথা থেকে?'

'এখানে খ্রিস্টানরাই মাওবাদী। যারা হাজার হাজার বছর ধরে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারেনি, তারা রাতারাতি অন্য ধর্ম নিয়ে ভাবে আমি কী হনু। তারপর দেখে যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে, তখন 'হিন্দু' স্টেটের দোষ ধরে। এখান থেকে ঝাড়খণ্ড রেড করিডর তো এরাই তৈরি করেছে।'

ততক্ষণে আরও দুজন উকিল এগিয়ে এসেছেন। 'এদের অত্যাচারে আমরা এই দাড়িংবাড়ি এলাকার মাইনরিটি হিন্দুরা তটস্থ হয়ে থাকি।'

আর একজন জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি প্রেসের লোক?'

'হুঁ', বিশদে যায় না অনির্বাণ।

'একটু ভাই হাত খুলে লিখুন।' বয়স্কটির দিকে চেয়ে বলেন, 'ভাইনা আপনি এঁকে লিড দিন না।'

সিনিয়র উকিলটি পরামর্শ দিলেন শহরের খ্রিস্টান ছাত্রদের একটা মেস আছে। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু কৌশল করে কথাবার্তা বলতে। মেসবাড়ির ডিরেকশনটা ভাল করে বুঝে নিতে নিতে অনির্বাণ দেখে এসডিপিও-র অফিস থেকে তার দিকে একটি লোক আসছে। রেভেনিউ রেস্টশেডে তার সঙ্গে গিয়ে স্থিতু হয়। সন্ধ্যায় সাহেবের ওখানে সেই এসে নিয়ে যাবে।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে বেরোয়। একটা সাইকেল রিক্সা করে মিনিট পনেরোয় এসে যায় একটা পুরনো বাড়িতে। সাইকেল রিক্সাটাকে অপেক্ষা করতে বলে নামে। বাইরে দেওয়ালে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি 'প্রভু আমার চালক।' তখন প্রায় সন্ধে। বেশ ক'জন যুবক ইতঃস্তত ছড়িয়ে। অচেনা বহিরাগত দেখে এগিয়ে আসে। অনির্বাণ তার সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে জানায়, কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। এ ওর মুখের দিকে চায়। 'কী ব্যাপারে?'

'আমরা একটা সার্ভে করছি, দেশে মাইনরিটিদের অসুবিধা নিয়ে। আপনারা খ্রিস্টান, মাইনরিটি হিসাবে কোনো প্রবলেম ফেস করেন বলে মনে হয়?'

আমতা আমতা করে জনা দুয়েক ছেলে বলতে থাকে, 'না, তেমন কোনো প্রবলেম নেই, আমরা এখানে মেজরিটি।'

হঠাৎ তৃতীয় জন বলে ওঠে, 'তবে হিন্দু ফ্যানাটিকরা কিছু কিছু ট্রাবল্ দিচ্ছে।'

তাকে খপ করে ধরে অনির্বাণ, 'একটু ডিটেলস দেবেন?'

'এই দেখুন না, পাংগোলি গাঁয়ে ওই স্বরূপানন্দজীর কাণ্ডকারখানা। কী করছিলেন জানেন? কন্ধদের খেপাচ্ছিলেন। বোঝাচ্ছিলেন, তারা যে হাজার বছর ধরে মাটির দেবীকে পুজো করে এসেছে, আকাশ জল গাছপালার আত্মা আছে ভেবেছে, সেসব ঠিক কাজ। কী রকম ভুল বোঝানো ভাবুন। তাতে অনেক খ্রিস্টান কন্ধ ফিরে গেল বাপদাদার অন্ধ কুসংস্কারে। এখানে নতুন করে কেউ খ্রিস্টান হতে চাইছে না। ফাদার প্রভুর বাণী প্রচার করতে এলে কেউ শুনতে যায় না, শুধু তাই নয়, খ্রিস্টানদের সঙ্গে টাকাপয়সা লেনদেন পর্যন্ত বন্ধ। বলুন, এটা কি ঠিক?'

'সত্যি চিন্তার কথা। তাই কি উনি খুন হলেন?'

'খুনটুনের ব্যাপার আমরা কিছু জানি না। তবে বাইরে থেকে লোকটোক আসে। এই তো ডিভাইন লাইফ থেকে নিয়মিত খোঁজখবর করে, — চতুর্থজন জানায়।

'ডিভাইন লাইফটা কী ভাই?'

'ইউ এস এ থেকে পরিচালিত আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান সংস্থা। খ্রিস্টানদের সুখদুঃখ দেখাশুনা করে।' সোৎসাহে জানায় পঞ্চম জন। তা অনির্বাণ কোথায় উঠেছে, কোন কাগজে আছে ইত্যাদি বেকায়দায় জেরা শুরু হতেই অনির্বাণের পিঠটান। 'মেনি থ্যাংকস, তাড়া আছে, এসডিপিও সাহেব অপেক্ষা করছেন।'

সরকারের নাম তোলা মাত্র সবাই বিনয়ে গদগদ হয়ে বিদায় দেয়।

রাতে এসডিপিও-র বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে মুরগির ঝোল দেখে অনির্বাণ আর কথাটথার মধ্যে যায় না। বুভুক্ষুর মতো হামলে পড়ে। খানিক বাদে পেট একটু ভরলে শুরু করে। 'আচ্ছা মিস্টার মহান্তি, কন্ধদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের কোনো বিরোধ আছে?'

'দেখুন, কন্ধরাও তো অনেকে খ্রিস্টান। আসলে বিরোধটা কন্ধ উপজাতি আর তপশিলি পানা জাতির। মানে আদিবাসী আর দলিত হিন্দুদের মধ্যে। খ্রিস্টান মিশনারিরা আসার বহু শত বছর আগে থেকে। পানারা সমাজে খুব আনপপুলার, তাই ওরা খ্রিস্টান হয়ে ওপরে উঠতে চায়। অসম্ভব চতুর।'

মুরগির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে অনির্বাণ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, ডিভাইন লাইফ সংস্থাটা কী?'

'বাহ্, আপনি তো অনেক দূর এগিয়েছেন। অফিসিয়ালি এনজিও, আনঅফিশিয়ালি খ্রিস্টান মিলিট্যান্ট অর্গানাইজেশন। পিছনে বিগ পাওয়ার্স, যারা এখনও ইন্ডিয়াকে স্বাধীন স্টেট মনে করতে অপারগ এবং ডিস্টেবিলাইজ করতে চায়।'

'তাহলে সরকার সমানে মাওবাদীদের নামে দোষ চাপিয়ে যাচ্ছে কেন?'

'কমিউন্যাল অ্যাঙ্গেলটায় জোর না দেওয়া আমাদের পলিসি। তাছাড়া ব্যাপারটা বেসিক্যালি এক, ইন্ডিয়ান

স্টেটের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি।'

পরদিন সকালে গৌতমের পাঠানো গাড়ি নিয়ে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছায় কাম্পাদি। ভেতরে পাকা রাস্তা নেই। গাড়ি থেকে নেমে অনির্বাণ হাঁটতে হাঁটতে চলে। পাঁচমিশেলি ঘরবাড়ি। মহাপাত্র পরিবার সুপরিচিত। নাম করতেই ডিরেকশন পাওয়া গেল। ইঁটের তৈরি মাঝারি সাইজের পুরনো বাড়ি, মোটা মোটা কাঠের দরজা জানালা। তার শেকল খটখটানিতে সার্ট-প্যান্ট পর বছর পঁয়তিরিশের এক তরুণ বেরিয়ে এলেন। তিনি সনাতন মহাপাত্রর পুত্র সিদ্ধার্থ, স্বরূপানন্দজী সম্পর্কে তাঁর জেজাবাপা, আসলে ঠাকুরদার সবচেয়ে ছোট ভাই। তাঁর বাবা গত হয়েছেন অকালে, চার পিসি যে যার শ্বশুরবাড়ি... বাধা দিয়ে স্বরূপানন্দের কথায় আসে অনির্বাণ। তিনি সংসার ত্যাগের পর আর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। তবে পরিবার তাঁর খবর রেখেছে। বালক সিদ্ধার্থ বাবা ও ঠাকুরদার সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে গেছে, তিনি তাদের পাবলিকের মতো দেখেছেন, অর্থাৎ সম্পর্ক স্বীকার করেননি।

অনির্বাণ দমে যায়। এসব তথ্যে তার কী হবে।

'আপনি তাহলে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না?'

'দেখুন, উনি পরিবারের গর্ব, পুরো অঞ্চলে হাইলি রেসপেক্টেড। আমি ছোটবেলা থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার গল্পই বারবার শুনে এসেছি। ওটা ফ্যামিলিতে, এ গাঁয়ে কিংবদন্তী।

হতাশ বোধ করে অনির্বাণ। যাই হোক, শোনা যাক।

স্বরূপানন্দজীর পূর্বাশ্রমে নাম ছিল অভয়। শৈশব থেকেই খুব মেধাবী। পরিবারে তিনি প্রথম কটকে র‍্যাভেনশ কলেজে পড়তে যান। সেখানে দেখেন গাঁয়ের এক পানঅ খ্রিস্টানও রয়েছে। মিশনারিদের মদতে লেখাপড়া করছে। উনি বিএ পাশ করে গঞ্জামে সরকারি স্কুলে কাজ নেন। ওখানে একদিন কাগজে দেখেন তাঁর ওই সহপাঠী অল ইন্ডিয়া সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছে। জানেন তো, ওড়িশায় ব্যুরোক্রেসি খুব সম্মানের চাকরি। স্কুলে অন্য টিচারদের কাছে শোনেন ওই ক্লাসমেট নাকি তপশিলি জাতির কোটায় চাকরি বাগিয়েছে। যদিও সে খ্রিস্টান। সকলে এ নিয়ে উত্তেজিত, জেনুইন গরিব তপশিলিরা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের পক্ষ নিয়ে অভয় একটা কমপ্ল্যান সরকারকে পাঠালেন, ব্যক্তিটি জাতের কোটায় চাকরি পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, খ্রিস্ট ধর্মে জাতিভেদ নেই, তাঁর পুরো পরিবার খ্রিস্টান এবং অভয়ের গ্রামের, অতএব প্রচুর সাক্ষী মজুত। তাঁর নালিশ গৃহীত হলো। দিল্লি থেকে স্টেটকে অর্ডার দিল এনকোয়ারি করতে।

এই পানঅ এত চালাক, কী ব্যাখ্যা দিল জানেন? বলল সে আদতে হিন্দু, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সময় তাই তপশিলি জাতি পানঅ হিসাবে রিজার্ভেশনের বৈধ দাবিদার। পরীক্ষায় সফল হয়ে চাকরিতে জয়েন করে সে এক খ্রিস্টান মহিলাকে বিয়ে করার জন্য খ্রিস্টান হয়। তাই বর্তমানে খ্রিস্টান। সরকার সবই বুঝল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ওড়িয়া একজন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস পেয়েছে। নেগেটিভ রিপোর্টে তার চাকরি যাবে। তার জায়গায় আর একজন ওড়িয়া আসবে এমন গ্যারান্টি নেই। কাজেই সরকার অভিযুক্তের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করে দিল্লিকে রিপোর্ট দিল। খ্রিস্টানটা পানঅর কোটাতে দাপিয়ে চাকরি করতে থাকে।

এদিকে কেসের কথা জানাজানি হয়ে গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে চাউর হয়ে গেছে। খ্রিস্টান হিন্দু কথা কাটাকাটি লেগেই থাকে। সব চুকে যাওয়ার পরও। গরমের ছুটিতে অভয় গাঁয়ে এলে এক সন্ধ্যায় পানঅ খ্রিস্টান ক'জন ছোকরা তাকে বেধড়ক মার দিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে। গাঁয়ে বেশিরভাগ বর্ণহিন্দু। তারা কড়ে আঙুলটিও নাড়ল না। বনের কন্ধরা তাঁকে বাঁচায়। অনেকদিন লাগে সারতে। বাড়িতে পাড়ায় সকলে বলে, এখানে খ্রিস্টানদেরই জোর, তার ওপর পানঅটা বড়ো সরকারি চাকুরে হয়েছে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা মুর্খামি।

সুস্থ হয়ে অভয় স্থির করেন উচ্চবর্ণের কোনো চরিত্র নেই। তারা ধর্মরক্ষার চেয়ে নিজেদের স্বার্থ বড়ো করে দেখে। নিম্নবর্গ, যারা প্রান্তিক তাদের গড়ে তুলতে হবে হিন্দু জাগরণে অংশীদার হিসাবে। কাউকে কিছু না বলে একদিন গৃহত্যাগ করেন। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেপাত্তা হয়ে যান। কয়েক মাস পরে মহারাষ্ট্রের কী একটা আশ্রম থেকে দু-লাইনের পোস্টকার্ড আসে— 'আমি সন্ন্যাস নিয়েছি, অভয় মহাপাত্র নামে আর কোনো ব্যক্তি নেই।'

এ গল্পের সঙ্গে স্বরূপানন্দজীর খুনের সম্পর্ক কী! বিরক্ত বোধ করে অনির্বাণ। এতদূর পকেট থেকে খরচাপাতি করে আসাটা বেকার গেল! 'উনি তারপর কী করলেন?'

'দেখুন, ডিটেইলস জানা নেই। তবে অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশের নানা উপজাতি এলাকায় থাকতেন। মধ্যপ্রদেশে থাকার সময়ই একবার ঠাকুরদা ও বাবারা দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমি সঙ্গে ছিলাম। কাউকে উনি রেকগনাইজ করেননি। সত্যি সংস্যারত্যাগী ছিলেন। কন্ধমালে এসেছেন সম্প্রতি। এবং তার পরই কাণ্ডটা ঘটল।'

‘আচ্ছা, অন্য জায়গায় ওঁর ওপর কোনো হামলাটামলা হয়েছিল?’

‘কখনো তো শুনিনি।’

‘আপনি কি গাঁয়ে থাকেন?’

‘না, আমি গঞ্জামে পোস্টেড, ওড়িশা স্টেট সার্ভিসে আছি। এই খুনের ব্যাপারে ছুটি নিয়ে এসেছি। উনি পরিবার ত্যাগ করলেও পরিবার তাঁকে ত্যাগ করেনি। খুনির শাস্তি চাই।’

‘রাইট, দ্যাটস্ দ্য স্পিরিট। আপনার অনেক সময় নিলাম। মেনি থ্যাকস্ ফর ইয়োর কোঅপারেশন।’

খানিকটা হতাশ হয়েই অনির্বাণ সোজা পংগালিতে ফেরে। বংশীকে রাতের খাবার আয়োজন করতে বলে নোটবই নিয়ে বসে। এখানেই ঘটনাটা ঘটল। যদিও উনি সর্বত্র একই সমাজসেবা ধর্মরক্ষা নির্বিঘ্নে করে এসেছেন বারবার। সাধারণ বিদ্বেষকে কেউ বিশেষভাবে উস্কে রীতিমতো প্ল্যান করে সব জিনিসটা ঘটিয়েছে? কে সে? কার এত আক্রোশ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি, কারই বা এত ক্ষমতা? পরদিন গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় অনির্বাণ। মুখচেনাদের সঙ্গে ফালতু আলাপে মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে। মুখিয়ার সঙ্গে দেখা।

‘নমস্কার আইজ্ঞা। ঘুরছেন? আশপাশে জঙ্গল দেখেছেন? দিল্লিতে এমনটি পারবে না। যাবেন?’

‘বেশ তো যাওয়া যাক।’

অতঃপর পরদিন সকালে দুটি সাইকেল নিয়ে যাত্রা। সত্যি এমন সুন্দর প্রকৃতির সৃষ্টি। রকমারি গাছগাছালি ফার্ন লতা শহুরে জীব অনির্বাণ আগে দেখেনি। গরম একেবারে নেই। আসলে পাহাড় জঙ্গলের রাজ্য কন্ধমাল। মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট কন্ধ গাঁ।

‘বেশ বসতি আছে জঙ্গলের ভেতর।’

‘হ্যাঁ, একটা মিশনও আছে, চার্চ

আছে। যাবে দেখতে?’

‘নিশ্চয়।’

জঙ্গলের গভীরে ছবির মতো একটি ছোট্ট চার্চ, সঙ্গে বড় কম্পাউন্ড ও মিশন হাউস। সব ইঁট সিমেন্টের পাকা বাড়ি। মুখিয়া জানাল, ফাদার এখানেই থাকেন। না সাদা ফাদার নন, কালো তেলেঙ্গা। তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে অনির্বাণ কাঠের গেটটা খুলে ঢোকে। দরজার বাইরে ঝোলা লম্বা দড়িতে টান দিতেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। সনাতন কলিং বেল বাজায়। সার্ট প্যান্ট পরা এক দক্ষিণী ভদ্রলোক খুললেন।

‘ফাদার?’

‘ইয়েস। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?’

‘আমি একটা রিসার্চ প্রজেক্টে এসেছি দিল্লি থেকে। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে চার্চটা দেখে খুব ভালো লাগল। তাই কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়লাম।’

‘ইউ আর ওয়েলকাম, ভিতরে আসুন।’

পরিচ্ছন্ন অফিস। দেওয়ালে বোর্ডে খ্রিস্টান জগতের খবরাখবরের বুকলেট লিফলেট সাঁটা। অনির্বাণ কাছে গিয়ে নামগুলো পড়ে। আরে, এই তো ডিভাইন লাইফের নিউজ লেটার।

‘আপনি কি আমাদের গোষ্ঠীর?’

‘না। ফাদার। তবে আমি সিমপ্যাথাইজার। আচ্ছা, এই ডিভাইন লাইফের ইন্ডিয়ান ব্রাঞ্চ নেই?’

‘আছে, বই কি! খুব অ্যাক্টিভ। দিল্লিতে ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টারের মস্ত এস্টাব্লিশমেন্ট। ওখান থেকে সারা দেশে কাজ পরিচালিত হয়। আমাদের এই লোকালিটিতেই খুব স্ট্রং।’

‘অনেক প্রশংসা শুনেছি। আচ্ছা ফাদার, কে চার্জে ইন্ডিয়ান চ্যাপ্টারের?’

‘মিস্টার বিষ্ণুপদ পাত্র, রিটায়ার্ড আই পি এস। নামকরা স্কলার। ওড়িশার মারজিনাল পিপলের ওপর একজন অথরিটি। ইন্ট্রেস্টিংলি উনি এই কন্ধমালেরই সন্তান। কম্পাদি গাঁ। উনি প্রথম ওড়িশা ক্রিস্টান, অল ইন্ডিয়া সার্ভিস পেয়েছিলেন। মিশনই ওঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল কটকের ফেমাস র‍্যাভেনশ কলেজে...’

ধাঁধার উত্তরটা মিলে গেল...

অনির্বাণ দিল্লি এয়ারপোর্টে নেমে সোজা অফিসে যায়। নিউজ এডিটর সহাস্যে বলেন, ‘স্টোরি কই?’

নীরবে কাগজটা টেবিলের ওপর রাখে— ‘পড়ে দেখুন।’

বাড়ি গিয়ে স্নান করে মায়ের অনুযোগ (গিয়ে অবধি পৌঁছানো ছাড়া আর খবর নেই। আগে জানলে ননভেজ কিছু রান্না করতাম।) শুনতে শুনতে মায়ের হাতের ভাত ডালমা আর সাঁতলা খায়। যেন অমৃত। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে। মোবাইলের ডাকে ঘুম ভাঙে।

‘অনির্বাণ? শোন, স্টোরি তো দারুণ, তবে ছাপা যাবে না। জাস্ট নিউজ এল, বিষ্ণুপদ পাত্র রাজ্যসভায় এম পি নমিনেটেড হয়েছেন। দলিত নেতা ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে।’

অনির্বাণ ভাবে শেষ পর্যন্ত দিদির ইউ এস এ যাওয়ার প্রস্তাবটায় রাজি হতে হবে। ■

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

DURGA TRADING CO.

40, Strand Road, Fourth Floor, Room No.4,

Kolkata - 700 001

Phone : 2243 1722 / 1447, Fax No. 033 2243 3922

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Leading Raw Meterial Supplier to Paper Mills :

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips and other Raw Materials for Paper Mills.

Pan No. AACHA0716 M

সনাতন ধর্মে প্রীতি ও ভারতভক্তি সমার্থক

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রবোধের জাগরণে ও বিকাশের পিছনে সনাতন ধর্মের এক অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'যখন তুমি বাইরে যাবে, তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণী শোনাবে যে, সনাতন ধর্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়। পরন্তু সমস্ত জগতের জন্যেই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্য। অতএব যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে,তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্য এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড় করে তোলার অর্থ দেশকেই বড় করে তোলা। আমি তোমাকে দেখিয়াছি যে, আমি সর্বত্র সকল মানুষ সকল বস্তুতে বিরাজ করছি, দেখিয়েছি যে, এই আন্দোলনের মধ্যেও আমি রয়েছি, আর যারা দেশের জন্য কাজ করছে কেবল তাদের মধ্যেও যে আমি কাজ করছি। আর লোক যা-ই ভাবুক, যা-ই করুক না কেন, তারা আমার উদ্দেশ্য সাহায্য করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।'

বিভিন্ন লেখায় এ সত্য প্রকাশিত যে, হিন্দু সমাজের এক প্রভাবশালী শিক্ষিত অংশের মধ্যে নিরীশ্বরবাদী মানুষের ভালো উপস্থিতি রয়েছে। তাঁদের মধ্যে দিয়ে সমাজ জীবনের সর্বত্র বিরাজমান কিছু মানুষজন আছে, যাঁরা মুখে শ্রীঅরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, কিন্তু বাস্তবে সে আদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। একদিকে নিরীশ্বরবাদ অপরদিকে সংকীর্ণ সেমেটিক মৌলবাদ এই দুয়ের মাঝখানে উদার বৈদিক একাত্ম মানবদর্শনের জায়গা সমগ্র বিশ্বেই সংকুচিত হয়ে আসছে যা সভ্যতার প্রতি অশনি সংকেত। বিবেকানন্দের মতাদর্শ আমাদের মূল্যবোধের সংকট সম্পর্কে সচেতন করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের আলোকিত করবে, যেখানে বেদ-উপনিষদের ধর্মের উপযুক্ত স্থান থাকবে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশের নীতিবোধ শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বর্তমানে ধর্মীয় মৌলবাদ বা কুসংস্কারকে আঘাত করতে গিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি না থাকার ফলে ধর্মের ভিতকেই আলগা করে দিতে চাইছে। তাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে। বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, 'আধুনিক সংস্কারকরা প্রথমেই ভারতের ধর্মকে নষ্ট না করে সংস্কারের আর কোনা উপায় দেখতে পান না। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিফল হয়েছেন। এর কারণ কী? কারণ, তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাঁদের নিজেদের ধর্ম ভালভাবে পড়েছেন বা আলোচনা করেছেন। আর তাঁদের একজনও সকল ধর্মের প্রসূতিকে (বৈদিক ধর্মকে) বুঝবার জন্য উচ্চ ধর্ম সাধনার মধ্যে দিয়ে যাননি।' তার জন্য আবার সমাজে উন্নত মূল্যবোধেকে পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে যে ধর্মকেও তার উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে তা

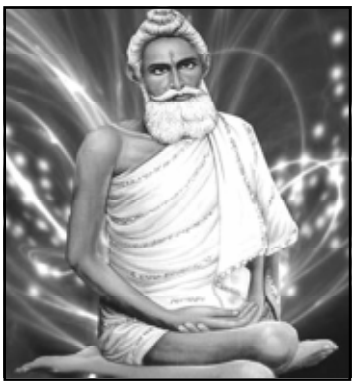

লোকনাথ বাবা

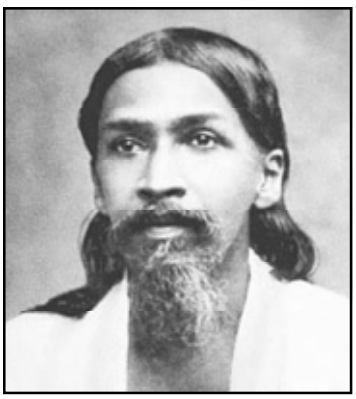

শ্রী অরবিন্দ

মা আনন্দময়ী

আমাদের সমাজের এক শক্তিশালী অংশ স্বীকার করতে চান না। ফলে যে চেতনাগুলি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ তথা বিপুল সংখ্যক বাঙালি মহাপুরুষগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল তাকে পুনরায় সমাজের প্রাণকেন্দ্র নিয়ে এসে রাষ্ট্রবাদী শক্তিকে এগিয়ে দিতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন মাতৃপূজা। মা দুর্গা ও ভারতমাতা একাকার হয়ে গেছেন। আমাদের রাষ্ট্রচিন্তার প্রাণকেন্দ্রে সনাতন ধর্মের সঙ্গে জড়িত বিশ্বাসের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা ঋষি বঙ্কিম তুলে ধরেছেন। তিনি গীতার শিক্ষা ও শ্রীকৃষ্ণের ধর্মাদর্শকে মেনে ভারত গঠনের কথা বলেছিলেন। সেই ধারাকে অনুসরণ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "We have seen that our vigour, our strength, nay, our national life is in our religion. I am not going to discuss now whether it is right or not, whether it is correct or not, whether it is beneficial or not in the long run, to have this vitality in religion, but for good or evil it is there, you connot get out of it, you have it now and for ever, and you have to stand by it, even if you have not the same faith that I have in our religion, You are bound by it, and if you give it up, you are smashed to pices. That is the life of our race and that must be starengthened. You have withstood the shocks of centuries simply beacuse you took great care of it, you sacrificed everything else for it. Your forefathers underwent everything boldly even death itself, but preserved their religion... that is the national mind, that is the national life - current. Follow it and it leads to glory. Give it up and you die, death will be the only result, annihilation the only effect, the moment you stes beyond that life-current. I do not mean to say that other things are not necessary. I do not mean to say that political or social improvements are not necessary, but what I mean is this, and I want you to bear it in mind, that they are secondary here and that religion is primary'।

বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ভাবধারা এদেশের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ধারা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের পর যে স্বাধীনতা এলো তা হিন্দু সমাজকে এক অসহনীয় পীড়া দিয়ে গেল। দেশের নেহরুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীকুল সে পীড়াকে অনুভবের চেষ্টাও করলেন না। ভারতবর্ষের ধর্ম-সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাজার বছরের লড়াইকে উপলব্ধি করার চেয়ে সাহেবের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দেখে তার অকারণ সমালোচনাই আধুনিকতার পরিচয় হয়ে দাঁড়াল।

ধর্ম-সংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ভীষণ লড়াই লড়েছিলেন আমাদের হিন্দু ধর্মরক্ষকরা। বাংলার রাজনীতি ঋষি বঙ্কিমের সাবধানবাণী শুনেও বোঝেনি, মনে নিয়েও মেনে নেয়নি। কিন্তু বাংলার হিন্দুসাধকরা বুঝেছিলেন ও তাঁদের এই সনাতন ভাবকে জাগ্রত রাখতে একের পর এক মহামানবের আবির্ভাব হল বাংলার হিন্দু সমাজে। ঋষি বঙ্কিমের পর তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আজ বাংলার হিন্দু সমাজকে বাঁচিয়ে রাখল। যাঁরা এলেন ও আমাদের রক্ষা করলেন তাঁদের এক তালিকা তুলে দিলাম—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), শ্রী অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০), শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৮৪৭), স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব (১৮৮০-১৯৩৫), শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর ((১৮৮৮-১৯৬৯), স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪১), স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭), পরমহংস যোগানন্দ (১৮৯৩-১৯৫২), শ্রীশ্রীরামঠাকুর (১৮৬০-১৯৪৯), সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ (১৮৯২-১৯৮২), আনন্দময়ী মা (১৮৯৬-১৯৮২), মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ((১৯০৪-১৯৯১), মহানন্দ ব্রহ্মচারী (১৯০৩-১৯৯৯)।

আর যাঁরা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সময় জীবিত ছিলেন তাঁরা হলেন—

লোকনাথ ব্রহ্মচারী (১৭৩০-১৮৯০), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯৯), শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ((১৮৩৬-১৮৮৬), হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৭), শ্যামাচরণ লাহিড়ী (১৮২৮-১৮৯৫)।

আর এই ভক্তি আন্দোলনের ধারার জনক বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যাঁর ভাব সমগ্র বঙ্গে সমস্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে রয়েছে। আধুনিকতার নামে এঁদের সকলকে ভুলিয়ে দিয়ে আমাদের সমগ্র ইতিহাসকেই গুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। সর্বধর্ম সমভাব ভারতবর্ষের সাধনার ফল সে কথা ভ্যাটিকান সিটি বা সৌদি আরব থেকে বলা হয় না।

আমাদের রাষ্ট্রবোধের সঙ্গে দেবীপূজা ও নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের অধিকার রক্ষার লড়াই একাত্ম হয়ে রয়েছে। এই দেশ নারীকে দেবী হিসাবে পূজা করে এসেছে। আমাদের হিন্দু ধর্মের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে মায়ের স্থান। বৈদিক সন্ন্যাসী বাবাকে প্রণাম করতে না পারলেও; মাকে প্রণাম করতে পারেন। আমরা জানি, সন্ন্যাস গ্রহণের পর বুদ্ধদেবের বাবা বুদ্ধদেবকে প্রণাম

করলেও বুদ্ধদেবের মাকে বুদ্ধদেব প্রণাম করেছেন। ভারতবর্ষের পরম্পরা অনুযায়ী বাবা মা উভয়ই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলে মাকে আগে প্রমাণ করার কথা বলা আছে। মায়ের আগমন লক্ষ্মীর আগমনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়, সেদেশে যখন কন্যা ভ্রূণ হত্যা করা হয়, তখন স্ববিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্মের রীতি নীতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবও ফুটে ওঠে। আমাদের মনীষীরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষার উপর প্রভূত গুরুত্ব দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের জীবনে তাঁদের মায়ের শেখানো আদর্শবোধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। শিক্ষিত নারীর ক্ষেত্রে কন্যা ভ্রূণ হত্যাকারী পুরুষ সমাজের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ে যাওয়া সম্ভব। শহরে এখন একটা শুভলক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে পুরুষ সমাজের একটি অংশ হয়তো অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ, তবুও তাঁরা কন্যাসন্তান চাইছেন। শিক্ষার আলোক এ পরিবর্তন কিছু মানুষের মধ্যে এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষার প্রসার ও নারী সমাজকে আর্থিক শক্তিসম্পন্ন করতে না পারলে এ সমাজকে প্রকৃত মানবতাবাদী সমাজে পরিবর্তন করা যাবে না।

আর্থিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনায় উপযুক্ত অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সংসদ-বিধানসভা ও মন্ত্রিসভায় পর্যাপ্ত সংখ্যায় মহিলার উপস্থিতিকে নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল চেষ্টার শঙ্খধ্বনি শুনতে পারছি, তবে সবগুলি প্রচেষ্টা সার্থক হতে কিছু সময় লাগবে। নারী সমাজের প্রগতির সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলি চিন্তাবিদদের দীর্ঘদিন ধরে ভাবিত করছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে। গৃহের মধ্যে সুগৃহিণী হবার শিক্ষা যেমন তাঁকে উপকৃত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। শহরকেন্দ্রিক

শ্যামাচরণ লাহিড়ী

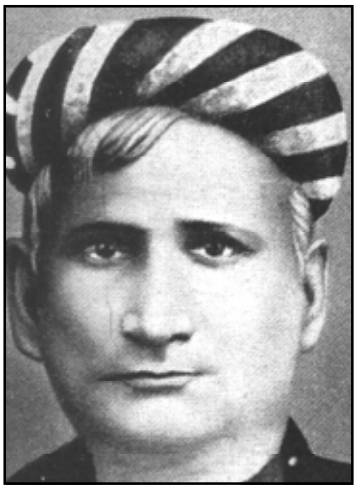

বঙ্কিমচন্দ্র

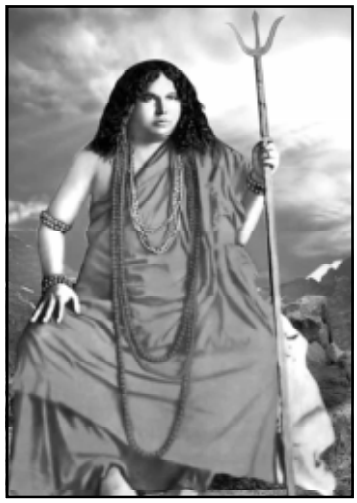

স্বামী প্রণবানন্দ

সভ্যতার বিকাশের পর নারীর ভূমিকার ব্যাপক ও শুভ পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে নারী স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতাকে পুরুষেও আর অস্বীকার করতে পারছে না। রাষ্ট্রনির্মাণে উভয়ের সমান ও সার্থক সহযোগিতা দরকার।

পশ্চিমের উদারবাদকে অস্বীকার না করে ভারতের সনাতনভাবের সঙ্গে তাকে মেলাতে হবে। তাই সনাতন ভাবকে সরিয়ে রেখে দেশ গঠনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই নারী শিক্ষা ও বিকাশের ক্ষেত্রেও এই সহযোগিতা প্রয়োজন। শুধু পশ্চিমের ভোগবাদ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। পূর্বের আধ্যাত্মিক ধারাই আমাদের সম্পদ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'But praise be to the Lord, they (the Rishis of India) caught at once the other side, which was grander infinitely higher, infinitely more blissful, till it has become the national charastennistion till it has lome down to us, interited from father to son for thousands of years, become a part and parcel of us, till it tingles in every drop of blood that rens through our vews, till it has become our second nature, till name of religion and Hindu have become one. This is the national charasteristic, and this cannot be touched.... National union in India must be a gathering up of its scattered spiritual forces. A nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune'। আমরা চেষ্টা করেও রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের সময় স্বামীজীকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়েছি কি? ভারতের মৌলবাদী তোষণনীতি ও ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি

আমাদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে ভারতের সংখ্যালঘু মৌলবাদীরা যুক্ত হয়ে ভারতের রাষ্ট্রবাদী শক্তির সামনে এক গভীর চ্যালেঞ্জ এনে দিয়েছে। ইজরায়েলের কাছ থেকে শিখতে হবে কিভাবে এর মোকাবিলা করতে হয়। আজ দৃঢ় ও রাষ্ট্রবাদী নীতির প্রয়োজন। ভারতের পূর্বে শান্তি ও সুস্থিতি বিনষ্ট হবে যদি উগ্র মৌলবাদী শক্তি বাংলাদেশে ক্ষমতা দখল করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সাল থেকে এখন ভারতের অনেক কাছের বন্ধু দেশ। তার সঙ্গে সে পথেই হাটছে পশ্চিম বিশ্ব। ভারত ১৯৭১ সালের মতন বাংলাদেশের মধ্যপন্থী শক্তির সঙ্গে রয়েছে। রাশিয়ার সেই পূর্বের দাপট আর না থাকলেও আজও পৃথিবীর দ্বিতীয় শক্তিধর দেশ রাশিয়া। তাই আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারত বাংলাদেশের মধ্যপন্থী শক্তির সঙ্গে থাকলে একা চীন ভিন্ন পথে পাকিস্তানের সঙ্গে এগোলেও সুবিধা করতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধিজীবীরা স্বপ্নের সমাজতন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে সমাজবাদী পশ্চিমবঙ্গের বিলয়ের স্বপ্ন দেখেন। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিল বামপন্থীরা। তাই নাস্তিক বাঙালি সমাজ গড়ে তোলার পিছনে প্রাণপণ চেষ্টা রয়েছে বামপন্থীদের। বাঙালি হিন্দু মান ও প্রাণ দিয়ে জেনেছে বাংলাদেশে বাস কী ভীষণ! নিরীশ্বরবাসীদের কিছু এসে না গেলেও বাঙালি হিন্দু তাঁর স্বধর্ম বিলয় করে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেবে না। বামপন্থীদের সোনার পাথরবাটির স্বপ্ন হিন্দু বাঙালিদের সর্বনাশ ডেকে আনবে। রাশিয়া গেছে, পূর্ব ইউরোপ ভেঙেছে, ভারতের সর্বত্র বামপন্থার অন্তর্জলি যাত্রা হয়ে গেছে, শেষ তিনটি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেও বিসর্জন হতে চলেছে সম্পূর্ণভাবে। ত্রিপুরাতেও শেষের দিন এগিয়ে আসছে। হিন্দু বাঙালিকে জানতে হবে ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্মের ভিতরে যে ধর্মভিত্তিক বিভাজনের শর্ত আছে তা জেনে বুঝে অস্বীকার করা হয়েছে। আজ জনবিস্ফোরণ বিপদ ডেকে আনছে। ১৯৪৭ সালে ৪৬ শতাংশ বাংলার জনসংখ্যা ছিল অমুসলমান। তার মধ্যে ৪২ শতাংশ হিন্দু, ৪ শতাংশ বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। ৫৪ শতাংশ ছিল মুসলমান জনসংখ্যা। ৭০ বছরে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৫৪ থেকে বেড়ে প্রায় ৬৭ শতাংশ হয়েছে।

হিন্দু জনসংখ্যা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ৩১ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বাকি ২ শতাংশ বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। এভাবে চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব সংকট দেখা দেবে। কারণ, বিন্যাসের চরিত্র বদলে যাচ্ছে দ্রুত। সনাতন ধর্মকে ভুলতে গিয়ে বাঙালি তিন ভাগ বাংলা হারিয়েছে, এবং শেষ এক ভাগও বিপদের মধ্যে। বলা হয়, বাঙালি রাজনৈতিক ভাবে খুব সচেতন। আমরা ইতিহাস পড়লে দেখি, যে জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পক্ষে ভোট দেননি, তিনিই এই রাজ্যের দীর্ঘতমকাল মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অনেক হয়েছে নিরীশ্বরবাদ, নেহরুবাদ, এবার ফিরতে হবে বিবেকানন্দে, অরবিন্দে, বঙ্কিমচন্দ্রে, না হলে শিয়রে শমন অপেক্ষা করছে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। শ্রীঅরবিন্দের বাণী স্মরণ ও উপলব্ধি করার সময় এসেছে। শুধু মনে নিয়ে নয় মেনে নিয়ে এগোতে হবে এই পথেই।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'আর আমি বলি না যে, জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম, একটা নিষ্ঠা; আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দু জাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে; যখন সনাতন ধর্মের অবনতি হয়, তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হতো তাহলে সনাতন ধর্মের সঙ্গে জাতিটাও ধ্বংস হতো। সনাতন ধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।' বোধকে বিত্তের কাছে বন্ধক না রাখলে এ অনুভব সহজেই আসবে। ভোগবাদ গ্রাস না করলে এই কথা সহজে হৃদয়ে প্রবেশ করবে। স্বার্থ ও অর্থের নাগপাশে নিজেকে না বেঁধে রাখলে এই উপলব্ধি আমাদের অস্থি মজ্জাগত।

আমাদের ইতিহাস, ভূগোল সব বিকৃত করে নিজ ভাগ্য জয়ের জন্য বেরিয়েছে কিছু বুদ্ধিজীবী। আমাদের দেশ প্রবুদ্ধ মহাপুরুষের দেশ, সাধক মহারাজদের দেশ, বুদ্ধিজীবীরা এখানে তাঁদের উপরে নয়, ভারত এগোবে ভগবানকে মাথায় করে, সে তার ভাগ্য জয় করবে গৈরিক আদর্শকে আত্মস্থ করে। সবার সঙ্গে নিজেকে সে মেলাবে কিন্তু নিজস্ব ধর্ম ভাবকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত রেখে।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থা কীরকম হওয়া বাঞ্ছনীয়

অমলেশ মিশ্র

একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক অতিক্রম করতে চলেছে। জীবনের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সমস্ত দিকেই বাঞ্ছিত তথা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু এই শতাব্দীর শিক্ষাক্রম কী হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

শিক্ষা একটি জাতি ও দেশকে গঠন করে। দেশের কেউ একজন অন্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলেন। যে মানুষটি এই কাজটি করলেন, তিনি নমস্য। কিন্তু সেই মানুষের এই কাজটির দ্বারা সেই দেশের বা জাতির গঠন হয়ে যায় না।

যে কোনো গঠনই একটি সুপরিকল্পিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে ও অনুসৃত হয়ে থাকে। এখন আমরা যে শিক্ষা পাঠক্রমের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি, সেটিও এইভাবে রচিত হয়েছিল প্রায় ২০০ বছর আগে।

যুগোপযোগী কথাটা আমরা প্রায়শই ব্যবহার করি। অর্থাৎ যুগ বা সময়ের পরিবর্তন বা অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। প্রশ্ন হল, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি যুগোপযোগী কোনো ব্যবস্থা নিতে পেরেছি? সিলেবাস হয়তো পরিবর্তন করেছি, কিন্তু চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন, যা এই যুগের পক্ষে প্রয়োজন, তা করতে পেরেছি কি?

আমার মনে হয়, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে আমরা কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারিনি। আনার কাজটুকুও করছি না। এটা আমাদের সকলেরই বোধগম্য হওয়া দরকার যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা নিয়ে একবিংশ শতাব্দী চলতে পারে না। একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে হবে।

একটি সাধারণ কথা বলি। আমরা চাই একটি শান্তিপূর্ণ ও সহযোগী সমাজ। কিন্তু আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের প্রজন্মকে নিয়ে যাচ্ছি, সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান বিষয় হল, ঈর্ষাযুদ্ধ প্রতিযোগিতা, আগ্রাসী মনোভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোভ, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের কাছে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগী সমাজ আশা করা যায় না। সমাজ তাই সর্বদাই অশান্ত, শিক্ষাস্থান অশান্ত, শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো আলোকবর্তিকা নেই এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্তারাও নতুন পথের কথা ভাবছেন না, ভাবতে পারছেন না। কারণ তারাও এই বিষবৃক্ষের একটি বৃহদাকার পুষ্প বা ফল বিশেষ। এবং সামগ্রিকভাবে জাতি ও দেশ বিপর্যস্ত। কেবলমাত্র আর্থিক উন্নতি বা অবনতির গল্পে মশগুল।

আর্থিক উন্নতি সাধন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দিক, একটি লক্ষ্য মাত্র। কিন্তু একমাত্র নয়। এর ফলে সমাজে শিক্ষাপ্রাপ্তর সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে না। 'লিটারেট'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও 'এডুকেটেড' সংখ্যা বাড়ছে না। অথচ জাতি ও দেশ গঠনে এই এডুকেটেডদের প্রয়োজন এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে 'এডুকেটেড' তৈরি করা। আমার মনে হয়, সমাজের সঠিক পথে চলা নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। কোন দেশ কত উন্নত তা নির্ভর করে সেই দেশে কত ভদ্র মানুষ আছেন তার ওপর। ভদ্র মানুষরা লিটারেট হোন বা না হোন তারা অবশ্যই শিক্ষিত এবং শিক্ষিতরা অবশ্যই ভদ্র।

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী মনুষ্য সমাজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্নসংকটে ভুগেছে। সেই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করেছে। পরিবর্তন করেছে।

বর্তমান শতাব্দী যে সমস্যাগুলিতে পড়েছে সেগুলি অন্য ধরনের, এগুলি বা এগুলির মতো নয়। প্রশ্ন হল, একবিংশ শতাব্দীর সমস্যাগুলি কি বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা দূর করা সম্ভব?

যদি মনে করি যে, হ্যাঁ বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থাতেই একবিংশ শতাব্দীর সমস্যাগুলি মোকাবিলা সম্ভব তাহলে যেমন চলছে চলুক। কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে, একবিংশ শতাব্দীর সমস্যাগুলি বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। বিংশ শতাব্দীর থেকে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন, আরও ভাল সংগঠন, আরও বেশি যোগ্যতা অর্জন এবং আরও বেশি ক্ষমতায়ন করলে

যদি সমস্যাগুলি সমাধান করা যেত তাহলে একবিংশ শতাব্দীর এই সমস্যাগুলি গভীরতর হচ্ছে কেন?

(১) মানব সমাজ ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে একে অপরের থেকে। ধর্মীয় বিভাজন, জাতি বিভাজন, জাত বিভাজন, ভাষা বিভাজন, পেশাগত বিভাজন, অর্থনৈতিক বিভাজন, রাজনৈতিক বিভাজন বা দলীয় বিভাজন। এই বিভাজনগুলি কমবেশি সবসময়ই ছিল। কিন্তু এদের পারস্পরিক বিরোধ এত তীব্র ছিল না। এখন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বি ও প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠছে, কে কাকে বঞ্চিত করে বা ঠকিয়ে কতটা লাভ করতে পারে। এই মানসিকতার বৃদ্ধি ঘটায় ব্যক্তি জীবনে নিরাপত্তার অভাব ও বিশ্বাসের অভাব বেশ প্রকট হয়েছে। যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, জঙ্গিপনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা এডুকেটেড, লিটারেট ও ইল্লিটারেট সকলকেই অনিশ্চয়তায় ফেলেছে। অনিশ্চয়তা কখনও সুস্থ চিন্তার জনক হতে পারে না।

(২) এ যুগে আমরা যুদ্ধ আহ্বান করতে পারি না। কারণ এখন যুদ্ধ মানেই সমগ্রিক বিনাশ। অথচ যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা আমাদেরই সবংশ বিনাশ করতে চাইছি।

(৩) মনুষ্য সমাজে সর্বত্রই আজ পরিবেশ সমস্যা অর্থাৎ দূষণের সমস্যা প্রকট। বিশ্ব উষ্ণায়ন, ওজন স্তরের পরিস্থিতি, বৃক্ষ নিধন, মাটির উর্বরতার পরিবর্তন ও ক্ষয় এবং অধিক জনসংখ্যা— সমস্ত দেশকে ও জাতিকে বিব্রত করে রেখেছে।

(৪) মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিক অর্থ উপার্জন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির লক্ষ্যই যেন অধিক অর্থ উপার্জন। এমনকি পরিবারের সন্তান-সন্ততিরাও ওয়েল্‌থ বা সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৫) প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে ভবিষ্যৎত পরিণতি বিবেচনা না করেই, পৃথিবী ও তার সম্পদসমূহ কি কেবল কি এই শতাব্দীর, এই প্রজন্মের জন্য? এতে কি পরবর্তী প্রজন্মগুলির কোনো অংশ নাই?

(৬) সর্বত্র একটি একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব পরিস্ফুট। গণতান্ত্রিক মনোভাব ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দিকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। এমনকি গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে একনায়কতন্ত্রী হওয়ার জন্য। একনায়কতন্ত্র বলে— শক্তি যার, জমিন তার। কিন্তু এটা তো জঙ্গল রাজত্বের কথা। একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এখন গণতন্ত্রকেই, একনায়কতন্ত্রে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। একনায়কতন্ত্রে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ নেই। আমি কী চিন্তা করব, কী বলব, সবই একনায়ক স্থির করেছেন।

(৭) বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা বিনষ্ট। 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও' মতবাদ সমঝোতার পথ রুদ্ধ করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্তান সন্ততিরা দুর্বৃত্তপ্রবণ হয়ে উঠছে।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষায় আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতিশয় উন্নতিসাধন করেছি, অনেক অর্থ ও অস্ত্র সঞ্চিত হয়েছে। অভাবের সমস্যা থেকে প্রাচুর্যের সমস্যায় ভুগছি।

এই দিকেই আমরা আরও যাব অথবা গতি পরিবর্তন করব। এইটাই এখন বড় প্রসঙ্গ হিসাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নির্দিষ্টভাবে স্থির করতে হবে যে, আমরা কেমন মানুষ চাইছি। আমরা কী পরবর্তী প্রজন্মতে আরও বুদ্ধিমান মানুষ চাই? আরও তথ্য জ্ঞানী চাই? আরও পরিশ্রমী চাই? আরও যোগ্য কর্মী চাই? আরও শৃঙ্খলাযুক্ত, আরও কর্মচঞ্চল, আরও সফল মানুষ চাই?

এসব গুণপনা তো অ্যাডলফ্ হিটার, ভি আই লেনিন, যোশেফ স্টালিন, মাও-জে-দঙ্ সবারই ছিল। আমরা কি এই শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও হিটলার, আরও মাও, আরও লেনিন, আরও স্টালিন চাই? পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমস্যাগুলি পৃথিবীর অশিক্ষিত ও ইল্লিটারেটরা তৈরি করেননি। আজকের পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যা এই মানুষদের তৈরি, যাদের মধ্যে সব গুণাবলীই ছিল, ছিল না কেবল ভালোবাসা ও সহানুভূতি।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন কিছু থাকবে, যা আমাদের প্রজন্মের মধ্যে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা মানসিকতা তৈরি করবে। লিটারেট তৈরি করা নয়, এডুকেটেড তৈরি করতে হবে।

এই পৃথিবী এতকাল কেবল প্রতিযোগিতার সাধনা করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সেই লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার সাধনায় আমরা সবংশে বিনাশ হব। আমাদের সাধনা হবে সহযোগিতার ও সহমর্মিতার।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেবল অন্য গ্রহে মানুষ পাঠিয়ে গৌরবান্বিত হবেন না। বাড়ির পরিচালিকা, প্রতিবেশীর প্রতিও দরদি হবেন।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা গেছে যে, পরিবার, শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। পরিবারে যা শেখানো হত, বিদ্যালয়ে যা শেখানো হত আর সমাজ অপ্রত্যক্ষভাবে যে শিক্ষা দিত, তা ছিল বৈপরীত্যপ্রধান। বাড়িতে বলা হত জ্ঞানার্জনের চেষ্টা কর। বিদ্যালয়ে বলত, বেশি নম্বর পাওয়া চেষ্টা কর, সমাজে অপ্রত্যক্ষভাবে বলত, পড়াশুনা করে কী হবে, যে ঘুষ দিবে সে চাকুরি পাবে। একজন শিক্ষার্থীকে স্থির করতে হবে, সে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবে অথবা নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করবে অথবা ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগত উন্নতিই (আর্থিক) প্রধান, সমাজ চিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা অনুপস্থিত। ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতায় সমাজ ও রাষ্ট্র দীর্ণ হল।

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ত্রুটিগুলি দূর করা একান্ত প্রয়োজন হয়েছে, অন্যথায় সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত, বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই একবিংশ শতাব্দীর লক্ষ্য হবে এমন মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থা মাধ্যমে তৈরি করা—

(১) যার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধ্যাত্মিকতা দুটি দিকই পরিস্ফুট হয়। এই দুটি বিষয়কে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতাকে আমরা পরস্পর বিরোধী ভেবে নিয়েছি, বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

কারণে। বিজ্ঞান বহির্জগতের আবিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আধ্যাত্মিকতা থাকে অন্তর জগতের আবিষ্কার নিয়ে। বিরোধের অবকাশ কোথায়?

একজন মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন থাকবে তাঁর মধ্যে দয়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি আছে কিনা। আবার এমন মানুষও পাওয়া যায় যিনি সর্বদা ঈশ্বরপরায়ণ ও ভক্তি গদগদ। কিন্তু প্রচণ্ডরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় এই বৈপরীত্য সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে নতুন করে গড়তে হবে।

(২) শিক্ষাব্যবস্থা এমন করতে হবে, যাতে আত্মপর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। সকলের কথা ভাবতে পারলে আত্মপরতা কমে। এই শিক্ষা, পরিবার বিদ্যালয় ও সমাজ সর্বত্র একই মনোভাবের হবে যাতে শিক্ষার্থী বিব্রত না হয়।

এই সূত্রে আমার পড়া একটি লেখা (খবরের কাগজ - যুগশঙ্খ, ২২.০৫.২০১৭, পৃঃ ১০) থেকে জানাই যে, জাপানিরা বাচ্চা বয়স থেকেই (ক) 'হ্যালো' বলে স্বাগত জানানো, (খ) 'ধন্যবাদ' বলে কৃতজ্ঞতা জানানো এবং (গ) 'দুঃখিত' বলে ভুল স্বীকার করতে শেখে। এই একই শিক্ষা তাদের বিদ্যালয়ে, তাদের পরিবারে এবং সমাজেও দেওয়া হয়। শিক্ষাটা মুখে দেওয়া হয় না। কাজে কর্মে হাতেনাতে শেখানো হয়। সমাজে এই তিনটি শব্দের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, ব্যক্তি জীবনেও তাই।

(৩) আমাদের দেশের খবর কাগজে একদিন পড়া গেল যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের জুতোর ফিতে নিজেই খুলেছেন। দেশজুড়ে খুব হইচই পড়ে গেল। যেন মোদী একটি সাংঘাতিক কিছু করেছেন।

আমেরিকার একদা রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন নিজের জুতো নিজেই ব্রাস করতেন। একবার এক নিকট ব্যক্তি তাঁকে ঐ কাজ করতে দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কী আপনি নিজের জুতো নিজেই ব্রাস করছেন?' আব্রাহাম লিঙ্কন নাকি উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, আপনি কার জুতো ব্রাস করেন, জানতে পারি কি?'

জাপানিদের জীবনবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐ পত্রিকার ঐ লেখায় বলা হয়েছে, জাপানে বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন থেকেই নিজের কাজ নিজে করতে শেখানো হয়। নিজের বই খাতা, খেলনা, বিছানা নিজেকেই গোছাতে হয়। টয়লেট ব্যবহার ও পরিষ্কার করা, প্লেট গোছানো বাচ্চারা নিজেরাই করে। ক্লাসে কে ধনী, কে গরিব, কে বেশি নম্বর পেয়েছে, কে কম নম্বর— সে হিসাব হয় না। ক্লাস রেজিস্টারে নাম ওঠে নামের বানানের ক্রম অনুসারে। (একদা আমাদের একটি ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে আমি বলেছিলাম ক্লাস পারফরম্যান্স না দেখে আলফাবেটিক্যালি রেজিস্টার খাতার ছেলেদের নাম লিখতে। প্রিন্সিপাল রাজি হলেন না। যে শিশু মনস্তত্ত্বের কথা বলেছিলাম, তা তিনি খুব একটা আমল দিলেন না।)

শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন মনোভাবটি আনতে হবে যেন সকলে সকলের কথা ভাবে। এই ভাবে সমাজ চেতনা ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রচেতনা তৈরি হবে। আমাদের দেশে এখন এই রাষ্ট্রচেতনা দলভিত্তিক। আমি যদি সরকার বিরোধী দলের কেউ হই, আমার কাজ হবে পাকিস্তান সম্পর্কে সরকার যত ন্যায্য ব্যবস্থাই নিক তার প্রতিবাদ করা। এই প্রতিবাদ পাকিস্তানের পক্ষে গিয়ে যদি রাষ্ট্রবিরোধী উক্তিও হয়, তাতে কিছু যায় আসে না।

(৪) শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রবাদ ও জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা একবিংশ শতাব্দীতে একান্ত প্রয়োজন।

(৫) শিক্ষাটা কেবল অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, অর্থ উপার্জন একটি লক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু একমাত্র নয়। বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে একই গুরুত্ব দিয়ে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৬) শিক্ষা যে কিছু তথ্য সংগ্রহ বোঝায় না, এ ধারণাটা পাকাপোক্তভাবে বোঝানো দরকার। শিক্ষার্থীদের অনুভূতি তৈরি করা দরকার। এখনকার অনুভূতিগুলির মধ্যে ক্রোধ, দ্বেষ, প্রতিহিংসা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আনন্দ, সৌন্দর্যপ্রীতি, বন্ধুত্ব, স্নেহ ও শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, রসবোধ, বিস্ময় প্রভৃতি খুবই দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

চিন্তা ও অনুভূতির বাইরেও কিছু কিছু বিষয় আছে, যা উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তৈরি করা যায়। যেমন— বিচক্ষণতা, শ্রমশীলতা, কর্তব্যবোধ, দূরদৃষ্টি, ধ্যান, শান্তিকামিতা ইত্যাদি।

(৭) ভিতরের শক্তি ও বোধ জাগরিত করতে পারলে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার বিংশ শতাব্দীর অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু শস্তি ও পুরস্কার পদ্ধতি যে বিশেষ কাজের নয় তা তো দেখাই যাচ্ছে। ভিতরের বোধ ও শক্তি যে বেড়েছে তার তো কোনো প্রমাণ বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণামে দেখা যাচ্ছে না। সুস্থ অনুভূতি তৈরি ও তার বিকাশ একবিংশ শতাব্দর শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা দরকার। কেবল বৌদ্ধিক বিকাশই যথেষ্ট নয়। কেবল অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যই একমাত্র লক্ষ্য নয়।

(৮) একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক, পিতা-মাতা অন্যান্য গুরুজন, সমাজপতিদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে যা শেখে— গৃহে এবং সমাজের তা প্রতিবিম্বিত দেখতে চায়। কিন্তু তা হয় না। শিক্ষকদের সততা, নিষ্ঠা, ছাত্রদের প্রতি আচরণ, সহমর্মিতা, ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা গুণগুলি একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ প্রয়োজন।

(৯) শ্রদ্ধাবোধ থেকে শিক্ষার শুরু। সেই শ্রদ্ধাবোধ বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় লুপ্ত বলা যায়। এই শ্রদ্ধাবোধকে ফিরিয়ে আনতে হবে বা জাগরিত করতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে আরও যোগ্যতা, আরও কর্মতৎপরতা, আরও তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদির থেকে বেশি প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করার মানসিকতা। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা পাঠক্রম, শিক্ষা প্রণালী, শিক্ষক ও শিক্ষা সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পুনর্নির্মাণ করা দরকার। ■

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

AN ISO 9002 COMPANY

NALCO Aluminium Sheet Coil

ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Fax : +91-33-2215 0455, 4050 3900

E-mail : alloy@cal3.vsnl.net.in **Website :** www.alloyindia.com

info@alloyindia.com

With Best Compliments from :

R. C. Bhandari

Advisor, Mutual Funds

36, Basemant, 8, Camac street

Kolkata–700017

Tel. No. 2282 7928

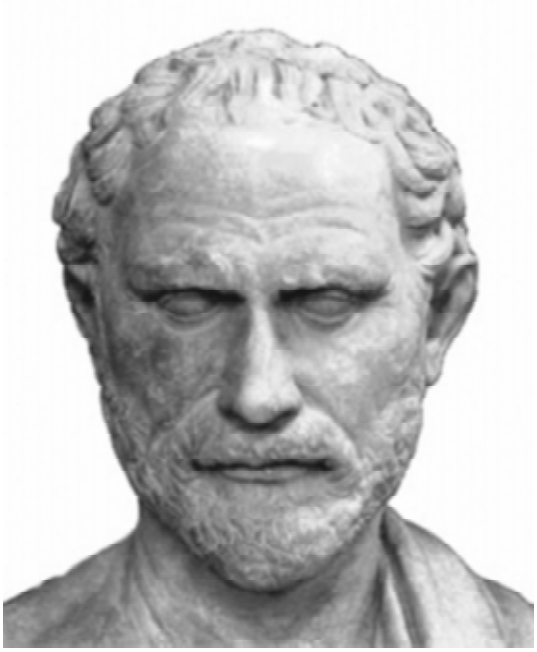

মেগাস্থিনিসের ‘ভারত’
প্রাচীন আর্যসভ্যতা ও কিছু বিশ্লেষণ

রজত পাল

আর্যরা ভারতে বহিরাগত নাকি আর্যসভ্যতা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা এবিষয়ে বিগত ১৫০ বছর ধরে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের অন্ত নেই। ১৯২২ সালে জন মার্শাল ও রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়ো শহর আবিষ্কার করে এ বিতর্কের এক নব্য মোড় গড়ে তোলেন। পূর্বে ম্যাক্সমুলার প্রমুখ পণ্ডিত আর্য জাতিতত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা করেছিলেন এবং Bopp কর্তৃক ইউরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তর ভারতীয় তথা সংস্কৃত শব্দমণ্ডলীর ধ্বনিগত সাদৃশ্যের উদ্ভবনা পণ্ডিতমহলে নানাবিধ তত্ত্বাদির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতার নিত্যনতুন ক্ষেত্রখনন ও তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে Marshall, Wheeler প্রমুখ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বহিরাগত যাযাবর আর্যরা নাগরিক সিন্ধুসভ্যতাকে ধ্বংস করে এদেশে বসতি স্থাপন করেছিল এবং মোটামুটিভাবে তার কালনির্ণয় তারা করেন খ্রিঃ পূঃ ১৫০০।

পণ্ডিতমহলে সকলে একবাক্যে এই তত্ত্ব মেনে নেননি। বি বি লালের মতন অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, আর্যসভ্যতা ভারতীয় এবং অনেকে একথাও মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতা আর্যসভ্যতারই অঙ্গ। এ বিষয়ে নানা গবেষণামূলক রচনা লিপিবদ্ধ হলেও এখনও পর্যন্ত আর্যদের বহিরাগমন তত্ত্বের পক্ষেই পণ্ডিতমহল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রামাণ্য নথি খুবই কম। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার সর্বজনগ্রাহ্যভাবে আজও হয়নি। ঋকবেদাদি বৈদিক সাহিত্য রচনার কাল নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই (তিলক ও Jacobe-এর মতন পণ্ডিত ঋকবেদ রচনার কাল ৪০০০-৬০০০ বিসি বললেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকই বেদ রচনার কাল ১৫০০ বিসি-র পরবর্তী বলে মনে করেন)। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক ক্ষেত্রগুলি বাদ দিয়ে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন অপর্যাপ্ত। পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে সাধারণত গালগল্প বলে বর্জন করা হয়। এই অবস্থায়

বিদেশি পর্যটকদের লেখা গ্রন্থাদি এবং শিলালিপিই একমাত্র ভরসা। এদিকে সম্রাট অশোকের পূর্বে শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হত না। (আর্যসভ্যতায় জ্ঞান বা বিদ্যা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কুক্ষিগত ছিল, তা সর্বসাধারণের জন্য নয়— এই দর্শনগত কারণে বেদাদি শাস্ত্র প্রথমদিকে লিপিবদ্ধ করা হতো না। বৌদ্ধরা সর্বপ্রথম সাধারণ কথাও লিপিবদ্ধ করা শুরু করে। অশোকের শিলালিপি বৌদ্ধ লিপিচর্চার প্রভাবেই উৎকীর্ণ)। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রার গুরুত্ব থাকলেও প্রাচীন আর্যদের মুদ্রার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। (মুদ্রা ব্যবস্থা নাগরিক সভ্যতা ও বাণিজ্যিক প্রথার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা প্রাচীন আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অ-সম্পর্কিত। ঋকবেদে 'পণি' নামক গোষ্ঠীর (যাদের বণিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন পণ্ডিতরা) বিরুদ্ধে বৈদিক আর্যদের ক্রোধ প্রকাশিত।

খ্রিঃ পূর্বাব্দের ভারতীয় ইতিহাসের বৈদেশিক সাহিত্যের উপাদান হিসাবে গ্রীকদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ। অখ্যাতনামা গ্রীক নাবিকের 'পেরিপ্লাস অফ দ্য এরিথ্রিয়ান সী' (১) গ্রীক ভৌগোলিক হেকাটেয়াস-এর 'সার্ভে অব দ্য ওয়ার্ল্ড' (২) মেগাস্থিনিসের 'টু ইন্ডিকা' এবং এরিয়ানের 'ইন্ডিকা' (মেগাস্থিনিস ও এরাটোসথেনিস-এর বিবরণের সাহায্যে প্রথম পর্বটি লিখিত), টলেমির 'জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস' গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি অধ্যায় আছে। তবে গ্রন্থটি দেড়শ খ্রিঃ-এ রচিত। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও টেসিয়াস ভারতে না আসলেও তাদের রচনায় এদেশ সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। আলেকজান্ডারের সঙ্গে আসা তিনজন গ্রীক ঐতিহাসিক ভারত সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই গ্রন্থগুলির কিছু কিছু অংশ কুইন্টাস কার্টিয়াস, ডিওডোরাস, জাস্টিন প্রমুখ লেখকের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। সেই সূত্রে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের নানা তথ্যাবলী প্রাপ্ত হয়। আলেকজান্ডারের সঙ্গী তিন ঐতিহাসিকের মধ্যে একজন নিয়ারকাস সিন্ধু নদে নৌযাত্রা করে তার একটি বিবরণ লিখে রেখে গেছেন।

সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি, ভারতদেশ ও তার মানুষের প্রতি ইউরোপের নব্যবিকশিত (তদানীন্তন) মানুষদের আগ্রহ বরাবরই ছিল। খ্রিস্টজন্মের চার-পাঁচশো বছর পূর্বেকার সময়ে সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছানো গ্রীক মানুষদের ভারতদেশ সম্পর্কে তীব্র কৌতূহলের কিছু প্রমাণ হল ঐসব ব্যক্তিদের নানা রচনাবলী। এদেরই একজন হলেন আলেকজান্ডারের এক সেনাপ্রধান তথা পরবর্তীকালে সিরিয়ার গ্রীক শাসনকর্তা সেলুকাস কর্তৃক পাঠানো তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজধানী পাটলীপুত্রে আগত রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস। মেগাস্থিনিস পাটলীপুত্র নগরে দীর্ঘসময় অবস্থান করে এদেশ সম্পর্কে তার প্রাপ্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন 'টু ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে। তার মূল গ্রন্থটি বর্তমানকালে প্রাপ্ত না হলেও আরিয়ান, স্ট্রাবো, ডায়োডোরাস প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় উদ্ধৃত মেগাস্থিনিসের রচনাংশ থেকে জার্মান পণ্ডিত ই. এ. শোয়ানবেক ১৮৪৬ সালে বহু পরিশ্রম করে প্রকাশ করেন Megasthenes's Indica।

মেগাস্থিনিসের রচনায় মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা, ভারতীয়দের জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বহু বিবরণ পাওয়া যায়, যা খ্রিঃ পূর্ববর্তী ভারতের ইতিহাস রচনার পক্ষে উপযোগী। এ সত্ত্বেও ইন্ডিকার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করেন। তারা মেগাস্থিনিসের রচনার কয়েকটি তথ্যাদির অস্বাভাবিকত্বের উল্লেখ করে ঐ গ্রন্থটিকে গুরুত্বহীন প্রমাণ করতে চান। তাদের বক্তব্য ও আমাদের নব্যমূল্যায়ন এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করতে চাই। যা বর্তমান ঐতিহাসিকদের চোখে সন্দেহজনক বলে বিবেচিত হয়।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— ভারতীয় সমাজে বৃত্তিগতভাবে সাতটি জাতি— পণ্ডিত, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী-কারিগর, যোদ্ধা, আমাত্য ও মন্ত্রী।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— বর্তমানে পণ্ডিতরা শাস্ত্রলিখিত চতুর্বর্ণ প্রথার কথা মাথায় রেখে বিচার করেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নানাধরনের যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, তা বিবেচনায় রাখেননি। (ঐ সময় জন্ম দ্বারা বর্ণনির্মিত হলেও মানুষের কর্ম সবসময় বর্ণ অনুসারে হচ্ছিল না। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা নানা ধরনের পেশা গ্রহণ করেছিল)। ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ইতিমধ্যে শূদ্ররাও রাজা হচ্ছিলেন। মেগাস্থিনিস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যা দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— মেগাস্থিনিস বলেছেন ভারতে দুর্ভিক্ষ হতো না, কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিকেরা দেখিছেন প্রাচীন ভারতেও দুর্ভিক্ষ হতো।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা--- মেগাস্থিনিস মূলত মৌর্য এলাকায় থেকেছেন। তিনি জানিয়েছেন মৌর্যসৈনিকেরা যুদ্ধযাত্রাকালে কৃষকের শষ্য রক্ষা করে চলত।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— পৌরশাসন ব্যবস্থা এবং ব্যবহৃত ধাতুর সংখ্যা (মেগাঃ মতে ৫টি) সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রর সঙ্গে অমিল পাওয়া যায়।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক কাল নিয়ে মতভেদ আছে। তাই অর্থ শাস্ত্রের তুলনা টেনে একে নস্যাৎ করা যায় না।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— ইন্ডিকাতে নানা উদ্ভট জাতির বর্ণনা আছে। যেমন— ককেসাসবাসীগণ প্রকাশ্যে স্ত্রীসঙ্গম করে ও আত্মীয়স্বজনের দেহভক্ষণ করে।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— হিরডোটাস (৩য় ভাগ, ৩৮, ৯৯, ১০১ অধ্যায়) তার রচনায় ১ম প্রথাটি কালাতীয় ও পদয় জাতি এবং

২য় প্রথাটি অপর ভারতীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল বলেছেন। মার্কোপোলোর রচনাতেও বিন্ধ্য পর্বতবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ২য় প্রথার উল্লেখ আছে।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— নাসিকাবিহীন জাতি।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— সেসময়ের উন্নতনাসা গ্রীকদের কাছে মুষ্টিমেয় মঙ্গোলিয়দের থ্যাবড়ানো নাক নাসাবিহীন মনে হতে পারে।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— বামনজাতি।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— ক্টীসিয়াসও (ভারতবিবরণ ১১ অধ্যায়) এক ধরনের বামনজাতি ভারতে ছিল বলেছেন। Schwanbeck বামনজাতিদের কিরাত বলেছেন। মঙ্গোলিয় কিরাতদের অঙ্গবর্ণনায় কদর্যতা বাড়ানো হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।

মেগাস্থিনিসের তথ্য—শয়ন করার মতন বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট জাতি।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— মহাভারতের সভাপর্বে কর্ণপ্রাবরণজাতির উল্লেখ আছে (কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহ্বস্তত্র ভারত— সভাপর্ব ৫২ অধ্যায়)।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— পশ্চাৎদিকে পায়ের আঙ্গুলবিশিষ্ট জাতি।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— ক্টীসিয়াস এবং বীটোর রচনায় এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইথীয়পীয়গণ এদের Antipodos নামে অভিহিত করত। (পশ্চাদঙ্গুলয়ো রুক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনা — মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব, ৮ম অধ্যায়)।

মেগাস্থিনিসের তথ্য—একপাদজাতি।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— ক্টীসিয়স এদেরও বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এরা কিরাতদের এক শাখা। (একপাদাংশ্চ তত্রাহমপশ্যং দ্বারিবারিতান— মহাভারত, সভাপর্ব, ৫১ অধ্যায়)।

মেগাস্থিনিসের তথ্য—কপালে (ললাটে) চোখবিশিষ্ট জাতি।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— ললাটক্ষঃ =Metopophthalmos।

(দ্ব্যক্ষীং ত্রক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্মিকাম — মহাঃ বনপর্ব, ২৭৯ অধ্যায়)।

মেগাস্থিনিসের তথ্য— ভারতীয়রা লেখাপড়া জানত না।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা— মেগাস্থিনিস সাধারণ ভারতীয়দের কথা বলেছেন। আজও যেখানে ভারতবাসী অর্ধেকের বেশি অশিক্ষিত, সেখানে দু-আড়াই হাজার বছর আগে কী ছিল বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা নিশ্চয়ই বলা সম্ভব মেগাস্থিনিসের বর্ণিত তথ্যগুলি অবাস্তব নয়।

মেগাস্থিনিস রাষ্ট্রদূত ছিলেন, পরিব্রাজক নন। তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেননি। তিনি যেমনটা দেখেছেন, শুনেছেন ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তেমনটাই জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বৃহৎকর্ণ, পশ্চাদ আঙুলবিশিষ্ট কয়েকটি মানুষকে পাটলিপুত্রে আনা হয়, তবে তাদের বাঁচানো যায়নি। আসলে এদের অনেকেই Homo sapiens গোষ্ঠীর মানুষ নয়, তারা Homo crectus or Homo Habilis গোষ্ঠীর কিছু অবশেষ মানবজাতি যারা মহাভারতযুগে লক্ষ্য করার মতন সংখ্যায় থাকলেও মৌর্যযুগে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি এবং বর্তমানে একেবারে বিলুপ্ত। মেগাস্থিনিসের রচনা তাই বর্তমান যুগের জীবিত মানবপ্রজাতির আলোকে বিচার করা উচিত নয়। তার রচনার বহু অবজ্ঞাত অংশ তাই নতুনভাবে বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

ডায়োনীসস ও হীরাক্লীস-এর কথা

মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায়—

ডায়োনীসস — ইনি আলেকজান্ডারের পূর্বে ভারতে আসেন। এখানকার অধিবাসীদের অধীশ্বর হন, অনেক নগর প্রতিষ্ঠা করেন ও নানাবিধ প্রণয়ন করেন।

ইনি কৃষিকর্মে বীজ বপনের শিক্ষা দেন, লাঙল চাষ করেন।

ইনি পশ্চিম থেকে ভারতে আসেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম উপস্থিত হওয়ায় সেনাদলে মহামারী হলে তিনি সমতল ত্যাগ করে পর্বতোপরি শিবির স্থান করেন। সেথায় সৈন্যগণ শীতল বায়ু সেবন করে রোগমুক্ত হয়। পর্বতের যে স্থানে ডায়োনীসস সৈন্যদের আরোগ্য করান তার নাম মীরস। ডায়োডোরাস জানিয়েছেন, মেগাস্থিনিস এই উদাহরণ থেকে মনে করেছেন একারণেই গ্রীকদের প্রবাদ প্রচলিত হয় যে দেব ডায়োনীসস জানু বা মীরস থেকে উদ্ভূত।

হীরাক্লীস— ইনি ভারতে জন্মান, বহু বিবাহ করেন। অনেক পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দেন।

ইনি অনেক নগর স্থাপন করেন, বড় বড় পরিখা খনন করে নগর সুরক্ষিত করেন।

সৌরসেনীরা একে বিশেষভাবে পূজা করেন।

Methora ও Kleisobora সৌরসেনীদের দুটি নগর।

Jobares নদী এদের দেশ দিয়ে প্রবাহিত।

বাসুদেব কৃষ্ণ, যিনি ভারতবাসীর চোখে বিষ্ণুর অবতার বলে পরিগণিত হন, তাঁর বংশকে (বিষ্ণুর অপর নাম হরি) হরিবংশ বা হরিকুল বলে চিহ্নিত করা হয়। Jobares বা যমুনা নদীতীরে মথুরা ও কালীয়দহ ইত্যাদি দুটি নগর এবং সৌরসেনীদের উল্লিখিত Herakles-কে শ্রীকৃষ্ণ বলে চিহ্নিত করার পিছনে জোরালো দাবি জানিয়েছেন আর সি মজুমদার তার Ancient India গ্রন্থে এবং এনাকেই তিনি বাসুদেব কৃষ্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন।

ডায়োনীসস বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা

মেগাস্থিনিসের রচনাটি আদিরূপে পাওয়া না যাওয়ায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো বহু রচনাকারের রচনায় প্রাপ্ত

মেগাস্থিনিসের উদ্ধৃতি মধ্যে পার্থক্য। Mc Crindal (৩) লিখেছেন—

'মেগাস্থিনিসের মতে, ভারত ইতিহাসের আরম্ভ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ৬৪৫১ বছর ৩ মাস আগে। তখন Father Bacchus-এর বংশধর ১৫৩ জন রাজা রাজত্ব করে গেছেন।'

আবার Arian নামক গ্রীক ঐতিহাসিকের (৪) রচনায় পাওয়া যায়—

ভারতে রাজবংশ প্রথম স্থাপিত হয় আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণের ৬০৪২ বছর ও আরও ৩০০ বছর ও আরও ১২০ বছর আগে।

শ্রী রজনীকান্ত গুহ তাঁর 'মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ' পুস্তকে জানিয়েছেন, 'ভারতবর্ষীয়গণের গণনানুসারে ডায়োনীসস হতে চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত ৬০৪২ বছরে ১৫৩ জন নৃপতি রাজত্ব করেন। কিন্তু মধ্যে তিনবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল— তার একটি ৩০০ বছর ও আর একটি ১২০ বছর।

এরিয়ানের বর্ণনা থেকে কাল নির্ণয়ের একটি অসম্পূর্ণ সময়ের সমস্যা আছে। তবে McCrindal -এর বর্ণনার সঙ্গে খুব পার্থক্য নেই। McCrindal উদ্ধৃতি অনুসারে ৬৭৭৮ বি. সি. (৬৪৫১ + ৩২৭) আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ কাল। ভারতে রাজবংশের সূচনা।

Father Bacchus আর ডায়োনীসস যে পৃথক ব্যক্তি নন যে বিষয়ে পণ্ডিত শিবসাধন ভট্টাচার্য (৫)-কৃত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে দেবতাদের আদেশে বিভিন্ন মনু মানববংশ স্থাপন করেন। সপ্তম মনু শ্রাদ্ধদেব যিনি সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র বলে বৈবস্বত নামে বিখ্যাত, তিনি নানা মনুর মাঝে এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (সাদা বাংলায় মন্বন্তর) পরে তিনি নতুন করে ভারতের মাটিতে মানব সভ্যতা গড়ে তোলেন। ইনি নগর স্থাপন করেন, 'মনুসংহিতা' নামক শাসনবিধান রচনা করেন ও তা প্রচলন করেন। শিবসাধন ভট্টাচার্য মনে করেন, এই বৈবস্বত মনুই হলেন Father Bacchus এবং ডায়োনীসসও একই ব্যক্তি

বৈবস্বত ∠ Bacchus

দিনেশ ∠ দিনেসস ∠ ডায়োনীসস

দিনেশ কথার অর্থ সূর্য। তাই সূর্যবংশের স্থাপক বৈবস্বত মনু-ই দিনেশ বা ডায়োনীসস এবং মানব সমাজের পিতা হিসাবে Father Bacchus-ই হলেন বৈবস্বত।

আমাদের এই ধরনের সিদ্ধান্ত যদি কষ্টকল্পনা বলে বোধ হয় তাহলে স্মরণ করানো প্রয়োজন গ্রীকদের হাতে ভারতবর্ষের নানা Proper noun -এর কি দশা হয়েছিল—

Hemodos= হিমদ বা হিমালয়

Palibothra= পাটলিপুত্র

Sandrokottas= চন্দ্রগুপ্ত

Cantrabra= চন্দ্রভাগ (নদী)

Methora= মথুরা

Jobares= যমুনা (নদী) ইত্যাদি

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে সূর্যবংশে মান্ধাতা, সগর, রঘু, হরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র নামক বিখ্যাত নৃপতিরা জন্মগ্রহণ করেন। সূর্যবংশের নানা শাখাপ্রশাখা ভারত ছাড়িয়ে অন্যত্র (বৈবস্বত মনুপুত্র ইক্ষাকু-র নামানুসারে সূর্যবংশের বিখ্যাত শাখাটি ইক্ষাকুবংশ নামেও পরিচিত। থাইল্যান্ডের রাজবংশ আজও নিজেদের 'ইক্ষবাকু/ইক্ষাকু' বলে পরিচয় দেয়) বিস্তার লাভ করে। নানাবিধ পুরাণ থেকে যে বংশ পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে (কিছু পার্থক্যসহ) রামচন্দ্র ছিলেন এই বংশের ৫৯তম রাজা, তার বংশধর বৃহদ্বল (৮৭তম) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যুর হাতে নিহত হন।

১৫৩ জন রাজা ৬৭৭৮ বছর রাজত্ব করলে গড় রাজত্বকাল দাঁড়ায়—

৬৭৭৮ devidec by ১৫৩ = ৪৪.৩ বছর।

সাধারণভাবে এই গড় বয়সকাল একটু বেশি মনে হতে পারে। তবে রাজতরঙ্গিণীর গনানন্দের বংশের গড় রাজার রাজত্বকাল হল ৪৭.৭ বছর। তাই প্রাচীনকালে এই গড় বেশি হওয়া আশ্চর্যজনক নয়।

ডায়োনীসস বিষয়ক কিছু প্রশ্নের উত্তর—

১) খ্রিস্টের জন্মের ৬-৭ হাজার বছর পূর্বে ভারতে রাজবংশ স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই রাজবংশ নানাভাবে মেগাস্থিনিসের সময় পর্যন্ত রাজত্ব চালিয়েছিল— এই তথ্য বর্তমান ঐতিহাসিকরা মানেন না। কারণ তাহলে আর্যরা ভারতে বহিরাগত ও তারা হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস করেন— এ তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু তখনকার রাজবংশগুলিতে বংশতালিকা বজায় রাখার প্রথা ছিল। Ancient India -তে (পৃঃ ৯৬-১০২) আর সি মজুমদার জানিয়েছেন, আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারত সীমান্তে যে সকল রাজারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে একজন ইক্ষাকু ছিলেন। ইক্ষাকু বংশের রাজারা বংশতালিকা রাখতেন।

২) মেগাস্থিনিস বলেছেন ডায়োনীসস এদেশে আসার সময়ে এদেশে নগর ছিল না। হরপ্পা সংস্কৃতির নাগরিক সভ্যতার কথা মাথায় রাখলে ডায়োনীসস ঐ নাগরিক সভ্যতার পূর্বেই ভারতে আসেন বোঝা যায়। হরপ্পা সভ্যতার সর্বপ্রাচীন কালনির্ণয় হয়েছে আনুমানিক ৩০০০ বি. সি.। ডায়োনীসস তারও অনেক আগে এসেছিলেন।

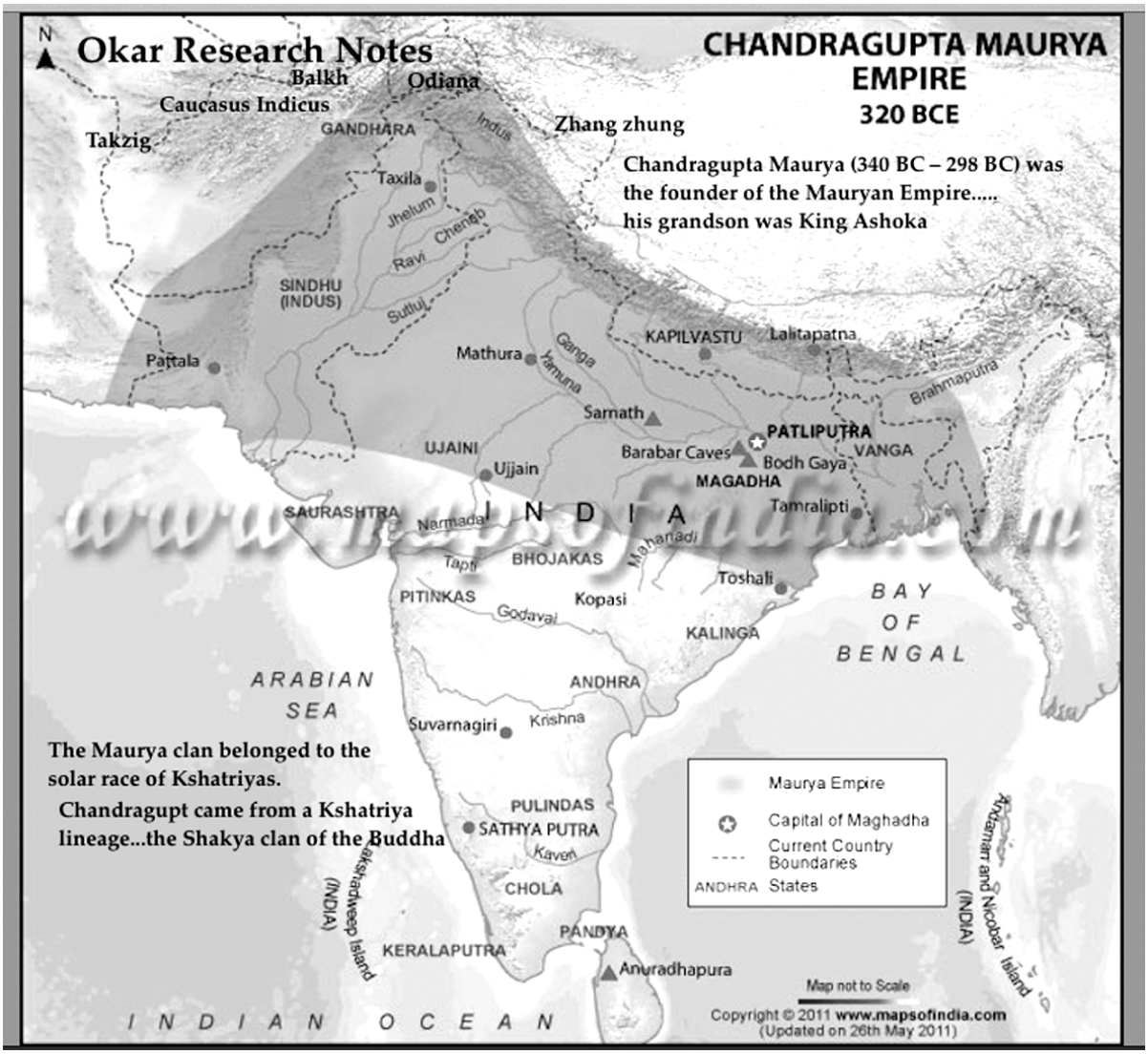

৩) ডায়োনীসসকে আর্যসভ্যতার প্রতিভূ বৈবস্বত মনু বলে স্বীকার করা হলে 'আর্যরা ভারতে বহিরাগত'— এই তত্ত্ব বেশ জোরালো হয়, কারণ মেগাস্থিনিসের বর্ণনানুসারে ডায়োনীসস ভারতের বাইরে এক শীতপ্রধান দেশ থেকে ভারতে আসেন।

গ্রীক ঐতিহাসিক ডায়োডোরাস মেগাস্থিনিসের রচনা উদ্ধৃতি দিয়ে ভারতের ভৌগোলিক সীমা সম্পর্কে বলেছেন—

উত্তরে Hemodos বা হিমদ বা হিমালয়, পূর্ব ও দক্ষিণে মহাসাগর এবং পশ্চিম সীমায় সিন্ধু নামক নদ। অর্থাৎ গ্রীকদের ভারতে আগমনের সময় (বিশেষত আলেকান্ডারের সময়ে) ভারতের পশ্চিমসীমা ছিল সিন্ধু নামক নদ। উপরন্তু ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী— এক দেশ, এক জাতি বিষয়ক যতই উচ্চ ধারণা আমাদের মধ্যে থাক না কেন বাস্তবে এরকম কিছু কখনোই ছিল না। মাঝে মধ্যে দু-একজন শক্তিশালী নৃপতি বিশাল উত্তর ভারত নিজ শাসনাধীনে আনার চেষ্টা করলেও আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের ধারণা এক আদর্শ ধারণা যা রাজচক্রবর্তী নৃপতিদের স্বপ্ন ছিল।

ভারতবর্ষকে প্রাচীনকাল থেকেই উত্তর-দক্ষিণ দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে ভাবা হতো— তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল, যথা আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য। মনু সংহিতায় ২য় অধ্যায়ের ২২তম শ্লোক অনুসারে দেখা যায়— আর্যাবর্তের পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকেই সমুদ্র।

মহাভারতের আমলে গান্ধার প্রদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে মুঘল যুগেও কান্দাহার পর্যন্ত অঞ্চলকে হিন্দুস্থান মনে করা হতো। কিন্তু মধ্যবর্তী দীর্ঘসময়ে সিন্ধুর পশ্চিমপার্শ্বকে বিদেশ মনে করা হতো বলে গ্রীকদের কাছে এই ধারণাই বাস্তবসম্মত ছিল যে ডায়োনীসস ভারতবর্ষের বাইরে থেকে

ভারতে আসেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তনের ফলে বিদেশীদের চোখে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা সময়ে নানারকম ধারণার জন্ম হয়েছিল। ২৩০০ বছর আগে গ্রীকদের কাছে কাবুল-কান্দাহার অঞ্চল ভারতবর্ষের বহিরাঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সেই স্থান থেকে পঞ্জাব অঞ্চলে আগত ডায়োনীসস বা বৈবস্বত মনু তাদের চোখে বিদেশ থেকে ভারতে আগত মানব নেতা রূপে পরিগণিত হয়েছিল। এছাড়াও একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন রোমানজাতি এবং গত শতাব্দীর ব্রিটিশ বা জার্মানজাতির মতন প্রাচীন গ্রীকরাও মনে করত যে তারাই একমাত্র উন্নত জাতি এবং পৃথিবীর অন্যত্র যা কিছু বিশেষ ভালো নিদর্শন আছে তা সবই তাদের লোকেদের দ্বারাই এবং কেবলমাত্র তাদের লোকেদের দ্বারাই সম্পাদিত।

এই কারণে গান্ধার প্রদেশের পার্বত্য শীতল অঞ্চল থেকে নেমে এসে পঞ্জাব অঞ্চলে গড়ে তোলা নব্য মানব সমাজ-সভ্যতার ধারক ও বাহক বৈবস্বত বা ডায়োনীসস বা দিনেশ বা Father Bacchus তৎকালের বিচারে নব্যসভ্য গ্রীকদের কাছে তাদেরই কোনো পূর্বপুরুষ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আরও একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর থেকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাকে পাকিস্তানের মানুষ তথা বিশ্ববাসীর কাছে ঐ সভ্যতাটিকে পাকিস্তানের বলে বর্ণনা করার একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশেই রাজনীতির নানা রং ধরানোর চেষ্টা কিছু লোক চালিয়ে যাচ্ছে। সংকীর্ণ রাজনীতির প্রভাব এযুগের মতন অথবা এযুগের থেকে অনেক বেশিই ছিল প্রাচীনকালে। হাজার হাজার বছর ধরে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনি কিরূপ ধারণ করতে পারে তা বিবেচনা করে বৈবস্বত-ডায়োনীসস বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আদি আর্যরা সপ্তসিন্ধু তথা শতদ্রু-বিপাশা-সিন্ধু-ইরাবতী ইত্যাদি নদীর পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তারা পূর্বদিকে চলে আসে এবং বর্তমান ভারতের নানাস্থান থেকে তথাকথিত অনার্যদের হটিয়ে দিয়ে বসতি স্থাপন করে। সপ্তসিন্ধুর পার্বত্যপ্রদেশ থেকে নিম্নবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতার বিস্তার ঘটানোকে আর যাই হোক 'আর্যদের বাইরে থেকে ভারতে আগমন' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অপরদিকে হরপ্পাসভ্যতার বিশাল ভৌগোলিক ব্যাপ্তির কথা মাথায় রেখে এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে আলেকজান্ডারের সময়ের অন্তত দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বের সময়কালে ডায়োনীসস আসেননি। কারণ তাহলে তার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার লোকেদের

ASIAN PAINTS &
***Dulux** Computerised Colour*

Shop- 6534-9088, 28381039
Resi.- 24455782
M.- 9674925123

ELEGANT STORES

Stokist of
Akzonobel, ICI Paints & other paints
& Elga Paints & Polymers
Selected Hardware

33, Tollygunge Circular Road.
(Mahabir tala Sital Sadan)
Kolkata-700 053

সংঘাত অনিবার্য ছিল। আবার খ্রিঃ পূঃ ৩০০০ বছর পূর্বে গ্রীকদের কোনো সভ্যতার উপস্থিতি অসম্ভব এবং অবাস্তব। তাহলে একথা স্বীকার করতে হবে যে, ডায়োনীসস গ্রীক নন এবং একথাও মানতে হবে যে বৈবস্বত মনু ৩০০০ বি. সি.-এর আগে কোনো একসময় ভারতে আসেন। যারা আর্যসভ্যতাকে হরপ্পা সভ্যতার থেকে প্রাচীন সভ্যতা বলে মনে করেন তারা এই আলোচনাটি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

৪) শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে আগত ডায়োনীসস-এর সৈন্যরা গরমে প্রবল অসুস্থ হলে ডায়োনীসস গরম থেকে রেহাই পেতে তুলনামূলক শীতল অঞ্চল মীরস বা আমাদের ভাষায় মেরু অঞ্চলে আশ্রয় নেন। তাতে তার দলবলের শারীরিক কষ্ট দূর হয়।

গ্রীষ্মকালে রাজস্থান বা পঞ্জাব অঞ্চলে গরমে কাতর হয়ে ডায়োনীসস বা মনু কাশ্মীর বা হিমাচল প্রদেশ অঞ্চলে স্থায়ী আস্থানা স্থাপন করেন বলে আমরা মনে করি। পৌরাণিক মতে, সুমেরু পর্বতকে ব্রহ্মাদি দেবতাদের আবাসস্থল ধরা হয় এবং বৈবস্বত মনুকে সূর্য তথা বিবস্বানের পুত্র বলা হয়— তাই মীরস বা মেরুতে ডায়োনীসস-এর আবাস স্থাপনের ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় দেবতাদের আবাসভূমি হিসাবে যে হিমালয় পর্বতকে দেখানো হয়ে থাকে— এই কথাটিও এক্ষেত্রে ভুলে গেলে চলবে না।

৫) ডায়োনীসস ভারতীয়দের নতুন সভ্যতা দেন, নতুন সমাজ সংস্কৃতি দেন, দেবপূজা চালু করেন ও পরে নিজেই দেবত্বে আরোহণ করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় পুরাণগুলোতে এরকম কথাই বলা আছে।

৬) গ্রীক মাইথোলজি অনুসারে ডায়োনীসস হলেন গ্রীকদের এক দেবতা, যিনি জানু বা মীরস থেকে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কেবলমাত্র ডায়োনীসসই ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে অভেদাত্মা নন, আরও অনেক গ্রীক দেবতাকেই ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গে একাত্ম করা গেছে। যেমন—

Cox -এর Mythology of Aryan Nations অনুসারে—

ভারতীয় 'বরুণ্' দেবতাকে ইরানিরা 'বরণ', গ্রীকরা Uranos বলে।

বৈদিক সংস্কৃত অনুসারে অগ্নির এক নাম 'ভরণু'। গ্রীকদের অগ্নিদাতা ও সদাচার নিয়ন্তা দেবতা Phoroneus। উভয়কে একই দেবতা বলে মনে করা হয়।

দুটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করলে অগ্নি উৎপাদিত হয় বলে অগ্নির অপর নাম 'প্রমন্থ'। গ্রীকদের যে দেবতা মানব কল্যাণে স্বর্গ থেকে অগ্নি বা আগুন চুরি করে জনগণকে দিয়েছিলেন তার নাম Prometheus। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এটি 'প্রমন্থ' শব্দজাত বলে মনে করেন এবং এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলে ২০/১০, ২৬/২, ১৪১/১৪ ঋকগুলিতে অগ্নিকে 'যুবা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি সকল দেবগণের মধ্যে 'যবিষ্ঠ'। গ্রীকদের বিশ্বকর্মার নাম Hephaistosi। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এটি 'যবিষ্ঠ' শব্দজাত।

সিদ্ধান্ত

সমগ্র আলোচনা থেকে আমরা তাহলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলোতে উপনীত হতে পারি—

* ডায়োনীসস-এর কাহিনি কোনো কল্পকাহিনি নয়।
* সাম্রাজ্যবাদী গ্রীকরা এই কাহিনিকে আত্তিকরণ করেছিল।
* ডায়োনীসসকে বৈবস্বত মনু মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।
* ডায়োনীসস-এর কাহিনি ন্যূনতম পক্ষে ৩০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের, হয়তো আরও পূর্বের।
* একটি তথাকথিত উন্নত সভ্যতার মানুষ, যাদের আর্য মনে করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে, ন্যূনতম ৩০০০ খ্রিঃ পূঃ অর্থাৎ ৫০০০ বছর আগে বর্তমান ভারতের মূল ভূখণ্ডে সভ্যতা স্থাপন করেছিল।

প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তিতে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে হলে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য প্রমাণাদির প্রয়োজন আছে। সে বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধ নয়, সে আলোচনা অন্যত্র করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র—

১) রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে গ্রন্থটি খ্রিঃ ১ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক মিশরবাসী গ্রীক-এর লেখা। (২) প্লিনি-এর লেখায় উদ্ধৃতি মেলে। (৩) Ancient India -- McCrindal, Page 115. (৪) Arrian Indica - Page 208, Leipzing, 1867. (৫) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস— শিবসাধন ভট্টাচার্য।

KALI PIGMENTS PVT. LTD.

Manufacturers of Red Lead, Litharge & Lead Sub-Oxide

1/4C, Khagendra Chatterjee Road
Kolkata - 700 002, W.B. India
Mobile : 98367 98663, Email : rinku_kej@yahoo.com
E-mail : kamal.kishore64@yahoo.com

D. S. ENGINEERS & CONSULTANTS
73, Bentick Street, 1st Floor, Kolkata - 700 001
M : 9331741971, Ph, - 033 40648081,
www.silverlinetyres.com e-mail : sdhanania@gmail.com

CYCLE & VAN
TYRES TUBES & RIMS